

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

# পাতের চান্দেলী

৬



এই লেখকের অস্ত্র এই :—

ভূতের গল্প ভয়কর  
ভূত আরো ভূত  
মরুভূমিয়া  
ন্যূড়নামার জয়বাটা  
বিষমভূরার বাপ  
ছুরস্ত তপাই  
দীর্ঘ সৈকতে আতঙ্ক  
কিশোর গল্প সংকলন  
অভিশপ্ত তিতিদম  
কাকাহিগড় অভিযান  
আঠিকালের বঢ়িবুড়ি  
গিরিশুহার শুণুধৰ  
কালপুরুবের আবির্ভাব  
চতুর্থ তদন্ত  
মেলা  
চন্দমহুমাঝী  
ভাঙা মেউলের ইতিকথা  
হিন্দোল মর্দিনের কেজা



ପାଣ୍ଡବ

ଯଗାଞ୍ଜଳୀ

এক

ତୈତେর ଶୁରତେই ହଠାତ୍ ଗରମଟା ପଡ଼େ ଗେଲା ।

এই ଗରମେ ବାବୁ ତାଇ ଖୁବ୍ ତୋର ଭୋଟ ଉଠି ତାର ପଡ଼ାଣ୍ବାର  
ପାଠ ଶେଷ କରେ ମିଛେ । ମେଦିନିଓ ପଡ଼ାଣ୍ବା ଶେଷ କରେ ତା ଜଳ  
ଶେରେ ଓ ଏକାହି ପଶୁକେ ସାମେ ନିଯରେ ଚଳନ ମିତିରେବେ ବାଗାନେ ।  
এକଟ ବୈଟେ ମୋଟା ଶୁଳକ ଗାହରେ ତେବେଳିକାଢ଼ା ଡାଲେର ଓପର ଆଧ  
ଶୋରା ହରେ ମନେର ଆନନ୍ଦେ ଓର ମହୁନ କେନା ମାଟ୍ଟିର ଅର୍ଗାନଟା ବାଜାତେ  
ଲାଗଲା । ଏই ମନୋରମ ନିରାଲା ପରିବେଶେ ଓର ମାଟ୍ଟିର ଅର୍ଗାନେର  
ଶୁର ଚାରିଦିକେର ପ୍ରକୃତିକେ ସେମ ମନ୍ଦିର କରେ ତୁଳନ ।

ବିଲୁ ଭୋବଲ ବାଚ୍ଚ ବିଜୁର ଆସବାର ସମୟ ଏଥିମୋ ହସନି । ଆରୋ  
অস্তু ঘটাধାନେক ବାବେ ଓରା ଆସବେ । ଏই ସମୟକୁ କାଟାବେ କି  
କରେ ବାବୁ ? ତାଇ ଓର ମାଟ୍ଟିର ଅର୍ଗାନେର ଶୁର ସାଧନା ଓର ଏই ଦୀର୍ଘ  
ଏକାକୀହିର ମଜୀ ହଲ ।

ପଶୁଓ ଏই ଗରମେ ଅସା ହୋଟାଚୁଟି ବା କରେ ଗାହତଳାତେଇ ଶ୍ରେ  
ରଇଲ ଚୁପ୍ତାପ ।

ଏମମ ସମୟ ହଠାତ୍ ଏକଟା କାନ୍ଦାର ଶୁର କାମେ ଏବୋ ବାବୁର ।

কে বেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আরো গভীর জঙ্গলের ভেতর  
থেকে ভেসে আসছে কামার শব্দটা।

বাবু মাত্তি অগীর ধানিয়ে কান ধাঢ়া করে শুনল কিছুম।  
তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো গাঢ় থেকে।

বাবুকে নামতে দেখে পঞ্চও গা ধাঢ়া দিয়ে উঠে দাঢ়াল।

বাবু চুপিসাড়ে জঙ্গল ভেন করে এগিয়ে চলল।

পঞ্চও চলল পিছু পিছু। সামান্য একটু ঘাওয়ার পরই জঙ্গল স্থলে  
পৌঁছে গেল ওরা।

বাবু দেখল জঙ্গলের গভীরে একটু ফাঁকা জায়গায় ঘন ঘাসের  
ওপর উপুঁচ হয়ে শুয়ে যাচিতে ঘাসের বুকে মুখ ঝুঁজে কে বেন  
ফুলে ফুলে কাঁদছে।

পঞ্চ এগিয়ে গিয়ে তার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে শুকতেই  
লাফিয়ে উঠল লোকটি। বাবু তাকে দেখেই চিনতে পাইল:  
কাছেই একটি প্লাস ফাঁকিটীতে দারোয়ানের কাজ করে। বেটে  
ধাটো শৰ্প চেহারা। সন্তুষ্টঃ মেপালী।

বাবু বিশ্বিত হয়ে বলল—কি বাপার, তুমি এখানে?

লোকটি বলল—খোকাবাবু তুম হিঁয়া?

—আমি তো সুবতে সুবতে এখানে এসে পড়েছি। কিন্তু তুমি  
এইভাবে এখানে শুয়ে কাঁদছ কেন গো? কত দিনের পোড়ো  
বাগান। কত সাপ খেপ আছে। এইভাবে এখানে এসে শোয়?

বাবুর কথায় লোকটির শোক যেন উঠলে উঠল। বলল—  
আমার বড় দুঃখ খোকাবাবু। তাই মনের ঘালা ঝুঁড়েতে এখানে  
এসে শুয়ে থাকি। যাতে কেউ আমাকে দেখতে না পায়। কেউ  
আমার কানা শুনতে না পায়।

বাবু লোকটির পাশে ঘাসের ওপরই দলে পড়ল—কি এমন  
দুঃখ তোমার, যাতে এইভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে কাঁদতে  
হয়?

লোকটি বলল—খোকাবাবু, গৱাব লোকের দুঃখ তুমি কি বুবাবে?

দশ দিন পহলে মূলুক থেকে চিঠি এসেছে আমার লেড়কির খু  
অহুৰ। কিন্তু খোকাবাবু, আমার কাছে এমন কল্পিয়া নেই বে  
আমি মূলুক যাই। তার একটু দেব্ভাল করি। আমাদের  
ফ্যান্টোমে এখন দর্শনট চলছে। কবে মিটবে তা জানি না।



—কি ব্যাপার তুমি এখানে? [ পঃ ২

অব্য আমার হাতেও একটি পয়সা নেই। চারিদিকে আমার এত  
দেবা বে কাবো কাছে হাত পাতলে একটি পয়সাও ধার পাৰো  
না। আমার লেড়কি হয়তো বিমা তিকিংসায় শেখ হয়ে  
যাবে। আমি কি কৱব খোকাবাবু? আজ এক সাল লেড়কীকে

আমি দেখিবি। তার অঙ্গে খুব মন ধারাপ হয়ে থাক্কে  
আমার।

লোকটির দুরের কথা শুনে বাবলুর দুকের ভেতরটা বেল  
হাহাকার করে উঠল। সত্যি! কত যানুবৰ কত হৃথ। বাবলু  
ওর কুমালে করে লোকটির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল—  
এইভাবে ছেটাছেলের যতো কীদে মা। যাও কেউ নেই তার  
গতবান আছেন। তিনি বিশ্চয়ই তোমার একটা ব্যবস্থা করে  
দেবেন।

লোকটি আবার দুকরে কৈবলে বলল—না না না। আমার কেউ  
নেই। আমার ভগবানও নেই।

বাবলু বলল—ছি, একথা বলতে নেই। কে বলল তোমার  
কেউ নেই? তোমার না লেড়কি আছে? আব ভগবানের ওপরও  
অভিযান করতে নেই। কি অহুর্থ হয়েছে তোমার লেড়কির?

—গতা নেই। শুনু চিঠি এসেছে লেড়কির অহুর্থ। রাপিয়া  
মিয়ে মূলুক যেতে গিছেছে।

—কেখায় মূলুক তোমার?

—নে অবেক মূলুক বাবু।

—মেপাল বিশ্চয়ই?

—না না মেপাল নয়। দার্জিলিং।

—দার্জিলিং! তুমি তাহলে মেপালী নও? আমি তো তোমাকে  
মেপালী ভাবতাম।

—আমি ভুটিয়া। আমার নাম কংগলাল ভুটিয়া। আমার  
লেড়কির নাম সোনাক্ষ। আমার একমাত্র লেড়কি। আমার প্রাণ।  
খুব ভালবাসে আমাকে। আমি যখন মূলুক থেকে কলকাতা চলে  
আসি তখন আমার গলা জড়িয়ে থরে থাকে। আমাকে কিছুতেই  
আসতে পিতে চায় না। ওর কিছু হলে আমার বুক কেটে দায়  
খোকাবাবু। অৰ্থ ওর অহুর্থ শুনেও ওর কাহে থাবার কোন  
উপায়ই আমার নেই। আমি বিজেই পেটে যেতে গাই না।

দেখবে খোকাবাবু, আমার লেড়কির কটো দেখবে? বলে বুক  
পকেট থেকে একটি পুরুনো ময়লা কটো বার করে বাবলুর হাতে  
বিল রংগলাল।

বাবলু কটোটা হাতে দিয়ে দেখল। একটি ন'দশ বছরের  
ফুটফুটে বালিকার কটো। কটি কটি চল চল সেই পর্বতছতিতাৰ  
বিশ্চাপ মুখখানি দেখলে সত্যই মায়া হয়।

বাবলু ফটোটা রংগলালকে দিয়ে বলল—তুমি একটু কট করে  
আমার সঙ্গে এসো রংগলাল ভাই। আমি চেষ্টা করে দেবি তোমার  
জন্ম কত্তুর কি করতে পাৰি।

রংগলাল বাবলুকে বুকে জড়িয়ে থরে বলল—খোকাবাবু! এ তুমি  
কি বলছ খোকাবাবু। সত্যিই তুমি আমার জন্ম কিছু কৰবে?

—আমি তোমাকে আসতে বলছি এসো।

ওৱা কোপ জঙ্গলের ভেতর থেকে দেখিয়ে আসতেই দেখল  
নেই ভাঙা বাটিটার সামনে বিলু ভোঞ্চল বাচ্চু বিছু অপেক্ষ।  
করছে ওর জন্ম।

বাবলু রংগলালকে দিয়ে ওদের সামনে এসে দীড়াল।

বিলু বলল—কি রে বাবলু, এই জঙ্গলের ভেতর কি কৰছিলি?

ভোঞ্চল বলল—আমরা এসে তুই এখনো আসিসনি মনে করে  
চূপচাপ বসে আছি।

বাবলু একটু গঁউৰ হয়ে বলল—শোন, আজ আমাদের খুব  
ভালো একটা কাজ করবার সুযোগ এসেছে।

সবাই বলল—কিৰকম!

—লোকটিকে চিবিস?

—হ্যাঁ, প্লাস ফ্যাটশীর দারোয়ান।

—ওৱা নাম কংগলাল। ওৱা মেয়ের খুব অহুর্থ। কিন্তু এমনই  
অবস্থা বেচাবার যে শুধুমাত্র টাকা পয়সার অভাবে মেয়ের অহুর্থ  
জেনেও দেশে যেতে পাৰেন না ও। তাই আমি চাইছি আমাদের  
পাঞ্চ গোয়েন্দাদের তরফ থেকে কিছু সাহায্য কৰতে।

বিলু বলল—এ তো অতি উন্নত প্রস্তাব। বিশেষ করে এটা সংতোষকারোর একটি মৎ কাজ।

তোমোর বলল—তাছাড়া তুই যখন মত করেছিস তখন আমরা সবাই তোর সঙ্গে একমত। ওর কত কি হলে হয় সেটা ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

বাবলু বলল—এখার বল তো কংগলাল ভাই কত টাকা পেলে তোমার স্বীকৃতি হয়?

বিশ্বিত অভিভূত কংগলাল বলল—আমি তোমাদের কাছে বেশি চাইব না খোকাবাবু। শুধু আমার গাড়িভাড়া বাদে সামাজিক কিছু হাতবেরচা পেলেই হয়ে যাবে। তোমরা আমাকে পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারবে?

বাবলু হেসে বলল—ও তো ট্রেন ভাড়াতেই হয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকায় কি হবে তোমার? তাছাড়া তোমার সোয়ের অশুধ। তাকে ভালো ভাঙ্গার দেখাতে হবে।

—কিন্তু ওর বেশি তোমরাই বা পারবে কি করে খোকাবাবু? তোমরা যে হেলেমাঝুর।

বাবলু বলল—আমরা তোমাকে পাঁচশো টাকা দেবো।

কংগলাল বলল—তোমরা আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো খোকাবাবু? আমার যে সাথাটা একদম ঘূরে যাচ্ছে।

বাবলু বলল—না কংগলাল ভাই। আমরা মোটেই রসিকতা করছি না। তুমি তো জানো না, আমাদের অনেক টাকা। অনেক পুরুষকার পেয়েছি আমরা। আমরা পাঁচব গোরেন্দা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে এতদিন আমরা তোমার মতো একজন মানুষের দেখা পাইনি। দশটা বাজলে বাক খুলেই আমি টাকাটা তুলে এমে তোমাকে দেবো। ততক্ষণ চলো, তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটু চা জল যাবে। আশা করি টাকাটা পেলে আজ সাতের গাড়িতেই চলে যাবে তুমি।

—মে তো যাবই খোকাবাবু। কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয়। ও টাকাটা আমরা তোমাকে ধার হিসেবে দিচ্ছি না। সাধার্য হিসেবেই দিচ্ছি।

কংগলাল অশুর্ট গলায় বলল—তোমাদের খণ আমি করবো শোধ করতে পারব না খোকাবাবু। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

বাবলু হেসে বলল—একটু আগেই না তুমি বলেছিলে ভগবান মেই?

—ভুল, ভুল, ভুল বলেছি খোকাবাবু। ভগবান আছেন। মানুষও আছে। সবই ঠিক আছে। ছঁরে শোকে ভেঙে পড়ে আমরাই শুধু মাঝে মাঝে ভুল করে দেবো।

বাবলু বলল—আর এখানে দেরী করে লাভ নেই। এসো তুমি আমাদের বাড়ি।

বাচ্চু বিজু বলল—বাবলুলা, কংগলাল ভাইকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই না কেন? তুমি বরং ব্যাক থেকে টাকাটা তুলে আমাদের বাড়িতেই চলে এসো।

—বেশি, ভাই হোক। তোরাই তবে নিয়ে যা কংগলালকে। আমি বাড়ি গিয়ে পাস বিটা নিয়ে চলে যাই ব্যাকে। এই বলে পঞ্চকে নিয়ে গেল বাবলু।

আর বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিজু কংগলালকে নিয়ে কথা বলতে বলতে বাচ্চু বিজুদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বাচ্চু বিজুর মা সব শুনে সাদারে লুচি আলুভাজা ও সদেশ খেতে দিলেন কংগলালকে। চা করেও খাওয়ালেন।

তারপর এক সময় টাকা নিয়ে বাবলু ও গিয়ে হাজির হ'ল বাচ্চু বিজুদের বাড়িতে। টাকাটা কংগলালের হাতে তুলে দিতেই যে কি আমন্ত কংগলালের। টাকাটা দ্রুতে ধরে বুকে আঁকড়ে ধর করে কাদেতে লাগল মে। আর প্রাণভরে আশীর্বাদ করতে লাগল। তারপর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল কংগলাল।

বাবলুরা ওর চলে যাওয়া পথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওদের সকলেরই মন ভরে উঠল এক গভীর প্রশংসিতে।

বাবলু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে এক টাকার একটি কয়েন বার করল। তারপর টাকাটা একবার সবাইকে দেখিয়ে বেশ গভীর গল্পাল বলল—এটা কি ?

সবাই বলল—টাকা।

—টাকার এ পিঠি ?

—হেড।

—ও পিঠি ?

—টেল।

—তাহলে হেড না টেল ?

—সবাই বলল—হেড।

বাবলু টস করল।

—হেড হেড হেড।

হেডই হ'ল। বাবলু বলল—হেড মানে মাথায় অথবা উচ্চতে। টেল মানে নিচুতে। আমি অবশ্য মনে মনে আমাজে একটা ক্যালকুলেসন করে উচ্চারাই বেছে দিয়েছি।

বাবলু বলল—সত্যি, তুমি পারোঁও বটে বাবলু। কথম যে কি মতলব খেলে তোমার মাথায় তা আমরা টেরও পাই না। সেই থেকে আমাদের সামগ্রেলে ঝুলিয়ে রেখে কি যে তুমি বলতে চাইছ তা আমরা এখনো বুঝতে পারছি না। তুমি দেন দিনের দিন কিরকম রাহস্যময় হয়ে উঠলি।

বাবলু বলল—আরে বাবা এতে হাহতের কি আছে ? এই প্রচণ্ড গরমে একটা কিছু তো বেছে নিতেই হবে আমাদের। যহ হেড, নয় টেল। উচ্চত অথবা নিচুতে। মানে, পাহাড়ে কিম্বা সমুদ্রে। তা আমি পাহাড়ই বেছে বিলাম। কিন্তু সেই ছপুর থেকে লাইনে হাড়িয়ে থখন শুলাম দার্জিলিং মেলে তিরিশে জুন পর্যন্ত কোন বার্থ খালি নেই তখন মেজাজাতা পিঁচেড়ে যায় কিনা বল ?

বিলু তো শুনেই লাকিয়ে উঠল—দার্জিলিং মেলের ? তার মানে তুই আমাদের দার্জিলিং ধারার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলি মাকি ?

সক্ষের সময় বাচ্চু বিজ্ঞুদের বাড়িতে বিলু আর ভোষল বসে বসে ওদের পিকচার কমিকস ও অ্যান্য গজের বইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। কত বই বাচ্চু বিজ্ঞুদের। ওদের বাবা নতুন বই খেয়েলেই কিমে দেন। বিলু আর ভোষল সেই সব বইগুলোর পাতা উচ্চে ছবি দেখছিল। বাচ্চু গোজের মতো বসেছিল হারমোনিয়াম নিয়ে। বিজ্ঞু আপন মনেই বড় আয়নাটার সামনে হাড়িয়ে গালে পাউত্তারের পাফ বোলাচ্ছিল।

এমন সময় বেশ ঘৰ্য্যাত্মক কলেবৰে বাবলু এসে বলল—না। অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না।

বাচ্চু হারমোনিয়াম ধাবিয়ে বলল—কি পেলে না বাবলু ?

বাবলু বলল—মাধাটা একেবারে তেতে আশুন হয়ে রয়েছে আমার। সব কিছুই একটা সীমা থাকা উচিত তো।

বিলু বলল—যাপার কি !

বাবলু বিরক্তির সঙ্গে বলল—অতঙ্গ লাইনে হাড়িয়ে থাকার পর কিমা শুনতে হ'ল ভূম মাদের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত হবে না। বিলু, তার পরে কি সবতে যাবো ?

বিলু বললো—এই গরমে তুই কি ক্ষেপে গেলি। কি বলহিস বলতো ?

বাবলু বলল—আমাকে এক গেলাম জল ধাওয়া তো বিজ্ঞু। আর তোর মাকে বল বাবলুর খু-উচ্চ-ব খিদে পেয়েছে। সেই সঙ্গে এক কাপ চা হলেও মন্দ হয় না।

বিজ্ঞু জল আনতে গেল।

বাবলু খিদের মনেই গজ গজ করতে লাগল বসে বসে। সবাই চুপচাপ। বিজ্ঞু জল আনলে বাবলু জল খেল।

বাবলু বলল—তুমি কিমের লাইনে হাড়িয়েছিলে বাবলু ?



বাবলু মুখ টিপে হাসল ।

কোষ্ঠল বলল—কই এ কথা তো একবারও আমাদের বলিসবি তুই ?

বাবলু বলল—বলিনি তার কারণ আগে তো কিছু ঠিক করিনি ।  
কল্পনালের মুখে দার্জিলিং-এর নাম শুনতেই মন্ত্র কিরকম করে উঠল ।  
তাই ওর জন্য সকালে যথম টাকা তুলতে মেলাম তখন একটু বেশি  
করেই তুললাম । তোদের কিছু জানাইনি তার কারণ ভেবেছিলাম  
দার্জিলিং মেলের টিকিটগুলো কেটে এনে তোদের হাতে দিয়ে চলকে  
দেবো তোদের । তাই চুপি চুপি দুশুববেনা নিলেই চলে গিয়েছিলাম  
কেয়ারপি প্রেসে । আগামী কালের জন্য পাঁচটা বার্ষ চাইলাম । কিন্তু  
না । গ্রী-টায়ার তো দূরের কথা পাঁচটা সিটও প্রেসাম না ।

বিছু বলল—হায় হায় রে । টিকিটটা পেলে কি মজাই বে হোত ।  
তাহলে কালই আমরা আবার দূরপালার ট্রেনে চাপতে পেতাম ।

বাচ্চু বলল—এই গরবে দার্জিলিং ! এ বে অন্নেও ভাবা যায়  
না । ও, যাওয়াটা হলে কি আনন্দই না হোত ।

কোষ্ঠল বিগতিত গলায় বলল—বাবলু ! প্রস্তাবটা তুই মা  
করে দিস না । সত্যি বলছি ভারী ইঁটারেন্টিং ব্যাপার । দার্জিলিংটা  
একবার আমাদের মুখে আসতেই হবে । মাইবা পেলাম রিজার্ভেশান ।  
এমন্তেই সাধারণ কাময়ার চেপে যাবো ।

বাচ্চু বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবলুদা ! আমরা উইদাউট রিজার্ভেশানেই  
যাবো ।

বাবলু বলল—পারবি ?

বিছু বলল—নিশ্চয়ই পারবো । আরে, আমরা হচ্ছি পাঁওয়  
গোয়েন্দা । আমাদের কি রিজার্ভেশান লাগে ? তাহাড়া কুলিকে  
ছ'চার টাকা দিয়ে দিলে ওরাই বসবার জাইগা করে দেবে ।

বিছু বলল—আমার কতদিনের সাথ দার্জিলিং দেখবার ।

বাবলু বলল—আমারও । দার্জিলিং শুধু যে শৈল শহর তা  
তো নয় । অবেক ট্যারিস্টের মতে দার্জিলিং সত্যিকাবের ভূর্বৰ ।  
দার্জিলিং মেঘমালার দেশ । মেঘের মেলা দেখবে তো দার্জিলিং যাও ।

বিলু বলল—তাহলে বাবলু একটা কথা বলি শোন, কালই আমরা  
যাই চল । রিজার্ভেশান যথম পাইনি তখন দার্জিলিং মেলেই যে  
আমাদের বেতে হবে তার কোন মানে নেই । হাওড়া থেকে  
মিউজলগাইগুড়ি প্যাসেজার রাত্রে দিকে ছাড়ে । ভিড়ও খুব একটা  
হয় না । ভাড়াও একটু কম । আমরা এ গাড়িতেই যাবো ।

বাবলু বলল—না । প্যাসেজারে আমি যাবো না । গ্রী-টায়ার  
চাড়াও যাবো না ।

বিলু বলল—তাহলে তো যাওয়াই হবে না ।

বাবলু বলল—হ্যাঁ, যাওয়া হবে । এবং কালই । আমি দার্জিলিং  
মেলের টিকিট পাইনি বটে তবে কুড়িয়ে বাড়িয়ে এদিক সেদিক করে  
কামরূপ এজপ্রেসের টিকিট পেয়ে দেছি ।

বিলু লাক্ষিয়ে উঠল—বলিস কিবে বাবলু ! এই কথাটা এতক্ষণ  
আমাদের কাছে চেপে গিয়ে দার্জিলিং মেলের টিকিট না পেয়ে তুই খুব  
কুকু হয়েছিস এমন ভাল দেখাচ্ছিলি ?

বাচ্চু বলল—সত্যিই তুমি সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে পারো বটে  
বাবলুদা ।

বাবলু বলল—ওরে, স্বৰের কথা—আমাদের কথা একটু তাৰিখে  
তাৰিখে বলতে হয় । দার্জিলিং মেলে চেপে দার্জিলিং যাবার একটা  
আলাদা ইমেজ আছে । তবে পেলাম মা যথম, তখন হাজও ছাড়লাম  
না । বিউ বৰগাইর্ণাও এজপ্রেস ও কামরূপ এজপ্রেসে চেতো লাগালাম ।  
ভাগ্যজ্ঞমে পেয়েও গেলাম । এতে একদিকে ভালো হ'ল এই যে  
আমরা তো হাওড়ায় ধাকি, হাওড়া স্টেশনেই কামরূপ এজপ্রেস পেয়ে  
যাবো । কিন্তু দার্জিলিং মেল হলে কষ্ট করে শিয়ালদায় বেতে হোত ।

বিলু ভোগ্লু বাচ্চু বিছু তো বাবলুকে জড়িয়ে ধরে আমাদে উঁঁচাসে  
কেটে পড়ল ।

এমন সময় বাবলুর জ্ঞান ধাবার নিয়ে বাচ্চু বিছুর মা এসে পড়লেন ।  
ওদের বকম দেখে বললেন—একিৰে ! এই ভৱ সঞ্চৰেলো সবাই  
মিলে জাপটা জাপটি করে এমন ভূতের মতো চেচাচিস কেন ?

বাচ্চু বলল—মা দার্জিলিং।

—দার্জিলিং?

—বিচ্ছু বলল—হ্যাঁ। দার্জিলিং দার্জিলিং।

—কে যাবে?

—আমরা যাবো।

—তোরা যাবি!

—আমরা সবাই দার্জিলিং যাবো।

—কবে?

—বাত পোহালে কর্মা হ'লে।

—তাঁর যাবে কাল সকালে?

—সকালে কি গো! তুমি কিছু জানো না। আস্তিরে যাবো।  
কামরূপ এক্সপ্রেসে।

বিলু কাব্য করে বলতে জাগল—আমরা দার্জিলিং যাবো। টাইগার হিল দেখব। কাঞ্চবজ্জবাৰ সোনাৰ চূড়োৱাৰ আমরা সোনা রোদেৱ ছাটা দেখব। পাহাড় দেখব—অৱগ্য দেখব—মেৰ দেখব—আৱো কত—কত—কত কি দেখব। সত্যি! কি মজা। ওৱে সঞ্চো তুই রাজি হ। ওৱে বাজি তুই ভোৱ হ। ভোৱ তুই সকাল হয়ে যা। দীৰ্ঘ দিনটা ফুরিয়ে যা তাড়াতাড়ি। আমরা সবাই গুহিয়ে গাহিয়ে নিয়ে কামরূপ এক্সপ্রেসের শুভে টায়ারে শুয়ে পড়ব। সকাল হবে। মিউ অলগাইগুড়িতে নায়ব। তাৰপৰ? তাৰপৰ টৱ ট্ৰেন। আমরা টৱ ট্ৰেনে চাপব। আৱ টৱ ট্ৰেন বিক কৰে আমাদেৱ নিয়ে যাবে মেঘমালীৰ পথে। কি চমৎকাৰ—কি অপূৰ্ব—কি দারুণ ফ্যান্টাস্টিক।

বাচ্চু বিচ্ছু মা বললেন—সত্যি, তোদেৱই কপাল রে। ভাগ্যে বাবলুকে তোৱা পেয়েছিলি?

বাবলু তথ্য গপাগপ করে হালুয়া ও পৰোটা খেয়ে চলেছে।

বাচ্চু বলল—মা, আমাদেৱ মেই?

—আছে মা। সবাৰ আছে। ওৱ খুব বিদে পেয়েছিল তো, তাই সবাৰ আগে ওকেই লিয়া। তোদেৱ অজ্ঞ আৰুহি।

বাচ্চু বিচ্ছু মা দৰ খেকে চলে গেলে আমদেৱ চোটে ভোগ্যল  
ঘৰেৱ মেখেতেই একটা ডিগৰাঞ্জি খেয়ে নিল।

পৰদিন যথাসময়ে পাঞ্চৰ গোহেদোৱা হাওড়া স্টেশনে এসে  
উপস্থিত হ'ল। বাবলু বিলু ভোগ্যল বাচ্চু বিচ্ছু সবাই আছে।  
পঞ্চও আছে।

কিঞ্চ মুস্কিল হ'ল পঞ্চৰে নিয়ে। সক্ষে বাতেৰ গাঢ়ি।

স্টেশন একেবাৰে ভিড়ে জমজমাট।

ওকে প্লাটফৰমে ঢোকাবে কি কৰে?

বাবলু বলল—এক কাজ কৰি। একবাৰ এনকোয়ায়ীতে জিজেস  
কৰে আসি, অপার চ্যাবেলে ওকে নিয়ে থাওয়া যায় কি না। এই  
বলে বাবলু চলে গেল। তাৱপৰ মিমিট কংকেৰে মধ্যেই হাসি মুখে  
কিৰে এসে বলল—হয়েছে। পঞ্চ একটা টিকিট থাকলৈহ হবে।  
তবে ওকে আমাদেৱ সঙ্গে নিয়ে থাওয়া যাবে না। বেক ভাবে  
চাপাতে হবে।

বিলু বলল—মেই ভাবো। একটা বাত তো। বা ওৱ টিকিটা  
কেটে আন। অথবা আৱ সঙ্গে নিয়ে বামেলো বাড়িয়ে লাভ মেই।

বাবলু বলল—ওৱ টিকিট আসি কেটেই এৰেছি। কিঞ্চ পঞ্চ  
আমাদেৱ সঙ্গে থাকবে না এটা কি ভাৰা যায়?

ভোগ্যল বলল—তা অবশ্য থাব না। কিন্তু এই বকম ভিড়েৰ  
গাড়িতে অচান্ত থাতোৱা বলি খচ খচ স্বৰূপ কৰে তাহলে সেটাও কি  
সহ কৰতে পাৰব আমৰা?

বিলু বলল—ঠিক আছে। আগে ট্ৰেনে উঠি চল। তাৱপৰ বাদি  
কোন বকমে কোচ আ্যাটেণ্ডেন্টেকে একটু বাজি কৰাতে পাৰি তাহলে  
পঞ্চকে আমাদেৱ কাছেই বেথে দেওয়া যাবে।

বাবলু বলল—মেই ভাবো।

ওৱা পাঁচজন পেট পাৰ হয়ে পঞ্চকে নিয়ে ভেতৰে চুকল।

উঁঁ! মে কি প্ৰচণ্ড ভিড় প্লাটফৰমে। এবং ট্ৰেন। এই সব

ଟ୍ରେନେ ସେ ଏତ ଭିଡ଼ ହୟ ବାବଲୁର ତା ଆମା ଛିଲ ମା । ଯତ ମା ଲୋକେର ଭିଡ଼ ତାର ଏକଶୋ ଶୁଣ ମାଳ ପତ୍ରରେ ଭାଁଇ ।

ବିଜାର୍ତ୍ତେଶ୍ଵାନ ଥାକା ସହେତୁ ବାବଲୁରା ଅତି କଟେ ଟ୍ରେନେ ଉଠେ ନିଜେରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବାର୍ଥଙ୍ଗେଲୋ ଦେବେ ମିଳ । ତାରଗର ସବାଇକେ ଯଥାହାନେ ବିଯେ ବାବଲୁ କୋଟ ଆୟାଟେଞ୍ଜେକ୍ଟକେ ବଳଳ—ଶାର, ଅମୁଗ୍ରହ କରେ ଆପଣି ଆମାର ଏକଟା ଅମୁଗ୍ରହ ରାଖବେଳ ?

—ବଳୋ ?

—ଆମାଦେର ମଜେ ଏକଟା କୁକୁର ଆଛେ । ଓର ଏକଟା ଟିକିଟଓ କରେଛି । ଓକେ ଆମରା ଆମାଦେର କାହେଇ ବାଖତେ ଚାଇ । ଆପଣି ଆପଣି କରବେଳ ନା ତୋ ?

—ହ୍ୟା । କେମନା ସାରୀ ଗାଡ଼ିତେ ଏଭାବେ କୁକୁର ବିଯେ ସାଓଯା ସାଯା ନା । ଓକେ ବେଳ ଭାବେ ରେବେ ଆସତେ ହେବେ ।

—ଓ କିନ୍ତୁ ଥିବ ଲାଗେ । କାଉକେ କାମଡ଼ାର ନା । ଚାପାପ ଶ୍ରେ ଥାକେ ।

—ତା ହଲେଓ ଥିଲ । ଲାଇମେର ଅବଶ୍ଳା ଥୁବ ବାଯାପ । ସଦି ମାଥ ରାତେ ମୋବାଇଲ ଟେକିଂ ହ୍ୟ ତାହଲେ କିନ୍ତୁ ମୁସକିଲ ହୟେ ଥାବେ । ପକାଶ ଟାକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହତେ ପାରେ । ସାଓ, ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଓକେ ବେଳ ଭାବେ ତୁମେ ଦିଯେ ଥିମୋ । ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ାର ମମର ହୟେ ଏମେହେ ।

ବାବଲୁ ଆର କି କରେ ? ଅଗଭ୍ୟା ପକୁକେ ରେବେ ଆସତେ ଚଲନ । ଓ ସଥମ ଦରଜାର କାହେ ଗେହେ ତଥମ ହଠାତ୍ କି ଭେବେ ଧେନ ଆୟାଟେଞ୍ଜେଟ ଭଜାଲୋକ ଡକଲେନ ଓକେ—ଥେକା ଶୋଇ, ତୁମି ଏକ କାଜ କରୋ । ଓକେ ବରଂ ବାର୍ଥେର ତଳାତେଇ ଶୁଇଯେ ରାବେ । କେମନା ଆର ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ ମସମ ଆଛେ । ଟ୍ରେନ୍ ହେଡେ ଦିଲେ ଆର ଉଠେ ପାରବେ ନା ।

ବଳତେ ବଳତେଇ ଛେଡେ ଦିଲ ଟ୍ରେନ୍ ।

କି ଆମନ୍ଦ ! କି ଆମନ୍ଦ !

ବାବଲୁ ପକୁକେ ଏକେବାରେ ନିଚେ ନା ରେବେ ବାର୍ଥେର ପଥର ତୁଲେ ମିଳ । ପଥର ବାର୍ଥ ଓରା ପାଇନି । ତାଇ ହାତିଯେ ଛିଟିଯେ ବସତେ ହଲ । ତୁମୋକ । ତୁ ଏକଦିନେର ମାଧ୍ୟା ବାର୍ଥେ ପାଓଯା ଗେହେ ଏହି ମଧେକ । ଦାର୍ଜିଲିଙ୍ ମେଲେ ତୋ ସିଟିଂ ଜୁଟିଲ ନା । ଏକଟା ବାତ ଦେଖତେ ଦେଖତେଇ କେଟେ ଥାବେ ।

ହାତ୍ତା ଥେକେ ଛାଡ଼ାର ପର ବ୍ୟାଣେଲ କାଲମା ମବଦ୍ଦିପ ହୟେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲନ । ବାବଲୁ ମା ଲୁଚି ମାଂସ ଆର କଢ଼ା ପାକେର ସନ୍ଦେଶ ଦିଯେଇଲେବୁ । ତାଇ ଥେବେଇ ଚାପାପ ଶ୍ରେ ରଇଲ ଓରା ।



—ଶାର ! ଅହାହ କରେ ଆପଣି ଆମାର ଏକଟା ଅମୁଗ୍ରହ ରାଖବେଳ ? [ପୃଷ୍ଠା—୧୫]

ଅଜଗର ସାପେର ମତୋ ଲାଦା କାପରଳ ଏକାପ୍ରେସ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନେର ଟାମେ କଟ୍ଟେର ବେଗେ ଛୁଟେ ଚଲନ । ଟ୍ରେନେର ଚାଲୁନିତେ ଓଦେର ସବାଇଇ ଚୋଥେ ମେମେ ଏଲୋ ସୁମ-ଶୁମ-ଶୁମ ।

টেইটাকে তথ্যও নাগালের বাইরে দেখা যাচ্ছে। একরাশ দোয়ার কুণ্ডলী পাকিরে ছুটে চলেছে খিক খিক করে।

ওদের আশা আনন্দ উলাস ও উক্সাসকে ঝাব করে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিলু বলল—তাহলে উপায় ?

বাবলু বলল—কোন উপায়ই নেই। বাসে দেখে হবে।

ভোঁসল বলল—না। কিছুতেই বাসে চেপে আমরা দার্জিলিং থাবো না। আমরা টার ট্রেনেই চাপুর। আজকের পিন্টা এইখানেই পড়ে থেকে কাল সকালের ট্রেনে থাবো।

বাচ্চ বলল—বাঃ বাঃ। বেশ কথা। এদিকে টিকিটগুলো যে নষ্ট হয়ে থাবে সে খেয়াল আছে ?

তোঁসুল বলল—মষ্ট হবে কেন, ব্রেক আর্দি গিবিয়ে নেবো। আর নষ্ট হলেও নতুন করে টিকিট কেটে দেবো সেও ভালো। তবু জীবনে প্রথম দার্জিলিং যাওছি টার ট্রেন ছাড়া থাবো না।

বিলু বলল—কিন্তু এই ফাঁকা মাটের মধ্যে ফেঁশব। এখানে পড়ে থাকবি কি করে ?

—ভেঙ্গাবৈ হোক থাকব।

ওরা ধর্ম এই সব বল্পালি করছে তথ্য সন্তুষ্ট ভৱ চেহারার একজন স্বার্থ যুক্তকে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। যুক্তি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিল ওদের। এবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল—কি হল ? টেইটা ধরতে পারলে না ?

বাবলু হাতোল গলায় বলল—মাঃ।

—কোথায় থাবে তোমরা দার্জিলিং বিচার ?

—ঝাঃ।

—তাহলে এক কাজ করো তোমরা। বাসেই চলে যাও। এখান থেকে ছুটো রিক্সা করে পিলিঙ্গুড়ি যাও। ওরাম থেকে কুড়ি পিনিট অন্তর পিলিবাস পাবে।

বাবলু বলল—না। রিবিবাসে থেকে তো ঝামেলো চুকেই

সুম ধর্ম ভাঙল তথ্য সবেমাত্র সুর্যোদয় হচ্ছে। অনেক দূরের তিতা উপত্যকা ও আবছা মেঘের মতো শৈলশ্রেণী ছবিয়ে মতো দেখা দেতে সামল।

ট্রেন এসে ধামল বিউ জলপাইগুড়িতে।

একটু আগেই দার্জিলিং মেল এসে পৌঁছেছে।

একজন চেকার ওদের টিকিট দেখতে চাইলেন।

বাবলু টিকিট দেখাল।

চেকার ভজলোক টিকিট দেখেই বললেন—তোমরা দার্জিলিং যাবো নাকি ?

বাবলু বলল—ঝাঃ।

—তাহলে শিগগির যাও। টার ট্রেন এখুনি ছেড়ে দেবে। সময় হয়ে গেছে।

—ছাড়ে ছাড়বে। এ ট্রেন মাহলে পরের ট্রেনে থাবো।

—এর পরে দার্জিলিং থাবার আর কোন ট্রেন নেই। সামাদিলে এই একটাই মাত্র ট্রেন।

তাই না শুনে ওরা তো ওভারআইজ পার হয়ে ইই ইই করে ছুটল। কিন্তু না। যাব অন্ত আসা সেই টার ট্রেন তথ্য ছেড়ে দেবিয়ে থাচ্ছে। বাবলুরা অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারল না। ট্রেনটাকে।

বাচ্চ বিজ্ঞান চোখ ছুটি জলে ভেলে উঠল।

বাবলু বলল—ঝাঃ। অমগের আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল আমার। এখানে এসে টার ট্রেন চেপে থাবি না দার্জিলিং থেকে পারাম তাহলে আর লাভ কি ? কত সাধের, কত রশ্মের টার ট্রেন। সেই টার ট্রেনেই চাপতে পারলাম না ?

থেত। এই প্রথম দার্জিলিং ঘাসিছ আমরা। কত সাধ কত স্বপ্ন আমাদের টয় ট্রেনে থাবো, এখন তো শুভি সারাদিনে আর কোন ট্রেনই নেই। তাই ভাবছি এখানেই স্টেশনে রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে টয় ট্রেনে থাবো।

বাবলুর কথা শুনে যুবকটি হেসে বলল—পাগল নাকি? সামাজিক টয় ট্রেনে চাপবার জন্য আজকের সারাটা দিন সারাটা রাত এই খাঁ খাঁ বিবাক্ষা পুরীতে পড়ে থাকবে?

বিলু বলল—তাহাড়া উপায়? মাত্র সকালে একটা ট্রেন ছাড়া সারাদিনে আর কোন ট্রেন থাকবে না তা কে জানত?

—হ্যাঁ। সারাদিনে এখন দার্জিলিং ঘাসার একটিই মাত্র ট্রেন। তার কারণ টয় ট্রেন চালিয়ে সরকারের দারণ লোকসান হচ্ছে। কেউ টিকিট কাটে না। শুধু বহুদিনের পুরোনো গ্রামিছকে ধরে বাসবার জন্য ট্রেনটাকে আঁজও উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছি। লোকসান দিয়েই চালানো হচ্ছে। তা ঠিক আছে। তোমরা কজন? পাঁচজন তো? আর এই কুকুরটা। আমার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এসো। আমার মোটর বাইকটা রেখে এসেছি। দেখি একবার চেষ্টা করে তোমাদেরকে শিল্পিভিত্তিতে নিয়ে গিয়ে ট্রেনটা ধরিবে দিতে পারি কি না।

বাবলুরা পরম্পরাগৰ মুখ চাঁওয়াচাঁও করতে লাগল।

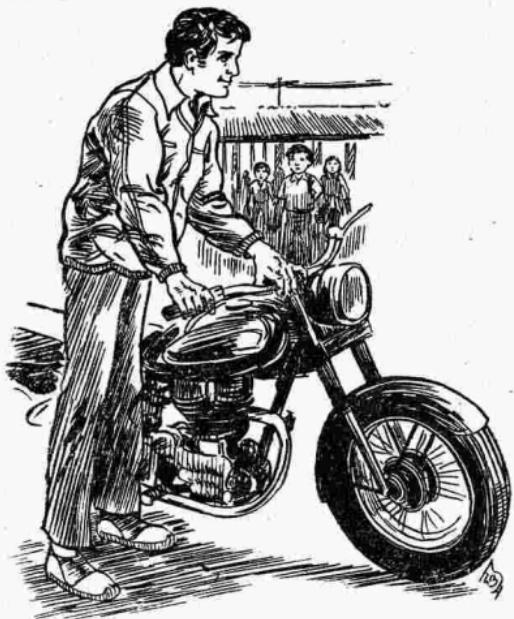
যুবকটি ব্যস্ততার সঙ্গে বলল—নো এসো। আর দেরী কোর না। বলেই হন হন করে এগিয়ে চলল। যেতে যেতেই বলল—যদি ট্রেন ধরাতে না পারি তাহলে বাস স্ট্যান্ডে পৌছে দেবো। ওখান থেকে বাসেই চলে যেও।

বাচ্চু কিস কিস করে বলল—না বাবলুদা। সম্পর্ক অজ্ঞান আচন্না এই পরিবেশে ঝট করে এই বকম একজনের পাশে পড়ে বাওয়াটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না।

বাবলু বলল—তা ঠিক। তব আমরা একসঙ্গে সকলেই ঘুরকতি তো। তাহাড়া ব্যস্তরও আমার রেতি। বেকান্দা বুরুলেই চাঁপিয়ে বেবো চিয়ম চুহুম। একটু বিশ নিয়ে দেখিই না।

বিলু বলল—লোকটিকে দেখে তো বারাপ বলে মনে হচ্ছে না। তবু দেখাই যাক। উদ্দেশ্য সংও হতে পারে। যুবকটি তখন বাইক নিয়ে ওরা স্টেশনের বাইরে এলো। যুবকটি তখন বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছে। বেশ বড় সড়। কি মেম নাম বাইকটার। বয়স্যাল এমফিসিড বুলেট না কি মেম? মনে নেই।

[www.boiRboi.blogspot.com](http://www.boiRboi.blogspot.com)



যুবকটি তখন বাইক নিয়ে অপেক্ষা করছে।  
বাচ্চু বিচ্ছু পঞ্জুকে নিয়ে সামনের দিকে পেট্রল ট্যাকের  
ওপর বসল। আর বিলু ভোগল পিছন দিকে। বাবলু  
ওপর বসল।

পাখুকে আর মালপত্র সঙ্গে নিয়ে চেপে বসল সাইডকারটাক  
মধ্যে।

মুৰুকটি ওদের নিয়ে ভট শৰ্দে বাইকটিকে পিচ ঢালা পথের  
ওপৱ দিয়ে ছুটিয়ে মিয়ে চলল। একবাৰ শুধু জিজেন কৱল—শৰ্দ  
কৰে ধৰে আছো তো সব? কোন অস্থিবিধি হচ্ছে না?

বাৰুৰা বলল—না।

বাচু বলল—তবে মাথে মাথে মোড়েৰ মাথায় টাৰ্গ মেৰাব  
সময় মনে হচ্ছে এই বুঝি উটে যাবো।

মুৰু হালল। বলল—এত সোজা?

বাৰু বলল—আপৰাব তো পৰিচয়ই পেলাম না। আগৰি  
থাকেন কোথায়?

—আমি থাকি জলপাইগুড়ি শহৱে। আমাৰ এক বিলেটিভেৰ  
আস্বাব কথা ছিল। তাকে নিতে এসেছিলাম। তিনি আসেন  
নি। তাই কেৱাৰ সময় তোমাদেৰ দেখে খুব কোতুহল হ'ল।  
টয় টেনেৰ প্লাটকৱেল দীড়িয়ে হাত্তাপ কৰছিলে দেখেই মুৰুলাম  
দার্জিলিং যাত্ৰী তোমৰা। তবে তোমাদেৰ সঙ্গে কোন অভিভাৱক  
নেই মেঘে একটু অবকাশ হলাম। একেবাৰে হেলেমান্মুখ তোমৰা।  
বড় লোক কাউকে সঙ্গে না নিয়ে এইভাৱে দূৰ ভয়নে বেইয়ো  
না। দিমকাল খুব বারাপ।

বাৰু বলল—আমাদেৰ যোৱা অভ্যাস আছে।

—বাঃ। তেৱী গুড়। দার্জিলিংতে তোমৰা কোথায় উঠিবে কিছু  
ঠিক কৰেছ?

—না। যেখানে স্থবিধি বুঝিৰ মেৰাবেই উঠব।

—তোমৰা এক কাক কৰো। স্যালেৰ কৰছে হোটেল প্ৰিসে  
উটো। ওখাবে শিয়ে বলবে সমাজপতিবাবু আমি—পাঠিয়েছেন।  
তাহলেই হবে। খুব কম বৰচে থাকতে পাৰে তোমৰা।

—আপৰাব চেৱা জাবা হোটেল বুঝি?

—আমাৰ ভণ্ডিগতিৰ হোটেল।

বলতে বলতেই শিলিঙ্গুড়ি এসে গেল। স্টেশনেৰ সামনে ওদেৱ  
সমাইকে আপিয়ে দিয়ে মুৰুক বলল—তোমাদেৱ সঙ্গে মাৰাদিবেৰ  
মতো ৰাবাৰ-দাবাৰ আছে তো?

বাৰুৰু বলল—না নেই।

—তাহলে শিগ্পিৰ কিছু কিনে নাও। নাহলে পাহাড়ি পথে  
কোঁৰাও কিছু পাৰে না।

—কিমতে হলৈ দেৱি হয়ে থাবে না?

—না। এই তোমাদেৱ টেন দাঙ্গিয়ে আছে। গার্ড সাহেব  
চা ধাঁচেন।

বিৰু বলল—এই স্টেশন? এত ছোট?

—এই বকলই। এৰ পৱেৱ স্টেশনগুলো আৱো হোট।

বাৰু চৰ কৰে কয়েকটা পাঁউৱৰটি আৱ কলা কিনে মিল।  
তাৰপৱ মুৰুকে অভিভাৱম আনিয়ে বিৰু ভোষ্যল বাচু বিজু আৱ  
পাখুকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে টেনে উঠে পড়ল।

কি হোট টেন।

বাৰুৰু যে কম্পার্টমেন্টে উঠল মেটি একেবাৱে কাঁকা। তবে  
খুব হোট। এক পাশে আনলার ধাৰে একজন পাগল পাগল চেহাৱাৰ  
মেপোলী ভুটিয়া গোছেৰ মধ্যবয়সী লোক বসেছিল। বাৰুৰু তাৰ  
বিপৰীত দিকেৰ জানলাৰ ধাৰ মেল কৱল। ওদেৱ কথাৰ্বৰ্তীৰ  
চকলতায় একটু দেৱ বিবজ্ঞ হল লোকটি। তুও এক সময় জিজেন  
কৱল—কীহা যাবাগো। দার্জিলিং?

বাৰু বলল—হ্যাঁ।

—ইসমে তো বহু দেৱ জাগেগো। বাস মে চলা যাও।

বাৰু বলল—আমৰা সিল-সিনারি দেৰব বলে টয় টেনে থাকিছি।  
বাসে থাবো কেন?

—আৱে ইঞ্জিন বিগড় গয়া। বহু দেৱ জাগেগো ইসমে।

বিৰু বলল—তাহলে আপনি চলে যাৰ না বাবে।

—ম্যাঘ দেহি যাউক।

ভোঞ্চল বলল—তবে ফালতু বকোৰাস না কৰে চুপচাপ বসে  
থাকুন।

লোকটি ভোঞ্চলের দিকে একবার ত্রুক বজর বুলিয়ে চোখ  
নামিয়ে নিল।

বাবুল বলল—একেই বলে কপাল। এত কাণ্ড কৰে এখানে  
গুৰুম আৰ ইঞ্জিনটাই গেল বিগড়ে?

ভোঞ্চল বলল—বেগড়াক। তবু টৱ টেমে তো চেপেছি। যখন  
হোক পৌঁছুব তো?

ওৱ কথা শৈব হতে না হতেই ঘটি বাজল কেশনে।

গার্ডের জইসিল এবং ইঞ্জিনের সিটিও শোবা গেল।

ই-ব-ৰ-ী-ই-ব।

তাৰপৰ সূচিক্ষেপের মতো একটা কাঁকাদি। এবং তাৰও পথে  
আচেকা তড়ভড়িয়ে ছোট। মনেৰ আমন্দে মেচে মেচে ছলে ছলে  
বিচ্ছি শব্দ তুলে ছুটে চলল টেম। ষষ্ঠ, ৰৰ্থ, ষট্টাং। ষষ্ঠ, ৰৰ্থ, ষট্টাং।  
ষষ্ঠ, ৰৰ্থ, ষট্টাং। ষষ্ঠ, ৰৰ্থ, ষট্টাং।

বাবুলদেৱ আমন্দেৱ আৰ সীমা রাইল না।

টেম খনিকটা যাবাৰ পৰ কৰ মেগালী ভূটানী ও টিবেটিয়ান  
ছেলে মেঘেকে ছুটতে ছুটতে আসতে দেৰা গেল। তাৰা মল বেঁচে ছাঁ  
হই কৰতে কৰতে এসেই চলন্ত টেমেৰ হাতল ধৰে উঠে পড়ল;  
কেউ ভেতৰে তুকে মাচতে লাগল, কেউ হাত মেঘে গান গেতে ঝুলতে  
লাগল, কেউ টেমেৰ গা বেয়ে এ কামৰা থেকে ও কামৰায় দেতে  
লাগল এবং কেউ লাকিয়ে টেম থেকে মেঘে ছুট ছুট টেমেৰ সঙ্গে  
পাজা দিয়ে ধানিকটা এগিয়ে আৰাৰ চলন্ত টেমে উঠতে লাগল।  
এটা ঘুই বিপজ্জনক খেলা। তবে এ খেলায় এৱা অভ্যন্ত। তাই  
কেউ পড়েও যায় না। কাৰো হাত পাও ভাবে না। তাই বুকি  
এৱ নাম হয়েছে টৱ টেম। অৰ্থাৎ এই খেলা গাড়ি। ১৮৭৯  
ক্রিস্টাদে এই রেলপথ নিৰ্মাণেৰ কাজ শুরু হয়েছিল এবং দু'তিন  
বছৰেৰ মধ্যেই শেষ হয়েছিল। সেই খেকেই টাইচিশাল বজায় ৱেলে

চিৰশিশুৰ দল এই খেলা খেলে আসছে। ওদেৱ এই খেলা দেখে  
পঞ্চুও তো মাথাৰ পোকা নড়ে উঠল। তাৰ ওপৰ একটি ভূতিয়া  
ছেলে পঞ্চুৰ শাখৰেৰ মতো সুখধাৰি ধৰে চুম খেৰেছে। সেই আমন্দে  
পঞ্চু তো ওদেৱ সঙ্গে দারুল দাগাদাপি সুৰ কৰে দিল। সেও  
ওদেৱ সঙ্গে চলন্ত টেম থেকে লাকিয়ে পড়ে ইঞ্জিনেৰ সঙ্গে পাজা  
দিয়ে ছুটতে থাকে। কথনো মূলোয় গড়াগড়ি ধাৰ। খেৰে গা রেডে  
থমকে দীড়ায়। টেমটাকে একটু এগিয়ে যেতে দেয়। তাৰপৰই  
তিড়িং তিড়িং কৰে লাকিয়ে মেচে আৰাৰ টেমটাকে ধৰে ফেলে।  
পঞ্চুক মিয়ে তো ছেলেৰ দল তাই মেচে উঠল খৰ। সে কি হই হই  
ৱৈ বৈ কাও!

বাবুল্লও মনেৰ আমন্দে দৱজাৰ পাশে দীড়িয়ে মাউল অৰ্গাম  
বাজাতে লাগল। আৰ পঞ্চুৰ কীৰ্তি দেখতে লাগল।

টৱ টেম যতই অঞ্চলৰ হচ্ছে ছাইছৰিব সৃশূেৰ মতো ততই  
পট পৰিবৰ্তন হচ্ছে। ওদেৱ চোখেৰ সামনে একেৰ পৰ এক জৈবস্ব  
প্ৰকৃতিৱাণী দেৱ অপৰুগ সাজে ধৰা দিতে লাগল। ছোট টৱ টেম  
আপম মার্জিতে দেৱ আহালে আত্মানা হৱে এঁকে বৈকে ঘূৰে চলেছে।  
বাস্তুবিকই এই পাৰ্বত্য রেলপথ দেৱ প্ৰযুক্তিৰ বিশ্বার গোৱৰেৰ নিৰ্মাণ।  
বাবুল্লদেৱ মনে হ'ল ওৱা যেৱ এক বশ্ব রাজ্যেৰ মধ্য দিয়ে টৱ টেমে  
চেপে অগ্ৰসৰ হচ্ছে। ওদেৱ ডাইনে বামে সমূখে পশ্চাতে একটি  
আগ্যামান চিত্ৰ দেৱ সৌন্দৰ্য স্থিত কৰে চলেছে।

বাবুল্লদেৱ এই আমন্দ, অশোক ছেলেগুলোৰ পঞ্চুকে নিয়ে এই  
হই ছৱেড় সহ হচ্ছিল না একজনেৰ। সেই পাগল পাগল চেহাৰাত  
যে লোকটি ওপাশেৰ আলালাৰ ধাৰে বসেছিল তাৰ।

বাবুল্ল একটু লক্ষ্য কৰে দেৰখ লোকটিৰ চোখ সুখেৰ ভাব ভাল  
নহয়। অতশ্চ ওৱ দিকে বজৰ দেয়ালি ওৱা। কিন্তু বেশ ভাল কৰে  
কিছুক ওৱ সুখেৰ দিকে তাকিয়ে ধাকাৰ পৰ বাবুল্ল লক্ষ্য কৰল  
লোকটি মোটেই পাগল নহয়। বেশ বলবান এবং সাংঘাতিক। একটা  
নৃমংশতা দেৱ ওৱ চোখে সুখে খেলা কৰাবে।

বাবলুকে এভাবে বার বার তাকাতে দেখে বিলুও লোকটির  
দিকে মনোযোগ দিল। বিলু এক চোর টিপে বাবলুকে একটু ইশারা



করে ঘেচেই আলাপ জমাতে গেল লোকটির সঙ্গে। —বিলুই গায়ে পড়ে  
জিজেস করল—আপনি কোথায় যাবেন মাদা ?

লোকটি পিরস্তির সঙ্গে বলল—ক্যা বোল্তা ?

—বলহি কোথায় যাচ্ছেন আপনি ?

—দার্জিলিং।



বিলু বলল—দার্জিলিংতে আপনার বাড়ি ?

—হ্যা।

বাবলু বলল—আপনি বেপালী বা দার্জিলিংতের লোক ?

—মতলব ক্যা ?

—মতলব কিছু ব্যব। এমনি জিজেস করছি। আপনি কি  
বেপাল দেশের লোক ?

লোকটি এবার গলার স্বর অসম্ভব রকমের গন্তব্য করে বলল—  
ই। দেরা বাম প্রেমা তামার।

—প্রেমাতামার।

—ই। প্রেমমাত্তাম্বাৎ।

মহানদীর সেতু পার হয়ে টোক টোক শুকনা স্টেশনে এসে থামল।

এইবাবে অবগ্ন্যানীর কি শোভা! বন্দুর চোৰ যার শুধু শাল সেগুন  
ও নামন-জানা স্থুহং গাহের সময়েৰে। শুকনা থেকে হেডে  
পাঁচফিল অতিক্রম কৰার পৰ একটি লুপের মুখে পডল টেন। অচ্যুত  
হেলেগুলো টুপ টাপ কৰে লাকিয়ে নেমে পডল এখনে। এই পথে  
এইটোই অৰম লুপ। লুপ হচ্ছে অমেকটা ফাঁসেৰ মতো। পৰ্বতগাত্র  
বিদীৰ্ঘ কৰে প্ৰসাৰিত। বেৰাবে পৰ্বত বেক্টন কৰে খুব অজ্ঞ আঘাসে  
টয় ট্ৰেনকে উচ্চতে উচ্চতাৰ পথ কৰে দেওয়া হয়েছে।

মাউখ অৰ্গন বাজাতে বাবলুও সেই হেলেগুলোৰ মতো  
লাকিয়ে নামল ট্ৰেন থেকে। তাৰপৰ ছুটতে ছুটতে লুপেৰ অপৰ  
প্রাণে গিয়ে ভাকল—প—ন—চু—উ—।

আৰ যাব কোৰা। পক্ষু অমনি এক লাঙে নেমে এলো ট্ৰেন  
থেকে। তাৰপৰ লেজ নেড়ে কোমৰ নেড়ে সে কি নাচুনি।

লুপে পাক খেয়ে ট্ৰেনটা ঘুৰে ঘুদেৰ দিকে আসতেই আবাৰ  
ট্ৰেনেৰ সঙ্গে পালা বিৰে ছুটে ট্ৰেনে ঘো। সে কি দারুণ আনন্দ।  
এইভাৱে এই পাহাড় অঙ্গলে টয় ট্ৰেন থেকে ঘো বামা খুই মজাৰ  
ব্যাপার। তবে এবাবে শুধু বাবলু আৰ পক্ষুই ট্ৰেনে উঠল। সেই  
হেলেৰ দল আৰ এলো না।

বাবলু আৰ পক্ষু ট্ৰেনে উঠতেই প্ৰেম তামাং বজল—জ্যায়সা মাণ  
কৰো। ইয়ে বহুত বতৰনক হায়। গাঞ্জামে গিৰ ধাও তো একদম  
হাপিস হো যাবগা।

বাবলু কিছু না বলে সিটে এসে বসল।

প্ৰথম লুপ পাৰ হৰাব পৰ বংটে স্টেশন এলো। এগামকাৰ  
স্টেশনগুলো শুই ছোট। আৰ বেশ মজাদাৰ। যেন একটা  
তাৰেৰ ঘৰ অধৰা টি-টলেৰে সামনে দীড়িয়ে আছে খেলনা গাঢ়ি।  
ট্ৰেন এখনে অমেকক্ষণ ধামল। কোঁৰ কোঁৰ কৰে জল খেল।  
তাৰপৰ ছাড়ল।

ট্ৰেন ছাড়ল। হেডেই ছাগল ছামাৰ মতো এমন লাকাতে লাগল  
যে মনে হ'ল হয় পাহাড় থেকে পড়ে যাবে যায়তো এখনি পাহাড় চুড়োয়  
উঠে পড়বে।

বাবলু বজল—ভাৱি মজা নাবে?

বিলু বজল—সত্যি! এত মজা উপভোগ কৰা যায় বলেই শহৰেৰ  
লোক ছুটি ছাটা পেলে দার্জিলিং দার্জিলিং কৰে।

লুপ ছাড়াও পাহাড়েৰ উচ্চতাৰে ঘো আৰো এক মজাৰ  
ব্যাপার আছে। সেটা হ'ল জিম্ভায়গ। জিম্ভায়গে পড়ে ট্ৰেনটা  
একবাৰ এগোয় একবাৰ পিছোয়। এই সমষ্কে যে মজাৰ ঘটবাটা  
আছে তা হ'ল, তাৰ আসলি ইতেন ও মিষ্টাৰ ঝাক্কিলি প্ৰেক্ষেজ  
তো এই বেলপথ পেতেছিলেন। যখন অনেক পিশিম ও অ্যাবসায়  
নিয়ে এই লাইন পাতা হচ্ছিল তখন পাহাড়েৰ বেশ কিছুটা ঘো পৰ  
কাজ আটকে গেল। পাহাড়েৰ গা বেয়ে চকৰ কেটেও ঘো  
যাব না এবং দু'দু'ৰ বেটে মাথাৰে মুগ তৈৰী কৰে বিয়ে দাওয়া  
যাব। কাজৈই কাজ গেল বৰু হয়ে। সাহেবদেৰ মাথা গেল খাৰাপ  
হয়ে। বাঢ়ি এসেও সেই একই চিতা মাথাৰ ভেতৰ ঘূৰপাক বেতে  
লাগল। ভিন্নাবেৰ সময় হয়েছে। সাহেবকে চিষ্টিত দেখে দুই  
সাহেবেৰ কাৰ বেল মেমসাহেবেৰ বললেন, কি এত ভাৰু বলতো?  
সাহেব বললেন—কি আৰ ভাৰু বলো, সামনে যে একদম এগোতে  
পাৰছি না। মেমসাহেব হেসে বললেন—তাহলে পিছিয়ে এসো।  
এই সামাজি কথাতেই সাহেবেৰ সমস্তাৰ সমাধান হয়ে গেল।  
সাহেব তো আবন্দে লাকিয়ে উঠলেন, ‘ঠিক বলেছ। পিছিয়েই  
আসি।’ পৰদিন রাত ধৰকতেই সাহেব কৰ্মসূলে গিয়ে শুরু কৰে  
দিলেন কাজ। বেলপথেৰ ইতিহাসে এক মনু জিনিস তৈৰী হ'ল।  
যাৰ নাম রিভাস। অৰ্থাৎ সাধাৰণ লোকে ধাকে বেলে জিগ্জুঝাগ্।  
পাহাড়ে ঘো মুখে টোক এসে আৰ পথ না পেয়ে দেমে পড়ে এক  
জাঙ্গায়। পয়েন্টমান বিশান হাতে দাঁড়িয়ে ধাকে। লাইন বদলে

আবার পিছনে হটে ধাবার বির্বেশ দেয়। এরপর আবার বদলে দেয় গরেন্ট। এই করতে করতে ওপরে ওঠে ট্রেন। এবং পরে স্বচ্ছে চলতে থাকে। কিংব্যাগ পেরিয়ে আবার চক্রে গড়ল ট্রেন। তারপর চুব্বাটি চেলেমে এসে থাকে। ট্রেন এখানে বেশিক্ষণ হাঁড়াল না। মিনিট হয়েক খেমেই হেডে দিল। চুব্বাটির পর তিন্দারিয়া।

তিন্দারিয়ায় বেশ কিছুক্ষণ থামল ট্রেন। বাবলুৱা সবাই থামল। বাবলু লক্ষ্য করল প্রেমা তামাং বেন আরো গভীর হয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে। আবার মারে আড়চোখে দেখতে ওদের।

বিলু বলল—মনে হচ্ছে ব্যাট। মনে মনে কোন মতলব ভাঙছে।  
ভোঁসল বলল—তৰ্জুক। তেঁজে করবে কি ?

এমন সময় বাচু বিছু বলল—আবে। এ কি মজা। দেখ দেখ বাবলু। এখানে আরো হচ্ছে এই রকম ছোট ছোট ট্রেন হাঁড়িয়ে আছে।

বাবলু কেন, সবাই সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল। ওখানকার একজন পাহাড়ি লোক ওদের বিস্মিত হতে দেখে বলল, এটা আসলে একটাই ট্রেন। তিনি চারবানা বলি যিয়ে তিনটি ইঞ্জিন। এগুলো তিন্দারিয়ায় এসে একত্রিত হয়। এবং পাঁচ-দশ মিনিট অস্তর হেডে দাঁড়িজিণে পর্ব বিয়ে পেঁচাইয়।

বাবলুৱা ট্রেন দেখে চারিদিকের প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে লাগল। সামৰের ট্রেন হচ্ছো বেশ ভিড় আছে। তাই বাবলুদেরটা ফাঁকা। বাই হোক। দূরের পাহাড়গুলো দেখে বাবলু কেমন বেন মনে হ'ল। প্রেমার কাছে এগিয়ে সিয়ে জিজেস করল—আচ্ছা এই বে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে ওখানেই কি দাঁড়িজিং ?

প্রেমা গভীরভাবেই বলল—মেহি। ও পাহাড় হুঁকা কা।

—তাই নাকি ?

ওৱা সকলেই যুক্ত চোখে দূরের ভূটাব রাজ্যের প্রিন্সেপী এবং

বিচের তিন্তা উপত্যকা ও রঞ্জতরেখা তিন্তাকে দেখতে লাগল। এখান থেকে হাজার ফুটেও বেশি নিচে ঝাপোলী ফিতের মতো তিন্তাকে কি সুন্দর মে দেখাল তা ভোল্বাৰ নয়।

তিন্দারিয়া থেকে ট্রেন হেডে মন্তব্যগতিতে চলে ওয়া চতুর্থ লুপে এসে গড়ল। এই লুপটিই বৃহস্পতি লুপ। এখান থেকে ওয়া শিটং পর্বতস্তুপ দেখতে পেল।

এরপর গয়াবাড়ি।

বাবলু বলল—জানিস তো এখানেই সেই বিদ্যাত পাগলাকোৱা !

ভোঁসল বলল—পাগলাকোৱা ? সেটা কি ?

বিছু বলল—একটা জলপ্রপাত।

বাবলু বলল—হ্যাঁ। পাগলাকোৱা হ'ল একটি জলপ্রপাত। এখন এব কিৰকম অবস্থা জানি না। তবে শুনেছি বৰ্ষায় নাকি এব উদাম ও উচ্চল গতি দেখবাৰ মতো দেড়ে ওঠে। গভীর মদীৰ জলস্তোত শিলাখণ্ড থেকে শিলাখণ্ডে পাগলেৰ মতো ন্যূনত্ব কৰে।

বিলু বলল—ট্রেনটা কতক্ষণ থামবে এখানে ? গিয়ে দেখে এলে হয় না ?

ভোঁসল বলল—তারপর কোমৰকমে দেৱি হয়ে গেলে ট্রেনটা হেডে দিক আৱ কি।

বলতে বলতেই হেডে দিল ট্রেন।

বাবলু বলল—ট্রেন ছাড়লেও ভয়েৰ কিছু বেই। খুব ধূম ধূম দাঁড়িজিণেৰ বাস যাচ্ছে এ তো দেখতেই পাইছি। বাস রাস্তা ও বেলপথেৰ গায়ে গায়ে।

বাচু বলল—ট্রেন অৱগ ভালোই লাগছে। তবে বজ্জ দেৱি হয়। কেৱাৰ সময় আমৰা বাসে কিৰবো। কি বলো বাবলুৱা ?

বিছু বলল—কেৱাৰ কথা পৱে। এখন বাই তো।

ভোঁসল বলল—এবাব একটু বাওয়া-দাওয়া কৰে দিলে কেমন হয় ? বজ্জ দিদে লাগছে।

বিলু বলল—ঠিক বলেছিস। ধোরার আবদ্ধে এতক্ষণ বাঁওয়ার কথাই মনে ছিল না।

বাবুলু প্রতোককে রাণি আর কলা ভাগ করে দিল।

বিলু ভোষ্ঠল বাচ্চু বিছুতে দিয়ে নিজের বালু। পঞ্চকেও দিল। পঞ্চুর কি হ'ল কে আনে, কলাটা শু'কে খু' ঘুরিয়ে দিল। শুধু কলিটাই খেতে লাগল কাউ কাউ করে।

ঠৈন ধামল মহানদীতে। তারপর কাশিয়ানে।

প্রেমা তামাং নেমে গেল এইবাবে।

বাবুলু বলল—ওঁ বাঁচায়। লোকটাকে বিছুতেই সহ করতে পারছিলাম না আমি।

বিলু বলল—আমিও। ওর চোৰ ছটো দেবেছিস? পাকা শয়তানের চোৰ।

ভোষ্ঠল বলল—মনে হয় দেন খুনের আসামী।

এখনে ঠৈন খেকে বজলোক নামল। বাবুলুরাও নেমে পড়ল তাই। বাবুলু ডাইভারকে জিজেস করল—ঠৈন এখনে কতক্ষণ থামবে গো?

ডাইভার বলল—কম সে কম দেড় দো ঘণ্টা বোথেগো। মাও সব হোটেলেম থাঁকে বাবা পিমা করলো।

বাবুলু তো সবে খেয়েছে, কাবেই বাবা পিমাৰ আৱ দৰকাৰ হ'ল না। একটা দেৱকান থেকে শুধু ৫১ কিমে খেল। হায়েৰে! কি স্বাদ দেই চায়েৰ। চায়েৰ দেশৰে চা যে এত জৰুৰ হয় তা কে জানত? যাই হোক, এখনে চা খেয়ে ওৱা পাহাড়েৰ চালময় কিন্তু চা বাগান দেখতে লাগল। সেই চা বাগানে ভুটানী ঘেৱেৱা কেমন চা সংগ্ৰহ কৰছে। দৃশ্যটা দেখতে খুই ভালো লাগল ওদেৱ। তাছাড়া কাশিয়াং শহীরতাও মন নয়। পাহাড়েৰ ওপৰে সাজাবো গোছাবো ছোট শহৰ। আৱ এখনকাৰ আবহাওয়াও খুৱ ভালো। মা গৱম না ঠাণ্ডা। বেশ আৱামদায়ক। এই গৱমেৰ দিনে এমন তাপমূলক পৰিবেশ মৰকে বেশ কানায় কানায় পূৰ্ণ কৰে দিল।

বৰ্ধমানয়ে ছাড়ল ঠৈন। ঠৈন ছাড়াৰ সঙ্গে বোগা লম্বা ছুঁচলো দাঁড়ি মাথায় টুপি পৰা এক ভজলোককে একটি বড় আঠাটি হাতে ঠৈনে উঠতে দেখা গেল। ভজলোক উঠে ঠিক বেধামে প্ৰেমা তামাং বসেছিল সেখানে বসলোন।

এমন সময় বাবুলুই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ঝি—ঝি দেখ। ঝি দেখ কাকনজৰজা।

সবাই ঝুকে পড়ল—কই রে?

—ঝি তো।

কাশিয়াং ছাড়তেই ঠৈনেৰ কামৰায় বসে হিমালয়েৰ পিৰিয়েলি ও কাকনজৰজাৰ এমন তুবাৰণ্ডু ঝণ যে শুৱা দেখতে পাৰে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দূৰে বেগোল রাজ্যেৰ পৰ্বতমালা। গোৰ্ধেনা-মৰ্ফিত ইলামেৰ সৌম্যান্ত দুৰ্গ ও ঠিক পিছনেই আলোছামালান্তিত সমতলেৰ দৃশ্য যেৱ এক স্বপ্নবাজ্য। এখনে চারিদিকেই মেৰ ও রোপ্তৰেৰ দেলা। দাঁজিঙ্গিং তো মেৰমালাৰ দেশ। ঘৰেৰ ভেতৰ মেৰ চুকে হৃষি নামায়। সেই দেশেৰ শুকু কি এখান দেকেই? এখানকাৰ পিৰিয়াতে মেৰেৰা যেৱ খেলা কৰছে। সাদা মেৰ নয়। ঘন কালো হৃষিৰ মেৰ। মেৰেৰ এই লীলাপিত পতিতে বে কত সৌন্দৰ্য আছে তা না দেখেৰ জামা বাবে না। দূৰেৰ বীৰ আকাশপঞ্চে ততজ্ঞায়িত হিমালয় পৰ্বতশৰ্ম্মি ও রজত শুহুটোৱ মতো কাকনজৰজা। কাছেই ঘন শ্বাস বীৰ পিৰিয়মালা। আসে পাশে কলমালী ঝৰ্ণা ও পাথিৰ কূলম কুঠিত জন্মলেৰ ভয়াবহ শোভা। এৱাই মাকে মেৰেৰ লুকোচুৰী। এ যে না দেখল তাৰ জীবনই বুধা।

বাবুলু আৰুক বিশ্বাসে সব দেখল।

এৱাই মাকে একটা স্টেশনে বুড়ি হোঁয়া কৰল ঠৈন। মাম টুঁড়। টুঁড় পেৰেতেই পড়ল সোনামৰ ভৌগুণ্ড অঞ্চল্যানী। এই অৱগ্য আগে মাকি আৱো ভয়াল ভয়ঙ্কৰ ছিল।

এমন সময় ও পাশের দরজার দিক থেকে একটি পরিচিত কঠিন  
কামে এলো—কি হবেজী ! তবিঃং টিক হাস্য তো ?

হবেজী তখন খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ওরা বেবল দরজার হাতল ধরে ঘূর্ণিয়ান যদের মতো দাঁড়িয়ে আছে  
প্রেমা তামাং !

বাবলু চাপা গলায় বলল—কি আশ্চর্য ! আমরা তো জানি  
পাপটা কার্শিয়াতে নেবে গেছে। কিন্তু আবার এখানে এলো কি  
করে ?

বিজু বলল—নিশ্চয়ই কোন মতলবে গা চাকা দিয়েছিল। তারপর  
হুবোগ বুনে উঠেছে।

প্রেমা বলল—ও মুখে দে দে। ভগবান তেরা ভালা করেগা  
হবেজী ! দে দে মুখে। নেহি তো চাহু চালানে পড়েগা। বলেই  
অ্যাটাচিটাকে নেবার জন্যে হাত বাড়াল প্রেমা।

হবেজী অ্যাটাচিটা বুকে অড়িয়ে বললেন— নেহি। এ যায় কেহি  
দুঃ।

প্রেমার হাতে তখন একটা স্প্রিং দেওয়া হোরা চকচিয়ে উঠেছে—  
আবার দে দে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ম্যাজিক ঘটে গেল যেন। এ পাশের  
দরজার ফাঁক দিয়ে চেলন ট্রেম থেকে লাকিয়ে পড়লেন হুবেজী। বাবলুরা  
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল একটুর জন্য সাংখাতিক একটা হৃষ্টিনাম  
হাত থেকে হুবেজী রক্ষা পেলোও পায়ে বেশ ভালোরকম চোট  
পেয়েছেন।

প্রেমা তামাং হুবেজীর কাণ দেখে পেশাচিক হাসি হেসে উঠল  
একবার। তারপর হোরাটা মুখে নিয়ে সেও লাকিয়ে পড়ল ট্রেম  
থেকে।

ভোক্সল বলল—এ বে হিন্দী ছবির স্ট্যাটিং দেখছিবে তাই।

বিজু বলল—কি ব্যাপার বলতো ?

বাবলু বলল—ব্যাপার কিছুই নয়। বেশ গালো রকম মালকড়ি

কিছু আছে নিশ্চয়ই আটাচিটে ! তাই সেটাৰ গুৰু পেয়ে পিছু  
নিয়েছে ওৱ।



হোরাটা মুখে নিয়ে সেও লাকিয়ে পড়ল ট্রেম থেকে [ পৃঃ ৩২  
বাবলুরা সবাই ঝুকে পড়ে দেখল হুবেজী অ্যাটাচিটা হাতে  
নিয়ে জঙ্গলের পথ ধরে খেঁড়াতে খেঁড়াতে ছুটছেন। আবা

ওর পিছনে বুলডগের মতো তাড়া করে চলেছে দুর্ধর্ষ প্রেম।  
তামাং।

হুবেজী টিক্কার করছেন—বাঁচাও। খুবে—বাঁ—চা—ও।

কিন্তু কে বাঁচাবে তাকে? এই বির্ভূম অবণ্যে কেই বা আছে? ওরাও ছুটছে। ট্রেনও ছুটছে। ওদের ছোটা অবশ্য ট্রেনের গতির চেয়েও জোরে। একসময় ট্রেনের গতি মন্তব্য হয়ে এলো।

ওরা দেবতে পেলো প্রেমা তামাং বাঁধের মতো বাঁপিয়ে পড়ল হুবেজীর ওপর। হুবেজী প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু এই অসুরের শক্তির কাছে তাঁর শক্তি কতটুকু? এক বটকায় হুবেজীর হাত থেকে আটাচিটা ছিনিয়ে দিল প্রেমা। তারপর হুবেজীর চোয়াল লক্ষ্য করে সঙ্গেরে মারল এক ঘুরি।

হুবেজী টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়লেন কিছুটা দূরে।

প্রেমার বাগ ত্বুও পড়ল না। সে ছুট গিয়ে জামার কলার ধরে টেনে তুলল হুবেজীকে। তারপর সঙ্গেরে তলপেটে এমন একটা লাখি মারল যে হুবেজী আরো কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লেন।

ট্যু ট্রেন তখন খেমে গেছে। লাইন ফ্লিয়ার না পেয়েই হোক বা যে কোন কারণেই খেমে গেছে। একে তো পাঁচ বগীর টেন। তার ওপরে সোকজমনও খুব কম। ডাইভার গার্ড সবাই একদৃষ্টে হাঁ করে তাকিয়ে মারপিট দেবছে। কিন্তু আশৰ্চ! বিপরি লোকটিকে উকার করবার অস্ত কেউই এগিয়ে যাচ্ছে না।

বাবলুরা আর কাল বিলম্ব না করে খুগ বাগ লাফিয়ে নামল টেন থেকে। তারপর পঞ্চকে লেলিয়ে দিয়েই হই হই করে ছুটল। ওদের সবার আগে ছুটল পঞ্চ। সে মেই বৰতুমি কাঁপিয়ে এমন মারাত্মক বকমের ষেষ ষেষ করে উঠল যে অমন ভয়ঙ্কর দর্শন প্রেমা তামাংও শিউরে উঠল তখন।

এদিকে বাবলুদের ভিত্তাবে পঞ্চ সমেত এগোতে দেখেই টিক্কার করে উঠল প্রেমা—হঠ, যাও হিঁয়াসে। মেহি তো গোলি মার দুঙ্গ।

প্রেমার এক হাতে আটাচি অস্ত হাতে সেই ছোরাটা। পঞ্চকে এগোতে দেখেই চোখের পলকে ছোরাটা সঙ্গেরে মিক্ষেপ করল পঞ্চের দিকে। পঞ্চ লাটুর মতো পাক খেয়ে ছোরার হাত থেকে বিজেকে রক্ষা করল। ছোরাটা বিক হ'ল একটা গাছের ঘুড়িতে।

ছোরা ফসকালোও প্রেমা নিরস্ত্র নয়। ওর হাতে বিকবকে চকচকে একটা রিভলভার দেখা গেল।

রিভলভার দেখেই থমকে হাঁড়াল বাবলুরা।

পঞ্চ কিন্তু ভয় পাবার পাত্রই নয়। সে আরো জোরে হাউ হাউ করে তেড়ে গেল।

হুবেজীও তখন অতিকর্তে উঠে হাড়িয়ে বাঁপিয়ে পড়লেন প্রেমার ঘাড়ে।

প্রেমা ভাবতেও পারেনি এমন বিপদের মধ্যে তাকে পড়তে হবে বলে।

সে হাঁও হকচিয়ে না পারল পালাতে, না পারল আক্রমণ প্রতিহত করতে, না পারল গুলি চালাতে। গুলি চালাতে না পারার একমাত্র কারণ সে বেশ কায়দা করে নেবে বলে আটাচিটাকেই ডাম হাতে শক্ত করে ধরেছিল। ফলে বাঁ-হাতে ছোরা মিক্ষেপ করার লক্ষ্যভেদে আবর্য হয়নি এবং সাহস করে রিভলভারটাও চালাতে পারছেন না। ত্বুও পঞ্চ যখন খুব কাছে এসে পড়ল তখন হাতের রিভলভার হাতেই রঠল তার। আপাতত আভাসক্ষর জ্ঞা আটাচিটাই ছুঁড়ে মারল পঞ্চকে। মেরেই রিভলভারটা হাত বদল করল।

পঞ্চ একবার কেউ করে উঠল। তারপর সঙ্গেরে লাক দিল প্রেমার দিকে।

প্রেমা এক ঝটকায় হুবেজীকে সরিয়ে দিয়েই এক সাফে কিছুটা পিছিয়ে এসে পঞ্চের দিকে রিভলভার তাগ করল। যেই না করা বাবলু অমনি সেই হাত লক্ষ্য করে একটা বড় সড় পাথর হুড়িয়ে ছুঁড়ে দিল। আর ঠিক তক্কুমি হয়তো একেই বলে মিলতি, হুবেজী

ପ୍ରାଣିଯେ ପଡ଼ୁଣେ ପ୍ରେମାର ହାତେ । ଅସାଧ୍ୟରେ ଟିଗାରେ ଚାପ ପଡ଼ତେଇ ଏକଟା ଶୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହୁଲ ଗୁମୁ । ଛୁବେଜୀ ଆର୍ତ୍ତନାନ କରେ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼ୁଣେ । ପକ୍ଷୁର ବନଲେ ବୁଲେଟ ବିଜ୍ଞ ହୁଲ ଛୁବେଜୀର ସୁକେ । ଛୁବେଜୀର ସୁକ ରଙ୍ଗେ ଭେସେ ଯାଛେ ତଥମ । ପ୍ରେମାର ହାତ ଥେକେ ତ ତଥମ ରିଭଲଭାର ଥିଲେ ପଡ଼େଛେ । ରିଭଲଭାରଟା ସମେ ପଡ଼ାର ସଙ୍ଗେ ମହିନେ ପକ୍ଷୁ ମେଟା ସୁଖେ ଥିଲେ ପାଲିଯେ ଏଲୋ ବାବଲୁ କାହେ । ବାବଲୁ ମେଟା ନିଯେ ନିଲୋ ।

ଦେଇ କାଂକେ ଅୟାଟାଟିଟା କୁଡ଼ିଯେ ନିତେ ଗେଲ ପ୍ରେମା । କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୁ ଆବାର ତେଡ଼େ ଯେତେଇ ଦୋଡ଼ ଲାଗଲ । ଖାନିକଟା ଛୁଟିଲ ପକ୍ଷୁର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରାର ଅନ୍ତ ଏକଟା ପାଥର କୁଡ଼ିଯେ ଥିଲେ କୁଟେ ମାରି ପକ୍ଷୁକେ ।

ପକ୍ଷୁ ଏବାରେ ଆର ନିଜେକେ ରକ୍ଷା କରତେ ପାରିଲ ନା । ପାଥରଟା ସାର ସୁଖେ ଲାଗନ୍ତେଇ ଏକଟା ହାତ ନଡ଼େ ଥିଲେ ଗଲ ଗଲ କରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ତେ ଲାଗଲ । ପକ୍ଷୁ ରୈଟେ କେଟ କରନ୍ତେ ଲାଗଲ ସରଗ୍ରାମ ।

ବାବଲୁ ରିଭଲଭାରଟା ହାତେ ପେହେଓ ଚୋଥେର ମାମମେ ଖୁଲ ଦେଇ କିଂକର୍ତ୍ୟବିମୁକ୍ତ ହୟେ ପ୍ରଥମେଇ ଛୁଟ ଏଲୋ ଛୁବେଜୀର କାହେ ।

ବିଲୁ ଭୋଷଳ ବାଚୁ ବିଛୁଓ ଏଲୋ । ଏମ କି ମାହିସ ପେହେ ଟିପ୍ପିନେର ଅନ୍ତାଯ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ଗାର୍ଡିଂ ଛୁଟ ଏଲୋ ଏବାର ।

ଶୁଣିବିକ ଛୁବେଜୀ ତଥମ ଓ ଛଟକଟ କରାନେ ।

ବାବଲୁ ବଲଳ—ତୋମରା ଏଦିକଟା ଦେଖୋ । ଛୁବେଜୀର ସୁଖେ ଏକଟୁ ଜଳ ଦେବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୋ । ଆମ ଏହି ଶ୍ୟାତାନ୍ତାକେ ଦେଖଛି ।

ବାବଲୁ ଓଦେଇ ଓସାଟାର ସଟଳଟା ନିଯେ ଏମେ ଦେଇ ଜଳ ଏକଟୁ ଏକଟୁ କରେ ଥାଇୟେ ଦିତେ ଲାଗଲ ଛୁବେଜୀକେ ।

ଆର ବାବଲୁ ? ମେ ରିଭଲଭାର ଉଚିଯେ ଧାଓଯା କରଲ ପ୍ରେମାକେ । ପ୍ରେମା ତଥମ ଅନେକ ଦୂରେ ଲାଗଲ । ବାବଲୁକୁ ଛୁଟିଲେ ଦେଖେ ପକ୍ଷୁ ଏବାର ନିଜେର କଟକେ ଆଗ୍ରାହ କରେ ତାଡା କରଲ ପ୍ରେମାକେ ।

ପ୍ରେମା ଉର୍ବିଶାଖେ ଛୁଟିଲେ । ଓକେ ଧରବାର ଅନ୍ତ ବାବଲୁକୁ ଛୁଟିଲେ ପ୍ରାଣପଥେ । ପକ୍ଷୁ ଛୁଟିଲେ ପ୍ରାଯେ ଓଦେଇ ଦିନିଶ୍ଚାନ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ଜୋରେ ।

ବାବଲୁ ଛୁଟିଲେ ଛୁଟିଲେ ଚେଟିଯେ ବଲଳ—ଏଥମ୍ବ ବଳି ସିଂହାତେ

ଚାଓ ତୋ ଧରା ଦାଓ ପ୍ରେମା ତାମାଂ । ନାହଲେ ଆମିଇ ଏବାର ଶୁଣି ଚାଲାତେ ବାଧ୍ୟ ହବୋ । ତୋମାର ରିଭଲଭାର ଆମାର ହାତେ ।

ପ୍ରେମା ଥିଲେ ଦୀର୍ଘିଯେ ଏକବାର ଫିରେ ତାକାଳ । ତାରପର ଆବାର ଛୁଟିଲ ।

ବାବଲୁ ବଲଳ—ଆମାର ଥିଲେ ଥେକେ ତୁମି କିଛିଲେ ଏକବାର ମା ପ୍ରେମା ତାମାଂ ।

ପ୍ରେମା ତଥମ ନାଗାଲେର ମଧ୍ୟେ । ବାବଲୁ ଓର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ଶୁଣି ଚାଲାଲ । ପ୍ରତିଶ ଶଦେର ମହେ ଏକ ଝଳକ ଆଶ୍ରମ ଓ ରୌଥାର କୁଣ୍ଡଳ ମହେମ ବୁଲେଟା ଛୁଟେ ଗେଲ । କିନ୍ତୁ ନା । ଛୁଟିଲେ ଅବସ୍ଥାଯ ଶୁଣି ଚାଲାନୋର ଅନ୍ତରେ ବୋଲୁ ହସି କହେ ଗେଲ ତାଗଟା । ତାହି ଆବାର ଟିଗାରେ ଚାପ ଦିଲ ବାବଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏବାର ଆର କୋନ ଶକ୍ତି ବେଳୋ ନା ରିଭଲଭାର ଥେକେ । ଅର୍ଥମ୍ ଏତେ ମାତ୍ର ଛୁଟୋ ଶୁଣିଲି ଛିଲ । ଏକଟା ଛୁବେଜୀର ଅନ୍ତ ଏବାର ଏକଟା ଫସକାନୋର ଜୟ । ତା ହୋକ । ବାବଲୁ ନିଜେଓ ତୋ ବିରତ୍ର ନୟ । ଏକଟା ନମୟ ନଟ କରେ ରିଭଲଭାରଟା ପକେଟେ ରେଖେ ନିଜେର ପିନ୍ଟଟା ବାର କରିଲ ।

ତଥକଣେ ଅନେକ ଦେହି ହେଲେ ଗେହେ ।

ପ୍ରେମା ଓଦେଇ ତାଡା ଥେମେ ଛୁଟିଲେ ହଠାତେ ଏକ ଜାଯଗାଯ ଏମେ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘାଳ । ଆର ପାଲାବାର ପଥ ନେଇ । ପକ୍ଷୁ ଓ ତଥମ ଓର ସୁଖେ କାହାକାହି ଏମେ ପଡ଼େଛେ ।

ବାବଲୁ ପିନ୍ଟଟା ତାଗ କରତେ ଧାବେ ଏମମ ସମୟ ଦେଖଲ ପ୍ରେମା ତାମାଂ ହଠାତେ ପାହାଡ଼େର ଓପର ଥେକେ ଉଟୋଦିକେ କୋଥାଯ ଥେବେ ଲାକ୍ଷିଯେ ପଡ଼ଲ । କୋଥାଯ ? କୋଥାଯ ? କୋଥାଯ ? ହତଭାଗଟା ଆଜ୍ଞାହତ୍ୟା କରିଲ ମାତିକ ?

ବାବଲୁ ଛୁଟେ ଏମେ ଦେଖଲ ବେଶ କହେଇ ହାତ ନିଚେ ରୋଡ ଟାଙ୍କ୍‌ପୋର୍ଟେର ଏକଟା ମାଲ ବୋଥାଇ ଲୟାର ଓପର ଲାକ୍ଷିଯେ ପଡ଼େଲେ ପ୍ରେମା ତାମାଂ । ଲୟାଟା ପ୍ରେମାକେ ନିଯେଇ ପାହାଡ଼େର କାଂକେ ହାରିଲେ ଗେଲ । ବିଶ୍ଵ ଆଜ୍ଞାଶେ ପକ୍ଷୁ ତଥମ ଟେଚିଯେଇ ଚଲେଇଁ - ଭୌ ଭୌ ଭୌ ଭୌ ଭୌ - ଟ୍ରେଟ୍ - ଟ୍ରେଟ୍ - ଟ୍ରେଟ୍ -

## ଶିଳ

ଓରା ଆବାର ଛବେଜୀର କାହେ ଫିରେ ଏଲୋ । ଛବେଜୀର ତଥମ ପ୍ରାଚୁ ବକ୍ତ୍ବରଣ ହଚେ । ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହତେ ହତେଇ ଏକମାତ୍ର ଦୁମଡେ ମୃଦୁ ହିର ହେବେ ଗେଲ ଦେହଟି ।

ବାବୁଲୁ ବଲଳ—ସାଂ । ସବ ଶେବ ।

ଏହି ବକମ ଏକଟା ନାଟକ ସେ ଘେଟେ ସାବେ ତା କେଉଁ ଭାବକେତେ ପାରେନି । ଖେମ ଥାକୀ ଟେମ ଟେମ ଥେକେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହସାତ୍ରୀର ମନ୍ଦବକ୍ଷ ହୟେ ଏମିଥେ ଏଲୋ ଏବାର । ତାରା ସବାଇ ଛବେଜୀର ମୃଦୁଦେହଟି ପାଞ୍ଜାକୋଳା କରେ ତୁଲେ ନିଯେ ଟେମେ ଓଠାଳ । ବାବୁଲୁଦେର ସାହମେରାର ପ୍ରସଂସା କରତେ ଲାଗଲ ମକଳେ । ସବାଇ ବଲଙ୍—ପ୍ରେମା ତାମାଂ ଏହି ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜେଳାଟାରଇ ଏକଟି ସଞ୍ଚାର । ବହର ଥାନେକ ଆଗେ କୋଚବିହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାକାତି କରତେ ଗିଯେ ଧରା ପଡ଼େ ଓ । ତାରପର ଥେକେ ଓର କୋମ ହଦିଶ ଛିଲ ନା । ଜେଳ ପଲାତକ ହୟେ ଅଥବା ଜେଳ ଥେକେ ଛାଡ଼ା ପେରଇ ଓ ଆବାର ଫିରେ ଆମହିଳ ସ୍ଵର୍ଗମ । କିନ୍ତୁ ଚୋରା ମାହି ଶୋନେ ଧରେର କହିମ୍ବୀ । ଏଥାନକାର ନାମ କରା ଜହାରୀ ଛବେଜୀକେ ଦେବେଇ ମାଥାର ଗୋଲମାଳ ହୟେ ଗେହେ ଓର ।

ଛବେଜୀର ଆଟାଚିଟା ବାବୁଲୁ ହାତେ ଛିଲ । ବାବୁଲୁ ବଲଳ—ଏତେ ବିଶ୍ଵାସି ପ୍ରାଚ ଟାକା ପଯ୍ସା ଆହେ ?

ସବାଇ ବଲଳ—ତା ତୋ ଆହେଇ । ସୋନା ଦାନା ଓ ଧାକତେ ପାରେ ।

—କିନ୍ତୁ ଏତ ଟାକା ପଯ୍ସା ସୋନା ଦାନା ନିଯେ ଉନି ଏହିଭାବେ ଟେମେଇ ବା ଧାର୍ଜିଲେନ ଦେବେ ? ଏତ ସମ ସମ ବାସ ରମେଛ ଧେବାନେ ।

—ତାହାରେ ଆର ନିୟମିତି କାହେବେ । ତାହାଡା ଆମାଦେର ଏଥାନେ ଚୁରି ଡାକାତିଟା ଥୁବି କମ । ବିଶେଷ କରେ ପ୍ରେମା ତାମାଂ ନା ଥାକ୍କାର ଥୁବି ଶାନ୍ତିତେ ଛିଲ ଏଥାନକାର ଲୋକେବା । ଆବାର କି ହୟ କେ ଜାମେ ?

ବିଲୁ ବଲଳ—ଦେଖ ବାବୁଲୁ, ଆମାର ମମେ ହୟ ଛବେଜୀ ବାମେ ଅଥବା

ଅଷ୍ଟ କିଛୁତେଇ ଘେତେନ । ହଠାଂ ଏଥାମେ ମୁଣ୍ଡମାର ବିଭିନ୍ନିକାର ମତେ ପ୍ରେମା ତାମାଂକେ ଆଚମକା ଦେଖେ ଟେମେର ମଧ୍ୟେ ଚୁକେ ପଡ଼େଛିଲେମ ।

ବାବୁଲୁ ବଲଳ—ହୀ, ତାଓ ହତେ ପାରେ । ଯାକ । ଆଟାଚିଟା ଦାର୍ଜିଲିଂ-ଏ ଦେଖେଇ ଆମାର ପୁଣିମେର ହାତେ ତୁଲେ ଦେବୋ ।

ଟେମ ଛାଡ଼ିଲ ।

ଆବାର ଦେଇ ଛନ୍ଦେ ଛନ୍ଦେ ହଲେ ହଲେ ସବ କିଛୁ ଭୁଲିଯେ ଦିଯେ ଛଇସିଲ ବାଜିଯେ ଛୁଟେ ଚଲି ଟେମ ।

ସୋନାମାର ଭୌଣ ଅରଣ୍ୟାନି ପେରୋବାର ପର ହଠାଂ ମର୍ବାଙ୍ଗେ ଯେବ କୀପ ଦିଯେ ଉଠିଲ ।

ଚାରିଦିକ ଦେଖାଇଲ । କମକମେ ଠାଣ୍ଡା ହାଓୟା ନଇଛେ ।

ଟେମଟା ଦେଇ ଅଭିକଟେ ହାପିଯେ ହାପିଯେ ଉପରେ ଉଠିଲେ ଲାଗଲ । କଥିଏ କ୍ଷମେ ଦେଖ ଏମେ ଚାରିଦିକ ଆବୋ ଚେକେ ଦିଲେ ଲାଗଲ ।

ଏକଜମ ବଲଳ—ସୁମ ।

ବାବୁଲୁର ସବିଶ୍ୟାସେ ବଲଳ—ଏହି ମେଇ ସୁମ !

—ହୀ, ଏହି ଲାଇନେର ସବ ଚେଯେ ଉଠୁ ଜାଯାଗା ।

ବାବୁଲୁ ବଲଳ—ବିହିତେ ପଡ଼େଛି ଘୁମେଯ ଉଚ୍ଚତା ସମ୍ମର୍ତ୍ତନ ଥେକେ ୭୪୦୭ ଫୁଟ ।

ଘୁମେ ଟେମ ଥାମତେଇ ବାବୁଲୁର ସେ ସବମ ଜାମା ପରେ ମିଳ ।

ତାପର ଟେମ ଚଲି ଦାର୍ଜିଲିଂ-ଏର ଦିକେ । ଘୁମେର ପରେଇ ଦାର୍ଜିଲିଂ ।

ସୁମ ଆର ଦାର୍ଜିଲିଂ-ଏର ମାଝେ ବୟାହେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାତ ବାତାସିଯା ଲୁପ ।

ବାବୁଲୁର ଦୂର ଥେକେଇ ପଟ୍ଟେ ଆଂକା ଛବିର ମତେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଦେଖିଲେ ପେଲ ।

ଟେମ ଏବାର ୬୦୦ ଫୁଟରେ ମତେ ମିଳେ ନାମଛେ । ଦେଲାଓ ଗଡ଼ିଯେ ଆମଛେ ।

କିନ୍ତୁ ଏଥୁଣି ଟେମ ଥାମଲେଇ ଓଦେର ହୋଟେଲେ ଓଠା ଚଲିବେ ନା । ଥାମା ପୁଣିମେର ବାପାର ଆହେ । ପ୍ରେମାତାମା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଓଦେର ଜବାମବନ୍ଦୀ ଦିଲେ ହେବେ ।

ବାଇ ହୋକ । ଏକ ସମୟ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଏଲୋ । ଟେମେର ଲାଇନେ ଶେଷ ହଣ୍ଟ ।

ଟେମ ଥାମାର ମମେ ସମ୍ବନ୍ଧେ ରାଜ୍ୟର ପୁଣିମ ଏମେ ହେବେ ଧରନ୍

টেক্টিকে। গার্ডসাহেব ঘূম স্টেশন থেকে কোনে সব কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন দার্জিলিংকে। তাই পুলিস এবং মিহত হৃবেজীর বাড়ির লোকেরা সবাই এসে অড় হ'ল। আর্টিচি এবং শুভদেহ পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে পুজিসের গাড়িতে চেপেই ধানার গেল ওরা। তারপর সেখানে ওদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে প্রেমার রিভলভারটা ও জমা দিল।

এখামকার পুলিসের সবাই প্রায় নেপালি।

বাবলু তাদের অনুরোধ করল ওদেরকে হোটেল প্রিলে পৌছে দেবার জন্য।

বাবলুদের অনুরোধ পুলিস বালু। ওদের যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে পুলিসের জিপ ওদের মিয়ে ম্যালের দিকে চলল।

তখন সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে।

ম্যাল রোট থেরে জিপটা ম্যালে উঠেই ডামদিকে পাহাড়ের ঢালে টার্ন দিল। এইখনে এক জানাগায় ঘোড়ার আস্তাবল রয়েছে একটি। তার পাশেই দু' একটি বাড়ি ছেড়ে এক মনোরম পরিবেশে হোটেল প্রিলে উঠল ওরা।

হোটেলের মালিক গজাননবাবু সমাজপতিবাবুর নাম শুনে এবং পুলিসের জিপে বাবলুদের আসতে দেখে পরম সমাদরে বাবলুদের আশ্রয় দিলেন। পাহাড়ের ঢালের গায়ে প্রশস্ত একটি ঘর বাবলুদের জন্য বরাদ্দ হ'ল। পঞ্চাংণ। গজাননবাবু একবার শুধু পঞ্চকে দেখে বললেন—কামড়া না তো ?

বাবলু বলল—না না। ও খুব লক্ষ্য।

গজাননবাবু বললেন—ঘর পছন্দ তোমাদের ?

সকলে বলল—মিশচাই। আমরা তো এই বকম ঘরই চাইছিলাম। বেশ মনের মতো ঘর হয়েছে আমাদের।

ওরা যে ঘরে ছিল সেই ঘরের পাশেই হাজার ঢাকাত ফুট খাল। একটি ভয়াবহ ঢাল ঘরের দেওয়ালের গা দেঁসে নিচে বহু নিচে মেমে গেছে। যদি একবার কোন রকমে একটু ধূস আমে তো এই ঘর শুক্র সকলে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তা কে জানে।

তবুও ঘরটা তালো লাগল বাবলুদের।

চাকর এসে গরম জল দিয়ে গেল। তাইতে মুখ হাত ধূঘে পরিকার হয়ে যিল ওরা।

একটু পরেই চা টেস্ট কলা ডিম এলো।

তাই খেয়েই ওরা বড় খাটের ওপর পাতা বিছানায় শুয়ে বসল। আজ আং কোথাও বেঢ়াতে থাওয়া নয়। খাতের খাবার খেয়ে তেড়ে ঘুম দেবে সকলে। তারপর কাল সকাল থেকেই স্থুর হবে ভৱণ। চার পাঁচদিন ধরে আমন্দে উলাসে গোটা দার্জিলিংকে তোলপাড় করে ফেলবে ওরা।

বাত আটটার সময় মাসে আর রাটি এলো।

বাচ্চ বিছু ভোগল তখন ঘুমে চুলছে। বাবলু বিলুরও চোখে ঘুম মেমে আসছে তখন। প্রচণ্ড শীত রয়েছে এখানে। এবার শুলেই হয়। ওরা কোনৰকমে থাওয়ার পাট চুকিয়ে সবাই সবাইকে জাগপ্তে ধরে লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

পঞ্চ ও শুলো তক্তাপোরের নিচে পুরু কার্পেট। এখামকার মেঝে সান বীথানো নয়। কাঠের তক্তা পাতা।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালে ঘূম ধখন ভাঙল তথ্বাও সূর্য ওঠেনি। প্রচণ্ড শীতে সারা শরীরে কাঁপ দিচ্ছে। ওরা বাথরুমের কলে মুখ হাত ধূঘে মিল। উঁ, কি দাকল ঠাণ্ডা জল। যেন বরফ গলানো। ওদের উঠতে দেখেই গজাননবাবু এসে বললেন—কি গো, কোম অহুবিধে হয়নি তো তোমাদের ?

বাবলু বলল—না।

—বেশ বেশ। অহুবিধে হলে বলবে। কেমন ?

—মিশচাই বলব।

—এবার তাহলে চা দিয়ে যেতে বলি ?

—হ্যাঁ, বলুন। তা খেয়েই আমরা বেড়াতে যাবো।

গুজুনবাবু চলে যেতেই তত্ত্বাপোধের তলা থেকে পঞ্চ বেরিয়ে  
এসে একটু গা কাড়া দিয়ে নিল প্রথমে। তারপর তত্ত্বাপোধে উঠে  
ওদের লেপের তলায় বড়িটা চুকিয়ে দিয়ে চেয়ে রইল চুপচাপ।

বাবুলু কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা পাঁতুরটি বাঁ করে  
যেতে দিল পঞ্চক। পঞ্চুর বোধ হয় খিদেও লেগেছিল খুব।  
তাই রুটিটা পাওয়া মাত্রই কাঁট কাঁট করে যেতে লাগল।

একটু পরেই চাকর এসে চা টোক্ট ডিম কলা ইত্যাদি দিয়ে  
গেল। বাবুলুও সেগুলো ভাগভাগি করে থেয়ে নিয়ে ঘরে চাবি  
দিয়ে পঞ্চ সমেত বেড়াতে চলল বাইরে।

বিলু বলল—এখানে তো কমতাটেক্ট ট্যারে অনেক প্রাইভেট  
গাড়ি পাওয়া যায়। তাই একটা ভাড়া করে চারিদিক দেখে  
নিই চল।

বাবুলু বলল—মা। ওভাবে নয়। আমরা যা ঘূরব তা পাওয়ে  
হৈটেই। তাতে ঘোরাটা ভালো হবে। দার্জিলিঙ ছোট জায়গা।  
কাজেই মোটরে বসে চোখের পলকে সব কিছু সেবে নিতে চাই না।

ভোবুল বলল—পায়ে হেঁটে দিক করে ঘূরবি? ছোট জায়গা হলেও  
এখানে কোথায় কি আছে সব তুই জানিস?

—সব জানি। যদিও দার্জিলিঙে কখনো আসিনি তবুও  
দার্জিলিঙ সরকে এত পড়শোনা করেছি যে এর প্রতিটি নাড়ি-  
মঞ্চত কোথায় কি আছে না আছে সব আমার মুখ্যত। পথের  
মারচিয়ও আমার মধ্যে কান্দিকভাবে আঁকা আছে।  
কাজেই এখানকার স্থানীয় লোককে জিজেস করলেই আমাদের  
দশীয়ার স্থানগুলোর হিলিং পাওয়া যাবে। এই পাহাড়ি এলাকার  
কোম স্কুল্য স্থানই হ'তিন মালিলের বেশি নয়। শুধু টাইগার  
হিল ছাড়া। টাইগার হিলও আমরা হেঁটে যেতে পারি। তবে  
যাবো না এই কারণে, যে সবয়ে ঘূর থেকে উঠে টাইগার হিলে  
সুর্বোপর দেখতে যেতে হয় মে ময় হাঁটতে পারব না।

বাচ্চ বলল—এখন তাহলে আমরা কোথায় চলেছি?

—আমরা যাচ্ছি ম্যালের দিকে।

—ম্যাল! ম্যাল আবার কি?

—বলছি। আগে ম্যালে গিয়ে বসি চল।

ওরা কৰ্ত্তা বলতে বলতে সেই ঘোড়ার আস্তানাটার কাছে  
এসে গেল। সারি সারি ঘোড়া ট্যুরিস্টদের নিয়ে ঘূরে বেড়াবার  
অস্ত কাড়িয়ে আছে সেখানে।

একজন বেপালী সহিং ওদের দেখে এগিয়ে এসে বলল—কি  
ধোকাবাবু! ঘোড়ায় চাপবে না? মাত্র হ'টাকায় রাউণ্ড দিইয়ে  
আমি ব।

বাবুলু বলল—চাপব। তবে এখন য়। পরে।

ওরা সেই কমকমে ঠাণ্ডা ম্যালে এসে বেঞ্চিতে বসল। কি  
চমৎকার জায়গা। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য খুব ভালোভাবে  
দেখা যায়। চারিদিকে শুধু পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়।

বাবুলু বলল—এই হচ্ছে ম্যাল। এর পুরমো নাম চৌরাস্তা।  
শিলিঙ্গড়ি থেকে রেলপথের পায়ে গায়ে যে মোটর চলা পাকা  
রাস্তাটা দেখলি এই রাস্তাটার নাম হচ্ছে হিল কার্ট রোড। এই  
দেখ। এই রোড লেবং গ্রামে গিয়ে শেষ হয়েছে।

—লেবং গ্রাম! লেবং বেসকোস থেখানে?

—হ্যাঁ।

—আর এই যে চৌরাস্তা, এর এই পথটা এসেছে জলাপাহাড়ের  
দিক থেকে। এবং এই পথটার নাম লাডেমলা রোড। আগের  
নাম ছিল ম্যাকেঞ্জি রোড। এই সড়কটি হচ্ছে দার্জিলিঙের প্রধান  
রাজপথ।

বিলু ভোবুল বাচ্চ হিছু অবাক হয়ে দেখল। পঞ্চ কুকুর।  
সেও দেখছে। দেখে সে অভিভূত।

কি চমৎকার পরিবেশ। ম্যালের যে চৌরাস্তা তা কিন্তু চারটি  
পথের একত্র মিলমিলা নয়। দূরত্ব বেশ কিছুটা। শহরের



উচ্চস্থানে বেলিংবোরা অনেকখানি প্রশংস্ত হানের চারাটি কোণ দিয়ে  
চারাটি রাস্তা দেখিয়েছে বা মিলেছে। চারিদিকে দোকানগাট।  
অলাপাহাড় ও ল্যাটেমলা রোডের বিপরীত দিকের যে পথ ছাট



কি খোকাবুরা! খোড়ার চাপবে না? [ পৃঃ ৪৩

তার বাঁদিকের পথটি চলে গেছে বাট হিলের দিকে। আর ডান  
দিকের পথটি চলে গেছে স্টেপ আসাইডে। ম্যাল থেকে মাত্র  
তিনি মিনিট। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এই স্টেপ  
আসাইডে দেহরক্ষা করেন।

বাবলু বলল—আমাদের সামনেই যে পাহাড়ের চূড়াটা দেখা যাচ্ছে  
এর নাম অবজারভেটার হিল।

বিলু বলল—সত্য। কি হৃদয়! শহরের একেবারে মাঝ-  
মধ্যস্থানে। উঠবি ওপরে?

—মিশচাই। এখুনি উঠব।

ওরা স্থানীয় একজন ভূটিয়াকে পাহাড়ে ওঠবার পথ কোমলিকে  
তা জেনে বিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। ম্যালের পাশেই ত্যাবোর্গ  
পার্ক। তার পাশ দিয়েই অবজারভেটার হিল-এ ওঠার রাস্তা। হিলে  
ওঠার সে কি আনন্দ। পুরু তো লাকিয়ে নেচে গড়গাঁড়ি থেঁথে ওদের  
আগে আগে চলতে লাগল। আর বাবলু ওর মাউথ অগ্রামটা বার  
করে শুবের কৰ্ণ বইয়ে দিতে লাগল। প্রচলিত একটি গানের  
শুরু। বড়ই হৃদযুর। বিলু ভোম্বল বাচু বিছু সেই শহরের সঙ্গে  
কথমো কঠি দিতে লাগল। কথমো চুসকিতে তাল দিতে লাগল। শুধু  
বাবলুর মুখ। আরো অনেককেই পাহাড়ে উঠতে দেখা গেল।  
তাদের প্রত্যেকের হাতেই পূজার ডালি।

বিলু বলল—ওপরে কোম মন্দির আছে মাকি বলতো?

বাবলু ধ্বং করে এক জাঁওয়ায় বসে পড়ে বলল—হ্যাঁ। মন্দির  
আছে কৈকি, মথাকালের।

—মহাকাল!

—হ্যাঁ। দুর্জ্যলিঙ্গ মহাদেব। এই শিবরাটির নামও দুর্জ্যলিঙ্গ।  
আগে এই পাহাড়ে দোর্জেদের বাস ছিল। তাদেরই প্রতিষ্ঠিত  
শিবলিঙ্গ। দোর্জেদের প্রতিষ্ঠা করা শিবলিঙ্গের নামানুসারেই  
দোর্জেলিঙ্গ বা সেই নামেই অপভ্রংশ হিমাবে আজকের  
এই দাঁজিঙ্গি হচ্ছে।

ভোম্বল বলল—বেশ মজার ব্যাপার তো।

বাবলু বলল—এটা অবশ্য সাধারণে বলে। তবে ইতিহাস বলে  
তিব্বতি ভাষায় দোর্জে কথাটার মানে হচ্ছে বজ্র। আর লিঙ্গ কথার  
মানে লিঙ্গ নয়, স্থান। অর্থাৎ কিমা বজ্জের দেশ। দাঁজিঙ্গি তো

এমনিই মেঘমালার দেশ, কাজেই মেঘমালার দেশ বজ্রের দেশ হবে মা কেন ? তাই বোর্জেলিং খেকেই দার্জিলিং।

বাচ্চু বলল—সত্যি বাবলু। তুমি কত জান।

বিচু বলল—চলো। আর বনে খেকো না। শোঁ।

বাবলু আবার মাত্থে অর্জনে শুর বাজাতে বাজাতে চলল। যেতে যেতে হাঁঁট বাজনা থামিয়ে বলল—বাঙালিরা কি বলে জানিস ? বাঙালিরা বলে বহুকাল আগে এই পাহাড়ের মাধায় ছিল দুর্জলিঙ্গ নামে শির। গোর্ধীরা থখন দার্জিলিং আক্রমণ করে তখন সেই শিবকে একটি গুহার মধ্যে ঝুকিয়ে রাখা হয়, এই শিবের নামেই জায়গাটোর নাম দার্জিলিং। কিন্তু এখনকার লোকেরা বলে গত শতাব্দীতে এই পাহাড়ের ওপরে একটা গুহা ছিল। সেই গুহার লামা ছিলেন দোর্জে। দোর্জের লামার একটি সমাধি আজও আছে এখানে।

বিচু বলল—সেই গুহাটো কি এখনো আছে ?

—বলতে পারব না। তবে শুনেছি গোর্ধীরা নাকি এটিকে ভেঙে দেয় এবং পরে ম্যালের মিচে ভুটিয়া বস্তাতে একটি নতুন গুহা হয়।

কথা বলতে বলতেই ওরা অবজারভেটোরি হিলের ওপরে উঠল। এটা যেন দার্জিলিং-এর মন্দিরট। এখান থেকে গোটা শহরটা এবং দূরের বহু দূরেও পর্বত্য এলাকাগুলো দেখা যায়ে আগল। এক জায়গায় ছোট একটা মন্দির যাতো রয়েছে। সেখানে নানা রঙের মিশান উঠছে বাঁশের ডগায়। পাহাড়িরা পুঁজো দিচ্ছে। পুরোহিত মন্ত্র পড়াচ্ছে। এর একদিকে হুমুন ও কালীর স্থান ভারি মনোরম।

বাবলুরা সব দেখে শুনে মিচে নামতে লাগল এবার।

বিচু বলল—সত্যি, এই পাহাড়ের ওপরে এত যে ঘন বসতি, মানুষ এসবের সকান পেল কি করে বলতো ?

বাবলু বলল—সেও এক ইতিহাস। ১৭৬৮ শ্রীস্টাদে গোর্ধী নামে একটি পর্বত্য জাতির অভ্যাসন হয়েছিল। পাঞ্চাব থেকে ভুটান পর্যন্ত হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে ছিল তাদের রাজস্ত। আব এই

রাজ্যই হ'ল মেগাল। এরা করত কি নিজেদের রাজ্য হেড়ে যখন তখন হাঁচিশ রাজ্যে চুকে বেধড়ক মারপিট ও লুটপাট করত। তাই ১৮১৪ শ্রীস্টাদে হেস্টিংস সাহেব গোর্ধীদের বিরুদ্ধে যুক্ত ঘোষণা করলেন। এই যুক্তে হাঁচিশ প্রথমে স্বীকৃত করতে পারেনি। তবে বছর দুই বাদে অবশ্য গোর্ধীরা সক্ষি করতে বাধ্য হয়। সক্ষির সর্ত অনুসারে একদিকে কুমার্যন ও গাড়োয়াল এবং অন্তিমিকে মেগালের তরাই অঞ্চল ও সিকিমের ওপর থেকে তাদের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু তাড়েও বিবোধের বিষ্পত্তি একেবারে হল না। সিকিম ও মেগাল সীমান্তে গোর্ধীমাল লেগেই থাকত। তাই দেখে ক্যাপ্টেন লয়েড এলেন বিবাদ মেটাতে। এই অঞ্চলটি তাঁর খুব ভালো লাগল বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অনুমতি চাইলেন। তাঁরপর সিকিমের মহারাজার কাছ থেকে চেয়ে মিলেন জেলাটি। ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী দার্জিলিং জেলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। এরপর ক্যাপ্টেন লয়েড ও ডেন্ট চাপম্যান এসেছিলেন দার্জিলিঙের অধিকার দিতে। এরও চার বছর পরে ডেন্টের ক্যাপ্টেনের এলেন রূপরিচিতেন্ট হয়ে। তিনি একটানা বাইশ বছর দার্জিলিঙে কাটান। তাঁরই অন্তর্ভুক্ত পরিশ্রমে শহরটি গড়ে উঠে দীরে দীরে।

কথা বলতে বলতেই বাবলুরা নিচে নামতে লাগল।

বিচু ভোঞ্বল বাচ্চু বিচু বাবলুর এই জানভাণ্ডারকে শুধা না আনিয়ে পারল না। সত্যি, বাবলু কত কি জানে। কত পড়াশুনা ওর।

পঞ্চ এতিহাসিক তথ্যের ব্যাপারটা না বুঝলেও মাটি ও পাথরের আগ মিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে লেজ মেড়ে মেড়ে এই অনাদিল সৌন্দর্যকে উপভোগ করে তার আনন্দের প্রকাশ ঘটাতে হাড়ল না।

এমন সময় হাঁঁট অপ্রত্যাশিতভাবে ধার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাকে এখানে দেখবে বলে ওরা কেউ আশাও করেনি। এমন কি তাঁর কথা মনেও হিল না ওদের। তাই আনন্দের আবেগে চেঁচিয়ে উঠল বাবলু—একি রংপুঁজি !

ରକ୍ଷଣାଳୀରେ ବିଶ୍ଵିତ । ଅଭିଭୂତ । ବଲଲ—ବାବୁ ! ଖୋକାବାବୁ ।  
ତୋମରା ଏଥାମେ ?

—ଆମରା ବେଡ଼ାତେ ଏମେହି ।

—କାହିଁ, ତୋମାଦେର ଆସାର କଥା ଆମକେ ବଲୋ ମି ତୋ ?

—ହାତ୍ତାଥି ଏଲାମ । ତା ଥାକ । ତୋମାର ମେଘେ କେମନ ଆହେ ?

—ଭାଲୋ ଆହେ ବାବୁ । ବିଲକୁଲ ମେରେ ଉଠେଛେ ତାଇ ତୋ ପୁଜୋ  
ଦିତେ ଥାଚେ ।

—ଥାକ ଭାଲୋଇ ହେୟେଛେ । ଖୁବ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ମେରେ ଉଠେଛେ  
ତାହେ ।

—ଆମି ଦଶଦିନ ଆଗେ ଚିଠି ପିରୋଇଛାମ ଖୋକାବାବୁ । ଓର ସୁକେ  
ସର୍ଦି ଯମେ ପିରୋଇଛି । ଡାକ୍ତର ଭେବେଳି ନିଉମୋନିଆ । ତା ଥାକ ।  
ଆମାର ପଢ଼ିରୀ ଏଥାମକାର ହାସପାତାଲେ ଆମାର ମେଘେକେ ଦିଯେ  
ଶିଯେ ଶୁଇ ଦିଇଯେ ଆମତେ ମେଘେର ସୁର୍ଖ ସର୍ଦି ସବ ଭାଲୋ ହେୟେ ଗେଛେ ।  
ଆମି ଏଥାମେ ଏଦେ ଦେବି ଆମାର ମେଘେ ଅନ୍ତ ସବ ମେଘେଦେର ସଙ୍ଗେ ଖୋଲା  
କରଛେ । ଶୁଳ ଥାଚେ ।

—ଥାକ । ଖୁବ ଭାଲୋ କଥା । ତା ପୁଜୋ ଦିତେ ଏବେ ସବନ ମେଘେକେ  
ନିଯମେ ଲେନ ନା କେନ ?

—ଓ ଆସଛେ ଖୋକାବାବୁ । ଓର ମାଯେର ମନ୍ଦେ । ବଲେଇ ହାକ ଦିଲ  
ରକ୍ଷଣାଳୀ—କମଳା । ଏ କମଳା ! କମଳି—ହୋ— ।

ଏକଟୁ ପଦେଇ ଦେବା ଶେଳ ରକ୍ଷଣାଳୀର ଉଠି କମଳା ଓଦେର ଆମରେ  
ମେଘେ ସୋନାର ହାତ ଥରେ ଓପରେ ଉଠି ଆସଛେ । ରକ୍ଷଣାଳ ବଲଲ—  
ସୋନାର ! ଏହା ହଜେ ତୋମାର ଦାନା ଓ ବହିନ । ମୋଳାକାତ କରୋ ।

କମଳା ବଲଲ—କୌନ ହାଯ ?

ରକ୍ଷଣାଳ ବଲଲ—ଏ ଓହି ଲୋଡ଼କା । କଲକାତାକୁ ସେ ହାମକୋ ରପିଆ  
ଦିଯା ଥା ।

କମଳା ଛୁଟେ ଏଦେ ବାବୁକୁ ସୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଥରେ ବଲଲ—ଦେବା ଖେଟା ।  
ମେରେ ଲାଲ । ତୁମ ସବ ବହୁ ଆହୁଜା ଲୋଡ଼କା ଲୋଡ଼କି ହୋ ।

ରାତ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅଭିଭୂତ ହୟେ ଓଦେଇ ସମବ୍ୟାଦୀ ସୋନାରକେ ଅଭିନ୍ଦିରେ

ବଲ । କି ହୁଲର ମେଘେ ! କି ଶାନ୍ତ୍ୟ ! କି ରଙ୍ଗ ! ଆର କି ଅପୂର୍ବ  
ଶ୍ରେଣୀ ! ସେମ ତାଜା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏକଟି ।

ବାବୁ ମେହପୂର୍ବ ଗଲାୟ ବଲଲ—ତୋମାର ନାମ ସୋନାର ?

ସୋନାର ପରିକାର ଗଲାୟ ବଲଲ—ହୁଁ ।

—ତୋମାର ଫଟୋ ଆମରା ଦେଖେଛି । ତୁମି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛିଲେ । ଏଥବେ  
ଭାଲୋ ହେୟେ ଉଠେଛେ ଦେଖେ ଖୁବ ଖୁଲି ହେୟେଛି ।

ସୋନାର ବଲଲ—ଆପନାରା ଖୁବ ଭାଲୋ । ଆପନାଦେର ଅନ୍ତେ ଆମି  
ଆମାର ବାବାକେ ଅମେକ ଦିବେର ପର ଦେଖିତେ ପାଇଁ ।

ବାବୁ ହେୟେ ବଲଲ—ବାବୁ ! ତୁମି ବେଶ ଭାଲୋ ବଲତେ  
ପାରୋ ତୋ ।

—ଏଥାମକାର ସବାଇ ପାରେ । ଆମାର ବନ୍ଧୁରାଓ ସବ ବାଙ୍ଗାଲି ।

କମଳା ବଲଲ—ଖୋକାବାବୁ, ତୋମରା ଆମାଦେର ବନ୍ଧିତେ ଏକବାର  
ବେଡ଼ାତେ ଏଦୋ । ଆମାଦେର କୁଣ୍ଡେ ଥରେ ଏକଟୁ ଚା ଦେଇସେ ଥାବେ ।

ରକ୍ଷଣାଳ ବଲଲ—ହୁଁ । ଏକ ଦୋ ଘଟେକେ ବାଦ ତୋମରା ଆମାଦେର  
ବନ୍ଧିତେ ଏଦୋ । ଆମରା ତତକଣ ପୁଜୋଟା ଦିଯେ ଆସି । ତୋମାଦେର ଖୁବ  
ଆମି କଥମୋ ଶୋଧ କରତେ ପାରବ ନା ଖୋକାବାବୁ । ଆର ହୁଁ । ଏକଟା  
ହୁବର ଆହେ । ଆମି ଏଥାମେଇ ଛାପି ଭାଲି ଟି ଗାର୍ଡିନେ ମାମନେର  
ମାହିନା ଥେକେ ଏକଟା ମୋକରି ପିଲେ ଥାଚେ । ତାଇ ଭାବିଛି ଖୋକାବାବୁ  
ଦେଶ ହେଡେ ଆର ଅଭିନ୍ଦନ କାମ କରତେ ଥାବେ ନା । ଏଥାମକାର  
ମୋକରିଟା ନିଲେ ସବ ସମୟ ଆମି ଆମାର ଲେଡ଼କିର କାହେ ଧାକତେ  
ପାରୋବ ।

ବାବୁ ବଲଲ—ଏ ତୋ ଖୁବ ଭାଲୋ କଥା । ଆମରା ଦ୍ରପୁରବେଳା ଧାର  
ତୋମାଦେର ବନ୍ଧିତେ । ଏଥବେ ଆସି ?

—ହୁଁ ଏଦୋ ।

ବାବୁରା ଆନ୍ତେ ଆନ୍ତେ ମେମେ ଏଦୋ ହିଲ ଥେକେ ।

ଓଦେର ମେମେ ଆମା ପଥରେ ଦିକେ ଏକ ଦୂରେ ତାକିଯେ ରଇଲ  
ପୋନାର । ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତିତେ ଓର ଅବିନ୍ଦନସୁନ୍ଦର ମୁଖ୍ୟାମି ସେମ  
ଭରେ ଗେଛେ ।

ପାଞ୍ଚ ମୋରେନ୍ଦା (୬୫) — ୫

চুপ্পুরবেলা বাবলুৱা ধা'ওয়া-দাঁওয়াৰ পৰ সামাজু একটু বিশ্রাম  
মিয়ে ভূট্টোৱা বস্তিতে বেড়াতে গেল। সোনাৱৰ অপেক্ষা কৰছিল  
ওদেৱ জয়। বাবলুৱা যেতেই খুশিতে উপচে পড়ল দে। বাবলুদেৱ  
সঙ্গে পঞ্চক দেৱে তো আমদেৱ অবধি রইল না তাৰ। বলল  
—ও মা! কুকুটাকেও সঙ্গে অনেছ তোমৰা?

বাবলু বলল—একি থা তা কুকু। একে আমৰা এমতভাৱে তৈৱী  
কৰে মিয়েছি যাতে একটি র঱লেল বেঙ্গল টাইগাৰেৰ চেৱেও কোন  
অংশে কম না যাব এ।

—বেলো কি!

—হ্যাঁ।

বাবলুদেৱ দেখে শুধু সোনাৱৰ ময়, কল্পলাল ও তাৰ বউ  
কমলাও কম খুশি ময়। কমলা বলল—আমাৰ তো কোন লেড়কা  
নেই। তোমৰাই আমাৰ লেড়কা। তোমৰা সবাই বসো। আমি  
তোমদেৱ জন্য কিছু থাবা বাবাই।

বাবলু বলল—না না। এখন কিছু বাবাবেন না। আমৰা  
এই সবে খেয়ে আসছি। তাৰপৰ সোনাৱকে বলল—তুমি তো  
এখন সেৱে উঠোছ। দার্জিলিঙেৰ কোথায় কি আছে তাৰ সবাই  
তোমাৰ জন্ম। তুমি বিজে আমদেৱ একটু ঘুৰিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে  
দেবে? অবশ্য যদি তোমাৰ কষ্ট না হয়।

সোনাৱৰ আগ্রহেৰ সংজ্ঞে বলল—না না কষ্ট হবে কেন? আমি  
তোমদেৱ সব কিছু দেখিয়ে শুনিয়ে দেব। তবে আজকেৰ দিনটা  
তোমৰা একটু বিশ্রাম নাও। কাল সকাল থেকে সব দেখাৰ।

বিলু বলল—সেই ভোলো। কাল থেকেই আমদেৱ ঘোৱা শুক  
হৈকো। আজ তো অবজাৰভেটাৱি হিল দেখলাম। কাল সোনাৱৰ  
গাইডকে বিয়ে দার্জিলিং চেৱে ফেলা যাবে।

সোনাৱৰ বলল—হ্যাঁ। কাল খুব ভোৱে উঠে তোমৰা টাইগাৰ

হিল দেখে এসো। ওধানে সুৰ্যোদয় দেখে ফিরে এলে বেলোৱ  
অস্যান্ত জায়গায় নিয়ে যাব আছি।

ভোলু বলল—খুব ভোৱে মানে কথম?

—খুব ভোৱে মানে খুট্ট-উ-ভোৱে। অন্ধকাৰ থাকতে।  
আজ একটা ল্যাঞ্চুৰোভাবেৰ সংজ্ঞে ব্যৱহাৰ কৰে দেবো। সেই  
তোমাদেৱ হোটেলে গিয়ে ঘুন থেকে ভেকে তুলে নিয়ে  
যাবে।

বাবলু বলল—কিন্তু আমৰা তো তোমাকে বাদ দিয়ে কোথাও  
যাব না সোনাৱৰ। দার্জিলিঙে আমৰা বৰক্ষণ থাকৰ ততক্ষণ তুমিও  
থাকবে আমদেৱ সংজ্ঞে।

সোনাৱৰ একটু কুস্তি গলায় বলল—আমাৰ ল্যাঞ্চুৰোভাবেৰ ভাড়া  
কে দেবে? এক একজনেৰ বাবো টাকা কৰে ভাড়া লাগে। আমি  
তো দিতে পাৰে না।

বাবলু বলল—তোমাৰ ভাড়া তো আমৰা দেবো। তুমি আমদেৱ  
ল্যাঞ্চুৰোভাবেৰ ব্যৱহাৰ কৰে দাও।

কল্পলাল বলল—সোনাৱৰ বিটিয়া। তু গোপ্যালকা পাখ চলা যা।  
উঠোৱ সব বন্দোবস্ত কৰ দে গা।

সোনাৱৰ বলল—তবে চলো। এখনি নিয়ে যাই।

ওৱা বেৱোতে যাবে এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে শেৱপা গোছেৰ  
একজন দানবাকুতি লোক এসে দৱজাৰ সামনে পাড়াল।

তাকে দেখা মাত্রাই দানুগ আতঙ্কে কিৰকম হেল হয়ে গেল  
কল্পলালেৰ মুখধানা।

কমলা ও সোনাৱৰ মুখও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভয়ে।

শেৱপাটি এসে গঞ্জীৰ মুখে এক নজৰ তাৰিয়ে দেখল সকলকে।  
তাৰপৰ কঠিন গলায় বলল—হামাৰা শুনু ফিল আ গিয়া কল্পলাল।  
তোৱা বিটিকা কসম। পঁচাশ কল্পিয়া দে দো।

কল্পলাল ভয়ে ভয়ে বলল—হামাৰা বিটিকা বেমাৱিমে বহু  
কল্পাইয়া নিকাল গিয়া মংশু।

—তো ক্যা হয়া। গুরু কা দেৰা মে পঁচাশ মেহি তো পঁচিশ  
কল্পিয়া দে দো।



কল্পলালেৰ জামার কলাইটা শক্ত কৰে ধৰে.....

—ও তি মেহি। কুছ মেহি মেৰে গাশ।

মংপু এৰাৰ কল্পলালেৰ জামার কলাইটা শক্ত কৰে ধৰে একটু

কাছে টেনে এনে বলল—কল্পিয়া মেহি দেওগে তো তুমহারা মুৰি  
সোমারকো লে ঘায়েগা হায়।

কমলা ও কল্পলাল সোমারকে বুকে জড়িয়ে ধৰল—মেহি। মাও  
লে ঘাও সোনারকো।

মংপু আৰ কোন কথা না বলে এক ঘটকায় সোমারকে ওদেৱ  
হজনেৰ দৃক থেকে জোৰ কৰেই ছিনিয়ে নিয়ে কীথে কেলে বেয়িয়ে  
গেল ঘৰ থেকে।

কল্পলাল ও কমলা তিঙ্কাৰ কৰে উঠল—কোই হায়! রোখো  
রোখো এ বদমাশ কো। হামারা লেড়কি কো লেকে ভাগতা হায়।

কিষ্ট কে কৰখৰে মংপুকে? ও তো মাহুৰ ময়। ছোটখাটো  
একটি দামৰ। অমন ভুটিয়া বশিৰ কুণ্ডো কুণ্ডো লোকগুলোও ওৱ ভয়ে  
জ্যাড়াৰ মতো দীড়িয়ে রইল চূঁচাপ। একটি লোকেৰও সাহস হল  
বা তাকে বাধা দেবাৰ।

ওদিকে মংপুৰ কীথ থেকে আকুল কাৰায় ভেড়ে পড়ে চিঙ্কাৰ  
কৰতে লাগল সোমার—বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!

বাবলুৰাও সবাই তখন ঘৰ হেঢ়ে বাস্তাৰ বেয়িয়ে পড়েছে।  
বাবলু সকলৰ মুখৰ দিকে তাকিয়ে যথম দেখল মংপুকে বাধা দেৰাৰ  
মতো সাহস বা আগ্ৰহ কাৰো মেই তখন সে নিজেই কোথে কেটে  
পড়ে চিঙ্কাৰ কৰে উঠল—এই হাৰামজানা মংপু। শিগগিৰি নামিয়ে  
দে সোমারকো। নামা বলছি।

জীবনে এই প্ৰথম বুধি আছেৰ বাধা পেল মংপু। তাৰ আৰাৰ  
একটি বাঢ়া ছেলেৰ কাছে। অত লোকেৰ সামনে একটি অজ্ঞবয়সী  
বাঙালি বাঢ়া তাকে অমন রঙ নিয়ে কথা বলবে আৰ সে মুখ বুজে  
মহ কৰবে তা কি হয়? তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘূৰে তাকাল। তাৰপৰ  
সোমারকে কীথ থেকে নামিয়ে দিয়ে কোমৰেৰ বেল্টেৰ সঙ্গে জড়াৰো  
চেষ্টা থুলে নিয়ে ধীৰে ধীৰে এগিয়ে লোৱা সে।

তাই দেখে কল্পলাল ছুটে গেল মংপুৰ কাছে—মেহি। ও নাদান  
হায়। ছোড় দো উসকো। মাৰো তো হামকো মাৰো।

মংপু সে কথায় কান না দিয়ে এক বটকাও রূপজালকে ছিটকে  
কেলে শিকারী বাদের মতো এক পা এক পা করে এগোতে লাগল।

বাবলুও একটু একটু করে পিছোতে লাগল আর চাপা গলার  
ভাকল—পঞ্চ!

পঞ্চ কোনোরকম সাড়া শব্দ না দিয়ে লেজ মেড়ে মেড়ে একটু  
একটু করে এগোতে লাগল মংপুর দিকে। তখনে বাবলু আর মংপুর  
মাঝে পঞ্চ এসে দাঁড়াল। পঞ্চুর চোখ ছাঁটা তখন মেকড়ের মতো  
জলছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাতই খুব ভয় পেয়ে গেল মংপু। তার  
মনে হ'ল সে যেন একটি বাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তাই  
হঠাতে তার চো঳ার গতি থেমে গেল। কিন্তু মংপু থামলেও পঞ্চ থামল  
না। নাটক দারুণ জমে উঠল। এবার মংপু একটু একটু করে  
পিছোতে লাগল। আর পঞ্চ এগোতে লাগল। মংপু যত পিছোয়  
পঞ্চ তত এগোয়। সেই সঙ্গে বাবলুও।

পঞ্চ দে কি সাংস্থাতিক রকমের রাগতে পারে তা এই প্রথম  
অভ্যন্তর করল বাবলু। মুখে কোন সাড়াশব্দ নেই। কোন তর্জন  
গর্জন নেই। শুধু ভয়কর রকমের চোখের চাউমিতেই এই রকম একটি  
থেড়েল শয়তানের বৃক্ষ শুকিয়ে দিল।

মংপু পিছোতে পিছোতে একটা পাথরের দেওয়ালে গিয়ে আঁটকে  
গেল। আর পিছোবার উপায় নেই। এবার সামনে এগোতে হবে  
ময়তো ছুটে গালাতে হবে। কিন্তু তা কি সন্তুষ! এই চতুর্পাদ জন্মটি  
যে ওর সঙ্গে শেখ মোকাবিলা করবার জন্যে রাখে দাঁড়িয়েছে। অসহায়  
মংপু এবার আস্তারক্ষার কোনোরকম উপায় না দেখে শেষ অস্ত হিসাবে  
সেই চেনটি ঘুরিয়ে যেই না মাঝতে যাবে পঞ্চকে, পঞ্চ অমনি এক  
বীড়স গলায় আঁ-টাঁ-ট করে বাঁপিয়ে পড়ল মংপুর ওপর।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে পঞ্চ মংপুর গলার টুটিটাকে কামড়ে ধরল।  
উঁ সে কি প্রচণ্ড কামড়!

মংপুর হাত থেকে চেনটা খসে পড়ল।

সে তুহাতে পঞ্চকে শক্ত করে ধরে টেমে ছাঁড়াবার চেষ্টা করল।

ওর ছু চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে তখন। সারা দেহ রক্তে  
ভেসে যাচ্ছে। মংপুর পা ছাঁটা বৈকে গেল। যন্ত্রায় একটুও  
আর্তনাদ করতে পারল না। অসহ যন্ত্রায় হৃষ্মড়ে-চুর্ষড়ে  
দেহটা পথের ওপর হৃষ্মড়ি থেয়ে পড়ল। তারপর ত' একবার  
অসহায়ভাবে হাত পা ছাঁড়ার পর হির হয়ে গেল দেহটা।

পঞ্চ তখনো ছাঁড়েনি।

টুটি কামড়ে ধরে আছে।

বাবলু ভাকল—পঞ্চ!

পঞ্চুর সাড়া নেই। শব্দ নেই। চোখ ছাঁটা ওর জাল। সারা  
দেহ শক্ত। কি হ'ল পঞ্চুর? পঞ্চ!

ততক্ষণে পুলিস এনে গেছে। মেগালী পুলিস।

কিন্তু পঞ্চুর কি হল? সে এখনো ছাঁচে না কেন?

অবশ্যে সবাই মিলে অনেক জোরাজোরি করে অনেকক্ষণ  
টামা ছাঁড়ার পর গলার মলি সমেত এক খাবল মাস মুখে রাখা  
অবশ্যাল ছাঁড়াল পঞ্চকে। রাগে ওর সর্বশরীর তখনে কাঁপছে।

বাবলু বলল—জল। একবুজ জল দাও পঞ্চকে।

বিলু আর ভোষ্পল ছুটি গেল রূপলালের ঘরে। তারপর এক  
বালতি জল এবে পঞ্চুর সামনে ধরল। পঞ্চ চোঁ চোঁ করে অনেকটা  
জল থেয়ে রূপলালের ঘরের সামনে শুয়ে ইপাতে লাগল।

কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ।

পুলিস স্থানীয় লোকেদের কাছে থেকে রিপোর্ট চেয়ে নিল।  
বলল—বহু বচ্চিয়া বদমাশ কোই নিধন হো গিয়া। তারপর বাবলুদের  
বলল—তোমরা দুদিনে ছাঁটা খুব ভালো কাজ করেছ খোকাবারু।  
কাল তোমাদের জন্য অনেকগুলো টাকা ছিমতাই হতে হতে রেঁচে  
গেছে। আর আজ তোমাদেরই জন্য এই কুখ্যাত গুণ্টা মৰেছে।

বাবলু বলল—আমাদের জন্য হলোও একে মারার কুতুহল কিন্তু  
আমাদের এই পঞ্চুর। ও না থাকলে হয় মোমাকু নাহলে আমাকে  
জুজমের একজনকে মরতেই হোত আজ।

পুলিস বলল—ঠিক আছে। তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। তোমরা যে হোটেলে উঠেছ ওখানেও আমরা পুলিস পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই বলে মংপুর ডেড বিডি মিয়ে চলে গেল ওরা।

গোটা ভুটিয়া বস্তির লোক যেন ইঁফ ছেড়ে বাঁচল। বলল—ওঁ গোকুলারু, তোমাদের কুরুদের তুলনা মেই। এই শয়তানরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ওপর খুব অত্যাচার করছিল।

বাবলু বলল—শয়তানরা মানে ? এরা কজন ?

—অস্তু তিনি চারজন।

—এদের লিডার কে ? জানো ?

—জানি। সে একটা পক্ষা শয়তান। কে বা জানে তাকে ?

—বলো না। রূপলাল ভাই তার নামটা ?

রূপলাল বলল—ওর নাম প্রেমা তামাং।

—প্রেমা তামাং !

—ইঁয়া, সে এতদিন জেলে ছিল। কালই শুভলুম এই অঞ্চলে তাকে দেখা গেছে। তাই আজই ওর চর এসেছে ওর হয়ে তোমা আদায় করতে।

বাবলু বলল—প্রেমা কোথায় থাকে জানো ?

রূপলাল বলল—তাহলে তো কামেলা চুকেই যেত। ওর নির্দিষ্ট কেন ধাঁচি রেই। মাথে মাথে ধূমকেতুর মতো আসে আর উর্ধ্বাও হয়ে যায়। পুলিসও ভয় পায় ওকে। ছোট বড় ব্যবসায়িরা মাসে মাসে ওকে টাকা দেয়।

—না দিলো ?

—আশুল জ্বালিয়ে দেবে। পাথর ছুঁড়ে মারবে। ছুরি মারবে। বাবলুরা অবাক হয়ে সব শুনল।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল।

কমলা বলল—এবার আশি কিছু ধানা ধানাই। তোমরা থাও। এতক্ষণে শুধু লেগে গেছে মিশচয়ই ?

বাবলু বলল—ইঁয়া। খেয়ে-দেয়ে আমরা বেরবো।

রূপলালের বাড়িতে বেশ করে জলযোগ সেরে বাবলুরা চলল ট্যাঙ্গি স্ট্যাণ্ডে। কাল খুব ভোরে বেরোতে হবে তো। টাইগার হিল থেকে সুর্যোদয় দেখতে হবে।

যাবার সময় বাবলু রূপলালকে বলল—তাহলে আমরা চলি ? আর সোমার কিন্তু আজ আমাদের কাছেই হোটেলে থাকবে। মাহলে কাল ভোরে যাওয়ার অস্থিষ্ঠা খুব।

রূপলাল বলল—বেশ তো বাবা। তোমাদের বোৰ তোমাদের কাছে থাকবে। এতে আমার কি বলাৰ আছে ?

রূপলালের অস্মুকতি পেয়ে বেশ খুশির সঙ্গেই সোমার তৈরী হয়ে বাবলুর সঙ্গে চলল। রূপলালের বউ কমলা খুঁট চোখে এই দুসাহসী হেলেমেরেণ্টলোর দিকে চেয়ে বাইল একদৃষ্টে।

বাবলু আগে আগে চলল। পক্ষু পিছনে। ওর সারা ঝুঁটে এখনো উক্তের দাগ। মংপুকে হত্যা করে পক্ষু যেন কি রকম হয়ে গেছে।



## চার

ট্যারি স্টাণ্ডে গিয়ে একটি ল্যাণ্ডরোভারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে বাবুলুৱা যথম হোটেলে ফিরল তথম সঙ্গে হয়ে গেছে। ওরা দেতেই গজামনবাবু সহান্তে এসে বললেন—এইবাবে পুলিস এসে ঘূরে গেছে। তোমরা এখনো আলোনি দেখে চলে গেল। একটু পরেই আবার আসবে। তোমরা পাণ্ডি গোমেন্দোৱা যে কদিন আমাৰ হোটেলে ধাকবে আমি বিমা পয়সাই এখনে পুলিস পাহারা পাৰো।

বাবুলু বলল—আমৰা যে পাণ্ডি গোমেন্দো তা আপনি জানলেন কি কৰে ?

—কি কৰে জানলুম ? কাল তোমৰা টয় ট্ৰেনে কি কাণ্ড কৰেছিলে বাবা ? তোমৰাই তো পুলিসকে তোমাদেৱ পরিচয় দিয়েছিলে কাল। তাছাড়া তোমাদেৱ ধৰণ শিখিগুড়ি সেন্টোৱ থেকে একটু আগেই প্ৰচাৰিত হয়েছে। আজও তো তোমৰা একজন দুৰ্বৰ্ষ শ্য়তানকে খতম কৰে দিয়েছ।

বাবুলু বলল—আপনি তো অনেক ধৰণ রাখেন দেখছি।

—শুধু আমি কেন, দার্জিলিং শহৰের সব লোকই এখন তোমাদেৱ ধৰণ জেনে গেছে।

বাবুলু বলল—তা জামুক। তবে আজ রাত্রে আমাদেৱ অতিথি হিসাবে কল্পলাল ভূটিয়াৰ দেয়ে সোনাকু থাকছ। আজ আমৰা মাংস ভাজত ধাৰ, ওৱ জন্ম একটা একটা পেট পাঠাবেন।

গজামনবাবু বললেন—ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওসবেৱ ব্যবহা হয়ে যাব। তোমৰা এখন ঘৰে ধাও। আমি এখুনি তোমাদেৱ জলখাৰার পাঠিয়ে দিছিঁ।

এই বৰকম পৰিৰেখে এসে সোনাকু তো দারণ থুশি। কেননা

এতৰড় একটা হোটেলে এই বিলাসবহুল ব্যবহাগনার মধ্যে দুঃক ফেমনিভ শ্যায়া শোবাৰ কথা, এই জল-কল-বাধকৰ ইত্যাদি ব্যবহাৰ কৰিবাৰ কথা বা হোটেলেৰ ভালো মদ খাৰাৰ কথা ওৱ জীবনে ও কলমাও কৰেনি কোমনিম।

বাবুলুৱাৰ সোনাকুকে পেয়ে থুব থুশি।

ঘৰে চুক্তে সোনাকুকে ধৰে গোল হয়ে বসল সকলে। সোনাকুৰ থুশে দার্জিলিংডেৱ টাইপার হিলেৰ অনেক গল্প শুনতে লাগল ওৱা।

একটু পৰেই জলখাৰাৰ এলো। এই একই ব্যবহা। টোক্ট কলা ডিম চা।

ওৱা জলখোগ সেৱে প্ৰথমেই বাতেৰ শোবাৰ ব্যবহাটা ঠিক কৰে নিল। বাবুলু বিলু ভোলু এক দিকে এবং বাচ্চু বিছু ও সোনাকু আৱ একদিকে। পঞ্চ দেৱন থাটেৰ নিচে থাকে তেমনি রাইল।

বাত নটা মাগাদ ধাৰাৰ ভাক পড়ল ওদেৱ।

গৰম গৰম মাংস ভাজত ধেয়ে ওৱা এসে শ্যাগ্ৰাহণ কৱল।

সোনাকু বলল—এই প্ৰথম আমি বাড়ি ছেড়ে আস্বে ধাৰকছি। মা বাবাৰ জন্ম থুব মন থাৰাপ হয়ে যাচ্ছে আমাৰ। বিশেষ কৰে মাকে ছেড়ে তো এক বাতও কৰবো থাকিমি। বাবা অবশ্য চাকৰি কৱতে গেলে বাবাকে ছেড়ে থাকতাম। তবে বাবাৰ জন্ম রোজ বাস্তিবেলো আমাৰ মন কেমেন কৰত।

বাবুলু বলল—সেকি ! আমৰা কিন্তু বাবা মাকে ছেড়ে প্ৰায়ই এদিক ওদিক যাই। যেমন দার্জিলিংতে তোমাদেৱ কাছে এসেছি।

সোনাকু বলল—তোমৰা থুব ভালো। তোমাদেৱকে থুব ভালো লেগেছে আমাৰ। তোমৰা বলেই আমি এলাম। মাহলে আসতাম মা।

বাবুলু বলল—তুমি তাহলে সত্যই আমাদেৱকে ভালবেসে কেলেছ ?

—তা কেলেছি। আমাৰ তো দাদা নেই। বোমও নেই। তোমৰাই এখন সব। তোমৰা কত উপকাৰ কৰেছ আমাদেৱ।

আমার বাবাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। তাছাড়া আজ তোমরা না থাকলে এই বদমাস মংপুটা আমাকে কোথায় নিয়ে যেত কে জানে? হয়তো মেরেই ফেলত আমাকে। মা বাবা কাউকেই আর আমি দেখতে পেতাম না।

এইরকম কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

তখন শেষ রাত।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল—সোনার! এ সোনার! গাড়ি তৈয়ার হায়। দোশো পাঁচ বছরকা গাড়ি।

সোনার উঠে ডাকল সকলকে—এই ওঠো, ওঠো সব। টাইগার হিল দেখতে যাবে যে?

বাবুলু সবাই উঠে পড়ল। ঘড়িতে দেখল তিমটে দশ।

—খুনি?

—হ্যাঁ। খুনি। গোপাল ডেকে গেল এইমত।

ওরা চোখের পলকে তৈরী হয়ে নিল। শুধু ওরা নয়, দার্জিলিং শহরের সমস্ত ট্রায়িনিং উঠে পড়েছে তখন। চারিদিকে সাজ সাজ রব। গোজই এই সময় দার্জিলিং জেগে ওঠে। অথচ কি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাত পা সব যেমন কোলাপ্স হয়ে যাচ্ছে।

বাবুলু বলল—বাবাৎ। এত ঠাণ্ডা তো ছিল না। হঠাৎ একি!

আর একি। ওরা তৈরী হয়ে থেকে চাবি দিয়ে উঠের আলোয় পথ দেখে বাইরে এলো।

ট্যাঙ্গি স্টাণ্ডে টাঙ্গি ও ল্যাণ্ডরোভারগুলি তখন যাত্রাতে পরিপূর্ণ হয়ে এক এক করে ছাড়ে।

ওদের দেখতে পেয়েই গোপাল ছুটে এলো। গোপাল একটি শুরশি মেপালি কিশোর। ক্লিনারের কাজ করে। বাবুলুরের জায়গা রাখাই ছিল। সোনার সমেত প্রত্যেককে বসিয়ে নিল ওদের ল্যাণ্ডরোভারে। পশুর কথাও বলা ছিল। কাজেই পশুকে দেখে কোন আপত্তি করল না। ওরা সবাই বসলে পশু ভোঁদলের কোলে শুয়ে বিলুর কোলে মাথা রাখল।

এ বেশ মজার ব্যাপার।

শেষ রাতের অন্ধকারে সারি সারি জিপ ট্যাঙ্গি ও ল্যাণ্ডরোভার লাইন দিয়ে চলেছে টাইগার হিলের পথে। দার্জিলিং থেকে প্রথমেই ঘূম। তারপর আরো একটু উচ্চস্থানে টাইগার হিলে ওরা গিয়ে যখন পেঁচল তখন শীতের প্রচণ্ড দাপটে ওরা হিম হয়ে গেছে। পাথরে, ঘাসের ঘরে, গাছের পাতায় ষষ্ঠো ষষ্ঠো বৰফ পড়ে আছে।

সোনার বলল—ঠাণ্ডাটা আজ হঠাৎই খুব বেশি বৰকম পড়ে গেছে।

বাবুলু বলল—কিন্তু এই ঠাণ্ডাতেও আমাদেরও আগে আরো কত লোক এসে হাজির হয়েছে দেখো।

ওরা দেখল প্রায় হাজার বাধানেক লোক এসে জড় হয়েছে দেখাবে। আর কত মেট্যাঙ্গি জিপ ও ল্যাণ্ডরোভার জড় হয়েছে তার কোন হিসেব নেই। সত্যি, কি চমৎকার জায়গা।

পুরো আকাশে একটু একটু করে রঁজের খেলা শুরু হচ্ছে তখন। বাবুলুরা দেখল কাক্ষবজ্জ্বার সোনার চূড়ায় সেই নয়ন মনোহর আলোর মাচা।

সোনার বলল—তিবৰতীরা কাক্ষবজ্জ্বাকে কি বলে জান তো? বলে কাংচেন্সেজোঁ।

বাবুলু বলল—তাই মাকি?

—হ্যাঁ। কাং মানে বৰফ। চেন মানে বৃহৎ। আর জোঙ্গা মানে পাঁচ ধন ভাণ্ডার।

বাবুলু বলল—বিহেতে পড়েছি কাক্ষবজ্জ্বার উচ্চতা সন্মুক্তল থেকে ২৮১৫৬ ফুট।

সোনার বলল—শুধু কাক্ষবজ্জ্বার নয়। এর আসপাশেও যে সব গিরিশঙ্কুলি আছে সেগুলোও কোম্বটি ২০ হাজার ফুটের কম নয়।

বাবুলু বলল—ওগুলোর নাম জান?

—নিশ্চয়ই। পশ্চিমের এই পাহাড়গুলো দেখো। এটোর বাম কাঙ। এই হ'ল কোকটাৎ। এই হচ্ছে জামু, কাক্র। জামুর উচ্চতা

২৫ হাজার ফুটেরও বেশি। কাঞ্চ ২৪ হাজার ফুট। এই দেখ জেম।

ওটা একটু নিচু। ওর উচ্চতা কম।

বাবলুয়া আবাক হয়ে দেখল।

সোনারু বলল—আর এদিকে এই যে দেখছ পাহাড়গুলো যার মাঝে কাঞ্চজাহা। ওর ইন্দিকে হ'ল তালুঙ্গ। উচ্চতা ২৩০০০ ফুট। ডান দিকে পনিমি। উচ্চতা ২২০০০ ফুট। আর প্রবেশ এই পাহাড়গুলো হ'ল জুগনু, নৰসিং, সিলু, সিনিমলচু, চেমিয়াসো, কাঞ্চজাহাও, ডিখিয়ারি।

বাবলু বলল—ব্যস্ত যাস। এবার ধামো তুমি। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। শেষকালে হয়তো বেশি জামতে গিয়ে কাঞ্চজাহার মাঝটাও ভুলে যাবো।

বাবলুয়া কাঞ্চজাহার সোনা রোদের ছাঁটা আর তার মিচেই উর্মিমালার চেটেরের মতো পুঁজিতৃ দেখ সমৃদ্ধ দেখতে লাগল। সে কি অপূর্ব দৃশ্য! দূরে—বহুতে—অনন্ত তুষারমণ্ডিত গোরীশক্র, কাঞ্চজাহা ও ধৰলপিরিশুঙ্গে প্রভাতঅরণ্যদাগের ইন্দ্রজলুর সান্তাতি রঙ আবির ছড়িয়ে খেলা করছে। আর তারাই নিচে কঠিন বরফের মতো জামাট দীঘি দেখতুর স্থির হয়ে আছে। রঙের খেলার তুরবালয়গী তুহিনরেখাকে উলসিত করে সুর্দোময় হ'ল। বাবলুয়া শুঁক। বিশ্বিত। বিশুট। আনন্দে হৈ হৈ করে উঠল সকলে। ক্যামেরার পর ক্যামেরা পিলিক মেরে উঠল। দেখা শেষ।

এবার কেরার পালা।

টাইগার হিল থেকে ফেরার পথে ওরা যুম মনাস্টারী দেখল। তারপর অলো বাতাসিয়া লুপে। তখন পুরোপুরি সকাল হয়ে গেছে। তবে আকাশ বড় গন্তব্য। দেখ দেখ আকাশ। একটুও রোদ নেই। কনকমে শাঁওয়া হাওয়া বইছে।

বাতাসিয়া লুপে তথ্য দার্জিলিং থেকে ছেড়ে মিউ অলপাইগুড়ির দিকে একটি ট্রেন আসছে। তাই দেখারাই কি ধূম। পঞ্চ তো মনের আনন্দে বাতাসিয়ার মাঠময় ছুটোছুটি শুরু করে দিল। কি

চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানকার। একটু পরেই লুপ বা রেলচক্রে পাক খেয়ে ট্রেন ট্রেন উঠে এলো ওপরে।

বেই না ওটা বাবলু বিলু ও সোনারু ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ট্রেন। তারপর ট্রেনটা আবার যখন ঘুরে আস্ত চক্রে পড়ল ওরাও তথ্য মেমে পড়ল।

এখানে ওরা এক জায়গায় চা বিছুট খেয়ে ল্যাঙ্গুরোভারে এসে বসল। তারপর আবার দার্জিলিং। ম্যালে। ওদের হোটেলে।

হোটেলের সামনে দৃঢ়ম কম্বেল দীঘিয়ে দীঘিয়ে সিগারেটে ধাচ্ছিল। বাবলুদের মেখেই হাত নাড়ল ওরা। তার মানে আমরা আছি।

বাবলু কাছে গিয়ে বলল—আকারণে আপমাদের কাজের ক্ষতি করে এখানে থাকার দরকার নেই। কেমনা আমরা তো সব সহয়েই বাইরে বাইরে ঘূরব। শুধু বাবার সময় আর রাতে শোবার সময় থাকব হোটেলে। আপমারা যেতে পারেন।

কম্বেলবলু বলল—বেশ যাচ্ছি। তবে যদি কোন অহুবিধি বেঁকে তাঙ্গে খৰ দিও আমাদের।

বাবলু বলল—আচ্ছা। বলে দলবল সমেত হোটেলে চুকে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার ঘূরতে চলল।

এছাড়া কাজই বা কি? ঘরে বসে থাকবার জন্যে তো আসেবি। এখানে শুধু খাওয়া আর ঘোরা।

ওরা প্রথমেই এলো ম্যালে।

ম্যালের দৃশ্য আজ সম্পূর্ণ অস্থারকম। ম্যাল আজ জনশূন্য। ঘন কালো দেখ ম্যালের ওপর দিয়ে কড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছে। বেগ ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলি পাকিয়ে পাক খেয়ে ছুটছে। সেই অবজ্ঞারভোটাবি হিল মেঘে ঢাকা। ধাবমান মেঘের ঘনত্বের তারতম্যে কথমো সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কথমো আবছা দেখা যাচ্ছে। ঢারিদ্রিকের পাহাড়গুলোও উধাও। কাঞ্চজাহা দূরের কথা, সোনারুদের সেই ভূটিয়া বিস্তিটাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

এই বকম অবস্থায় বাবুরা তো ম্যালে বসবার কথা কল্পনা ও করতে পারল না। তাই ওরা ম্যাল থেকে মেমে পায়ে পায়ে ভুট্টিয়া বস্তির দিকেই চলল। সোনারুর মা বাবার সঙ্গে দেখা হওয়ার একবার একান্ত দরকার। কেমনা সোনারুর জন্য নিশ্চয়ই ওদের খুব মন কেমন করছে।

ওরা যা ভেবেছিল ঠিক তাই। সোনারুকে নিয়ে ওদের বাড়িতে যেতেই কলমা আদরে ভজিয়ে ধরল মেয়েকে। রূপলালও খুব খুশি। কলমা ওদের প্রত্যেককে মালপো তৈরী করে থাওয়াল।

সোনারুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওরা সকলে চলল দার্জিলিং শহরটাকে একই ভালো করে খুব দেখতে। প্রথমেই ওরা গেল চকবাজারে। তারপর পায়ে হেঁটে ওরা এ পথে সে পথ করে স্টেশন। স্টেশন থেকে খুবের পথে আরো একটু এগিয়ে আবার পিছিয়ে এলো ওরা। তারপর আবার কিরে এলো হোটেলে।

মেঘটা এবার অল্প অল্প করে কেটে যাচ্ছে। মাথে নাকে রোদও উঠছে। আবার মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। ঠিক যেমন লুকোচুরি খেলা চলছে। যাক বাবা। তবু ভাল। বেড়াতে এসে মেঘলা আবহাওয়া একেবারেই অসহ। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত মেশি বলে ওরা কেউ স্নান করল না। বারোটার মধ্যে থাওয়া দাওয়া সেরে নিয়ে আবার চলল বেড়াতে।

সোনার সঙ্গে থাকায় খুবই স্বিধে হয়েছে ওদের। লহেত বেটানিকেল গার্ডেন দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরা। তারপর চিড়িয়াখানা হয়ে জওহর পর্বতে তেবজিং ঘোরকের মাইটেনিয়ারিং ইনসিটিউট দেখল। সোনার বলল—আরো একটু এগিয়ে চলো, তোমাদের আরো একটি ভালো জিমিস দেখাবো।

বাবু বলল—কি দেখাবে?

—রোপওয়ে। এ পাশের পাহাড় থেকে ওপাশের রঞ্জীত উপত্যকা খুব ভালো লাগবে দেখতে।

বাবু বলল—রোপওয়েতে চাপা যাবে না?

—না। আগে ধাকতে টিকিট কেটে বাঁধলে তবে চাপতে দেয়।

—তাহলে আজ থাক। আজ আকাশের অবস্থা ভালো নয়। আমরা বরং অ্যান্দিম রোপওয়ে দেখতে যাব।

আকাশের অবস্থা সত্যিই ভালো নয়। কমকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে আর চারিসিক অঙ্কুরীর করে ঘম কালো মেঝ সব কিছু ঢেকে দিচ্ছে।

সোনারু বলল—মেই ভালো। আজ আবহাওয়াটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে পড়া উচিত। মনে হচ্ছে শিলাহাস্তি হবে।

বাবুরা পা চালিয়ে পথ চলতে লাগল। উঁ। সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা। এক এক সময় মেঘ এসে ওদের অমরভাবে ঢেকে দিচ্ছে যে ওরা কেউ কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। এক হাত দূরের মামুষকেও দেখা যাচ্ছে না আর।

সোনারু বলল—খুব সাধারণ। পাহাড়ের গা বেঁসে বাদিক চেপে এগিয়ে চলো। ভাবন্দিকে থাক।

বাবু বলল—কিন্তু পা যে চলছে না। যে অসন্তু খাড়াই। মনে হচ্ছে খুকের রক্ত খুব উঠে আসবে।

বিলু বলল—আমার তো হীতিমতো বুক ধড়কড় করছে।

এমন সময় হঠাৎ কিন্তু চিকার করে উঠল পঞ্চ। পাহাড়ের উচ্চস্থান থেকে একটা গোলালো ভারি পাথর গড়িয়ে এসে ওর গায়ে পড়েছে। কি ভাসিস সরাসরি পড়েনি। তাহলে বেঁতো হয়ে মরে যেত। তবু পাথর চাপা পড়ে ছিটকেট করতে লাগল বেচারী। ওরা পাথর সরিয়ে পঞ্চকে মুক্ত করলেও যন্ত্রণার করিয়ে উঠতে লাগল সে। ওর উচ্চ হিড়ানার শক্তি ও খুবি সোপ পেয়েছে। সামান্য জখম হয়েছে একটা পা। ওরা সবাই মিলে পঞ্চকে স্নানেজ করে একটু আবার দেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় আবার একটি বড় পাথর ছিটকে এসে ওদের সামনে পড়ে গড়িয়ে গেল। তারপর আবার একটা। মেহাং ওরা পাহাড়ের গা বেঁসে ছিল তাই রক্ষে। নাহলে সাংবাধিক দুর্ঘটনা একটা কিছু ঘটে যেত।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চকে কাঁধে উঠিয়ে দিল।  
বিলু বলল—কি ব্যাপার বলতো? ওরা পাহাড়ের গা দেমে আরো একটু সরে এলো।



...ওরের শাহনে পড়ে গড়িয়ে গেল [পৃঃ ৬৫]

পঞ্চ তখনও যত্নায় বেঁকে যাচ্ছে। এক এক সময় এমন করছে যে ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। অববরত আর্ত টিঙ্কার করছে—কেউ-কেউ-কেউ-কেউ।

সোনারু বলল—শিগগির চলে এসো তোমরা। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের জরুর করতে চাইছে। কেমনো আমার মনে হচ্ছে এ গড়িয়ে পড়া পাখর ময়।

এমন সময় ভোঁদল হঠাৎ টিঙ্কার করে উঠল—ওরে গেছিরে।

একটা পাখরের টুকরো ছিটকে এসে লেগেছে ওর মাথার পিছন দিকে। যেখানে লেগেছে সেখানটা কেটে গল গল করে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থাতেই ওরা প্রাণপনে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যে পথে এমনিই উঠতে কঠ হয় সে পথে কি ছোটা যায়?

যাই হোক, ওরা বছ কর্তে যখন আবার যাবলে এসে পৌঁছল তখন সব ফীকা। কোথাও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সমস্ত দোকান পাটও বন্ধ। সঙ্গেও হয়ে এসেছে তখন। আর টিক সেই সময়েই শুরু হ'ল প্রবল বর্ষণ। তার সঙ্গে প্রচণ্ড শিলারুচি।

প্রায় ঘটাখানকে বাদে হাতি থামলে পুলিসের একটি উহলদারি গাড়ি দেখতে পেয়ে ছুটে গেল বাবলু। তারপর ওদের বিপদের কথা খুলে বলতেই কাছেরই একটি হাসপাতালে ওদেরকে পেঁচাইল ওরা।

ভোঁদলের ক্ষতিখানটা একটু গভীর। তাই প্রচুর ব্যক্তিগত হচ্ছে। ছোট একটা সেলাই দিয়ে ওখানটা ব্যাঙেজ করে ভোঁদলকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল ওরা। ভোঁদল থাকতে চায়নি। কিন্তু ওরাই জোর করে রেবে দিল। বলল, দু' একটা দিন থাকো তারপর হেড়ে দেবো। নাহলে আবার তো টো টো করে সুরবে।

শিলারুচির আবহাওরার অস্থাই কিনা কে জানে পঞ্চ তখন আগের চেয়ে একটু স্বচ্ছ হয়েছে। তবে একটা পা তুলে রয়েছে সব সময়।

ভোঁদলকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাবলুরা আবার হোচ্ছে কিরে এলো। সঙ্গে সোনারুও ছিল। বাইরে তখন, কমকমে ঠাণ্ডা বললে ভুল হবে, বৌতিমতো শ্রেত্যপ্রবাহ বইছে। রাত্রিও

হয়েছে বেশ। কাজেই সোনারকে ওদের বাড়িতে রেখে আসতে পারা গেল না।

বাবু বলল—তুমি আজও একটু কষ্ট করে আমাদের কাছে থেকে যাও সোনার। কাল সকালে তোমাকে রেখে আসব। ভোগ্সের অন্য এখন তো আমাদের ঘোষা বেরনো এমনিতেই বন্ধ হয়ে উঠল। ভোগ্সে ফিরলে আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখব।

সোনার বলল—ঠিক আছে। তবে তোমরা চাইলে যে কদিন তোমরা এখনে আছো সে ক'দিন তোমাদের কাছেও আমি থেকে যেতে পারি।

বাবু বলল—যা তুমি ভালো বুবুবে।

হোটেলে ফিরে থেরে চুকে বাবুরা প্রথমে কিছু থেতে দিল পঞ্চকে। সকালে দার্জিলিং স্টেশন থেকে ওর অন্য কলা আবার পাইকাটি কিনেছিল। তাই দিল। তারপর ওর সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল বাবু। জর্ম গাঁটা আত্মে করে চুঁচে দিতে লাগল। ওদের যার যাই হোক পঞ্চ মেবার একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চ অনুহৃত হয়ে পড়লে ওদের স্বীকৃত বিপদ। কেননা ওদের এখন প্রতি পদে পদে পিপড়ে পড়তে হবে। প্রেমা তামাং যখন ক্ষেপেছে তখন ওদের সর্বনাশ যা করে সে কিছুতেই ছাড়বে না। আজ খুব জ্বের ওপায়ে বেঁচে গেছে ওয়া।

এমন সময় গজামনবাবু এসে বললেন—এই চিন্তা করছিলাম তোমাদের কথা। যা খড়-বৃষ্টি গেল। এই রকম আকাশের অবহৃত দেখে একটু সকাল করে ফিরবে তো। এত দেরি করে ফিরলে কেম?

বাবু বলল—এক তো আমরা বড় জলে আটকে পড়েছিলাম। তার ওপর আমাদের এক বন্ধু মাথায় চোট পেয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে।

—সেকি! হাসপাতালে শুয়ে আছে মাথে তো বেশ গুরুতর ব্যাপার।

—খুব একটা গুরুতর না হলোও আবারটা সামাজ্যও যৰ।

—কি রকম আঘাত পেল?

—ঠিক ব্যাপতে পারছি না। তবে আমার মনে হয় দূর থেকে কেউ পাথর ছুঁড়ে আমাদের অথম করবার চেষ্টা করেছিল। পঞ্চকেও মারবার চেষ্টা করেছিল। একটুর অন্য বেঁচে গেছে বেচারি। তবে পঞ্চও আঘাত পেয়েছে।

গজামনবাবু বললেন—না জেবে সাপের গর্তে হাত দিয়ে বসে আছো তোমার। খুব সাধারণ!

বাবু বলল—ভোগ্সে না থাকলেও সোনার কিন্তু আছে। ওর জ্যে তাহলে.....

—ব্যাস ব্যাস। ও চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। আমি এত বড় হোটেলটা চালাচ্ছি আমি জানি কাদের জ্যে কি ব্যবহা করতে হবে। বলে চলে গোলেম।

পঞ্চ বাবুর মেবা পেয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে চোৰ বুজে বাবু উঠে বসল।

ভোগ্সের অন্য ওদের সকালেরই মন খুব থারাপ।

বিলু বলল—দার্জিলিং ভ্রমণের সব আমন্দটাই মাটি হয়ে গেল। কি বল? কত আশা নিয়ে বেড়াতে এলাম কিন্তু এখন যা হ'ল তাতে প্রেমা তামাং-এর একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত এখনে চলাকরা করা খুবই বিপজ্জনক।

বাবু বলল—সত্যি। আর কপালশুণে আবহাওয়াটাও এখন এত খারাপ যে একটু ঘোরাঘুরি করে ওর পিছনে লেগে ওর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিয়ে বে যাব তাও সন্তু যৰ। এই রকম আবহাওয়ার চলাকরা করতে আমরা অভ্যন্ত নই তো।

বিলু বলল—ভোগ্সে স্বীকৃত হয়ে ফিরে আলোই আমরা হাঁপড়ায় ফিরে যাই চল।

বাবু বলল—যেতেই হবে। মাঝুদের সঙ্গে লড়াই করা যায়। কিন্তু অশ্বান্ত প্রক্টির সঙ্গে কঠক্ষণ যুক্তবো আমরা?

বাত দশটা মাগাদ বাবলুরা ধারার আমজন পেল।

ওরা যেয়ে-দেয়ে হাঁচাতে যাচ্ছে এমন সময় রূপলাল এসে হাজির  
—সোনার খিটিয়া ?

সোনার মুখ ধূয়ে এগিয়ে এল বাবার কাছে।

রূপলাল বলল—আজ ঘর যাওগে কি মেহি ? হাম তেবে নিয়ে  
শোচাত ধা।

সোনার বলল—আজ আমাদের খুব বিপদ গেছে, জান বাপি ?  
ভোঁসলদাম খুব চেট পেয়েছে। আমরাও কড় জলের মুখে পড়ে  
গিয়েছিলাম।

—কি হয়েছে ভোঁসলবাবুর ?

—কেউ মনে হয় পাথর ছুঁড়ে আমাদের মারতে চেয়েছিল।  
ভোঁসলদামকে হাসপাতালে ভর্তি করে নিয়েছে। এইসব করতে  
নিয়ে রাত হয়ে চেল বলে আজ আর ঘরে ফিরতে পারলাম না।

—আভি তো হাম আ গিয়া। ঘর যাওগে তো চেলো মেরা  
সাথ।

সোনার বাবলুর দিকে তাকাল।

বাবলু বলল—তোমার বাবা যখন নিতে এসেছেন তখন তুমি  
আর দেকো না সোনার। চলেই যাও। কাল সকালে আমরা  
বরং ভোঁসলের খবর নিয়ে তোমাদের বাড়ি বেড়াতে যাব।

সোনার ধাত মেড়ে ‘আচ্ছা’ বলে চেল গেল ওর বাবার সঙ্গে।

পরদিন যখন সকাল হ'ল তখন বাবলুরা ভাবতেও পারেনি যে  
ওদের জয় এমন দুঃসংবাদ অপেক্ষা করবে। পুলিসের একজন  
লোক এসে ওদের ঘর থেকে বার হতে একদম নিখেড় করে গেল।  
কাল মাঝ রাত্তির থেকে ভোঁসলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। জামালার  
শান্তির কাছ ভেঙে কে বা কারা ওকে অগ্রহণ করে নিয়ে গেছে।

বাবলু চমকে বলল—সেকি !

পুলিসের লোক বলল—হ্যা, তোমাদের মিরাপুরের জয় এখন  
কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর চারিদিকে জাল বিস্তার  
করে তর তর করে ঝোঁকাই হচ্ছে ভোঁসলকে।

শুনেই বাবলুর হাত পা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

পুলিসের লোক বলল—দুঃসংবাদ আরো আছে। কাল রাতে  
ভুটিয়া বন্দির কাছে পথের মধ্যে রূপলাল খুম হয়েছে। সঙ্গে ওর  
মেয়ে সোনার ছিল। তারও কোন হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। মনে  
হচ্ছে ওর বাবাকে খুম করে দ্বৃত্তা ওকে নিয়ে চলে গেছে।

বাবলু আর ধীরাতে পারল না। শুনেই ধপ করে বসে পড়ল।

পুলিসের লোক বলল—এস, পি'র নির্দেশ। তোমরা একদম  
বেরোবে না ঘর থেকে।

বাবলু বলল—সে আমরা বুকে দেখব। তবে এখুনি আমাদের  
বাড়িতে একটা টেলিফোন করার ব্যবস্থা করে দিন।

—বেশ তো, কি বলতে হবে নিখে দাও। আমরা করে দিচ্ছি।

বাবলু একটা চিরকুট ওর বাড়ির টিকানা নিখে সংক্ষেপে খবরটা  
জানিয়ে দিল বাড়িত।

পুলিসের লোক চেল যেতেই গজাননবাবু এসে বললেন—কি  
থেকে কি হয়ে গেল বলতো। রূপলালটা খুম হয়ে গেল। আর  
মেটেটাকেই বা অত রাত্তিরে তোমরা ছাড়লে কেন ? বেশ তো  
ছিল তোমাদের কাছে।

বাবলু বলল—মিয়তি। মাহলে অত রাতে রূপলালই বা আসতে  
মানে কেন ? শুধু তাই যথ। বেচারা ভোঁসল। একে মাথায়  
আঘাত পেয়েছে সে। তার ওপর.....

গজাননবাবু বললেন—ভোঁসলের আশা ছেড়ে দাও। আর  
সোনার কথাও ভুলে যাও তোমরা। এ সবই প্রেমার কাজ।  
ও যখন নিয়ে গেছে তখন ফিরিয়ে দেবে বলে নিয়ে যাবিমি।  
তোমরা এক কাজ করো, এব্র ভালয় ভালয় বাড়ি কিরে যাবার  
ব্যবস্থা করো। এই বলে গজাননবাবু চেল গেলেম।

বিলু বলল—তাই তো। কি করা যায় বলতো বাবু ?

বাবু বলল—আমার তো মাথায় কিছু আসছে না। ভোগ্ল  
যদি স্থুৎ ধাক্ক তাহলে ওর নিরদেশের জন্যে আমি শক্তি হতাম  
না। বরং ভাবতাম শাপে বর হয়েছে। যে করেই হোক পালিয়ে  
এসে আমাদের খবর দেবে ও। তাতে করে ওদের দাঁটিটা চেনবার  
সুবিধে হোত আমাদের। আর সোনারু। সে অতি সহজ সহল  
সাধারণ একটি মেয়ে। সে কি ওদের গ্রাম থেকে যিজেকে  
বাঁচিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসতে পারবে ? সে তো কেবেই ভাসাবে  
সারাক্ষণ !

বিলু বলল—কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না সোনারুকে নিয়ে  
যাবার উদ্দেশ্যটা কি ? রংপুরী খুন হ'ল কেন ? রংপুরীকে  
বাঁচিয়ে বেবে সোনারুকে নিয়ে গেলেও নাহয় মুক্তাম টাকা  
পয়সা কিছু আদায় করার মতলব আছে ওদের। কিন্তু তা তো  
করল না !

বাবু বলল—তা নয়। প্রেমা তামাং বেশ ভাল ব্যক্তিই জানে  
রংপুরীকে মেরে ফেললেও বিশ পঁচিশ টাকার পেশি পাওয়া  
যাবে না ওর কাছে। রংপুরীকে মারার পিছনে অন্য কোন  
ব্যাপার আছে। আর ভোগ্লকে নিয়ে গেছে আমরা ওর পিছনে  
লেগেছি বলে। আমাদের পক্ষ ওর সাগরের মংসুকে হত্যা  
করেছে। সেই রাগে ও চাইছে আমাদের প্রত্যেককে এক এক  
করে শেষ করতে।

বাচ্চু বিছু সভয়ে বলল—বাবুদা ! প্রেমা তামাং কি সত্তি  
সত্তিই ভোগ্লদাকে মেরে ফেলবে ?

—কি করে জানব ?

বিলু বলল—হয়তো এতক্ষণে শেষই করে দিয়েছে।

বাবু বলল—ভাটাটো সেখাবেই। সত্তিকাবের দহ্য হলে  
আদের পাশে তুল একটা বিবেক থাকে। তাদের রাগ থাকে  
এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষের ওপর। সেই রাগের বদলা যিতে

গিয়ে হয়তো অসহায় শিশুকেও বাদ দেয় না। কিন্তু প্রেমা তামাং যত  
ভয়ঙ্করই হোক ও একটা হ্যাঁচড়া গুণ। ওর শরীরে বোকা রাগ  
এবং বল বৃক্ষ দুটোই বেশি। কাজেই প্রেমা তামাং পারে না  
এমন কোম কাজই নেই। যেহেতু রংপুরীর সঙ্গে আমাদের  
যোগাযোগ আছে, সোনারু আমাদের সঙ্গে ঘোরে অতএব ওদেরকেও  
মারো।

বাচ্চু বিছু বলল—ঠিক তাই কি ?

—আগ্রান্তঃঃ এর চেয়ে অন্য কোম সিঙ্কান্তে তো আসতে পারছি  
না আমি।

একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এলো।

থেতে থেতে বিলু বলল—এই প্রথম আমাদের পরাজয়।  
হিমালয়ের কঠিন গিরিচূড়ায় এসে হেবে গেলাম আমরা। দিশাহারা  
হলাম।

বাবু হঠাৎ কি ভেবে যেন বলল—না !

—না মানে ? তুই কি এখনো বলতে চাস আমরা হারিমি ?

—হ্যাঁ। আমরা জিতেই গেছি। এবং প্রেমা তামাংই হেবে  
গেছে আমাদের কাছে।

—সেকি !

—ইয়েস। তুই আর হাঁই-য়ে কত হয় ?

—চার।

—চার আর চারে ?

—আট।

—কোম তুল নেই তো ?

—না। তাহলে এই সোজা অক্ষের মতই জেমে রাখ ভোগ্ল  
আর সোনারু আমাদের হাতের মুঠোঁয়ে।

বিলু আমন্দে লাফিয়ে উঠল—কি রকম !

—একটু পরেই দেখতে পাবি। আমি এখনি ওদের ছজবকে  
আমতে যাচ্ছি। যদি ওরা বেঁচে থাকে তাহলে ঠিক ওদেরকে ফিরিয়ে

আমৰ । যদি আমাৰ কোম বিপদ হয়, বাড়িতে টেলিআম কৰেছি । ওমাৰা এলে তোৱা বাড়ি কিয়ে বাস । অখন এক কাজ কৰ, তুই ঘৰে খেকে বাস্তু বিজু আৰ পঞ্চকে পাহাৰা দে ।

—কিন্তু ভোগল আৰ সোমাৰু কোথায় আছে তুই জানিস ? তুই যে খেতে চাইছিস ?

—আছে আছে । ওৱা আছে । ওদেৱ খুঁজে বাবু কৰবই আমি ।

—তোৱা কি মাথা ধাৰাপ হয়ে গেছে বাবু ? কোথায় খুঁজিবি ওদেৱ ? এই দৰ্শন ভয়কৰ পাৰ্বত্য এলাকায় ওদেৱ খুঁজে পাওয়া কি দ্বা তা ব্যাপার ?

বাবু হেসে বলল—ওদেৱ কাছে আমাকে পৌঁছে দেৱাৰ জন্যে আমাৰ বন্ধুৱা চাৰিদিকে অপেক্ষা কৰছে আমাৰ জন্যে । কাজেই ধাৰ মন কৰে বেৰোলে ওদেৱ কাছে খেতে একটুও অসুবিধে হবে না আমাৰ ।

বিলু আশাৰ আলো দেখে বলল—হৈয়ালি রাখ বাবু । তুই কি কৰে কি কৰতে চলেছিস বলতো দেৰি একবাৰ । আমাৰ সব মেল কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ।

—আৱে বাবা এটা বুৰাহিস না কেন, যাৱা ভোগলকে এবং সোমাৰুকে অত কাণ্ড কৰে বোকাৰ মতো ধৰে নিয়ে গেছে তাৱা তো আমাদেৱকেও এক এক কৰে আলুভাতৰে মতো তুলে নিয়ে ধাৰাৰ জন্যে ঘূৰ কৰাচ্ছে । কাজেই একা একা এই পাহাড়ৰ একটু মিৰ্জন স্থানে ঘূৰে বেড়ালে ওৱা এ টোপ গিলবেই এবং পৰম সমাদৰে আমাকে নিয়ে যাবে ওদেৱ ডেৱায় ।

—তাৱপৰ ?

—তাৱপৰ ? ছুঁচ হয়ে ঢুকতে পাৱলে কাল হয়ে বেৱতে কতক্ষণ ?

—দি আইডিয়া । ঠিক বলেছিস বাবু । তবে একটা কথা । তুই ময় । আমি যাই । পিজ । প্ৰেমা তামাং-এৰ মুখে গিয়ে একটা লাধি খেড়ে আসি ।

—এত সোজা বৈ ? ওসব কীচা কাজ কৰতে বাস না । আমি পিস্তল রেতি কৰে হিপ্ পকেটে ছুটিটা নিয়ে বেৰোছি । তুলি চুপি । সক্কেৰ ভেতৱ না ফিৰলে পুলিমকে তুই জানিয়ে দিবি । কেমন ?

বাবু উঠতেই পঞ্চ থাটেৱ তলা খেকে গা কাড়া দিয়ে বেৱিমে এলো ।

বাবু বলল—না পঞ্চ । তুমিও ময় । তুমি অহস্ত ।

পঞ্চ মুখে আওয়াজ কৰল—অঁ-অঁ-অঁট । তাৱ মানে সব ঠিক হয়ে গেছে আমাৰ ।

বাবু বলল—না । আজ আমি একাই ধাৰ ।

বিলু বলল—তাই বা কেন হবে ? যাবো তো আমাৰ সবাই যাবো ।

বাস্তু বিজু বলল—সেই ভালো বাবুদু ।

—কিন্তু তোৱা কেন বুঝিস না । পঞ্চ অহস্ত ।

পঞ্চ তথম পিছনেৰ দুপায়ে ভৱ দিয়ে সামনেৰ পা দুটি গুটিয়ে একেবাৰে মানুষেৰ মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ।

বাবু বলল—চল তৰে ।

ওৱা সবাই বেৱলো । হোটেলেৰ সামনে, বাস্তায় চাৰিদিকে পুলিস । পুলিসেৰ একজন কমন্টেইনল এগিয়ে এসে বলল—একি ! কোথায় জলে তোমাৰা ?

বাবু বলল—কোথাও না । ঘৰে বড়ত শীত কৰাচ্ছে । তাই ম্যালেৰ বেঞ্চিতে একটু বোদ্ধুৰে বসছি ।

—তা বসতে পাৱো । তবে এৱ বাইবে কোথাও যেও না যেন ।

বাবুৱা ম্যালে এসে বসল । মুখে যতই ও দুই আৱ ছইয়ে চাৰ হিসেবে কৰক মৰেৰ মধ্যে কিন্তু ও দুটিজ্ঞানৰ কড় বইছে । বেচাৰি ভোগল । কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কেমন আছে কে জানে ? আৱ সোমাৰু । মে কি বেঁচ আছে ? ওৱ মানেই কি ওৱ বাবাকে ঘূৰ কৰা হয়েছিল ? বেঁচে থাকলেও সোমাৰু যে পাগল হয়ে যাবে তাহলে । ও যে ওৱ বাবাকে বড় বেশি ভালবাসত ।

বাবুলুৰা যখন ম্যালে এসে বসল তখন চারিদিকে রোদের বল্লা  
বরে থাচ্ছে। কি চমৎকাৰ আবহাওয়া। কে বলবে যে কাল বাতে  
এই আকাশ জুড়ে পাহাড় জুড়ে অমন তাঁওৰ লীলা চলেছে।

ওদেৱ বসে থাকতে দেখে কয়েকজন সহিস বোঢ়া নিয়ে এগিয়ে  
এলো ওদেৱ দিকে—কি বোকাৰাবু! বোঢ়ায় চড়বেন? এই দিক  
নিয়ে গিয়ে এই দিক দিয়ে ঘূৰিয়ে আনব। হৃষ্টাকা সওৰাব।

বাবুলু বিলুকে বলল—ম্যাল থেকে বেরোবাৰ এই স্বৰোগ।  
নাহলে পুলিশেৰ লোকগুলো দেখতে পেলো যেতে বারণ কৰবে।

বিলু বলল—ঠিক। ঘোড়া পিঠেই চড়া যাক।

বাবুলু বাজি হয়ে গোল।

এ তো আমন্দ ভয় ময়। ম্যাল থেকে বেরোবাৰ একটা  
কোশল মাত্ৰ।

চারটে ঘোড়া আমিয়ে চারজনে চাপল।

তাই দেখে একজন কমটেকল ছুট এলো—এই কি হচ্ছে কি?  
তোমাদেৱ বললো কেম শুনছ না? নামো। ম্যালেৰ বাইৱে বেও  
না তোমো।

সহিসৰা বলল—ভয় মেই। আমৰা তো আছি। এক পাক  
ঘূৰিয়েই আমিয়ে দেবো।

খুব সাৰাধাৰে নিয়ে যাবে।

চারটে ঘোড়াকে নিয়ে চারজন সহিস এগিয়ে চলল।

পঞ্চ চলল পায়ে হিটে।

সহিসৰা ঘোড়াৰ লাগাম ধৰে সাথে সাথে চলল। ওৱা যখন  
ছোটে ঘোড়াও তখন ছোটে। ওৱা যখন ধীৰে চলে ঘোড়াও তখন  
আস্তে যাব।

এইভাবে যেতে যেতে যখন ওৱা ম্যালেৰ ধাৰ বেঁধে পিচ চালা  
পথ ধৰে অবজাৰড়োতাৰি হিলে পাক ধৰে পিছন দিকে এসেছে  
তখন হঠাৎ এক অভাৱদীয় ব্যাপার ঘটে গেল। পাহাড়ৰে একটু  
উচ্চতান থেকে অধৰা ঝুলে থাকা কোম গাছেৰ ডাল থেকে একজন

শেৰপা লাকিয়ে পড়ল বিজ্ঞুৰ ঘোড়াৰ পিঠে। তাৰপৰ ওৱা সহিসকে  
লাধি মেৰে কেলে দিয়ে বিজ্ঞুকে নিয়েই ঘোড়াৰ লাগাম ধৰে যে  
পথটা লৈবং গ্ৰামেৰ দিকে চলে গৈছে সেইসিকে ছুটল।



পাকা ঘোড় সওয়ারের হাতে পড়ে ঘোড়ার ছোটার গতি কি !

বাবলু প্রথমে একবার হকচিয়ে গেলেও তার কর্তব্য করতে সে ছাড়ল না । বিল্কে বলল—তুই শিগগির বাচ্চুকে নিয়ে পালা । এখনি পুলিসে খবর দে । আমি বিজ্ঞুর পিছু নিছি । এই বলে সহিংসের পরোয়া না করেই একক্ষণের ঘোড়ায় চড়া যেটুকু রপ্ত হয়েছিল সেইটুকু বিজ্ঞাতেই ঘোড়াকে ছুটিয়ে দিল ।

ফল হ'ল উটেটা ।

অপর্যু হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ছোটাতেই ঘোড়া দিখিদিক জোনশুয় হয়ে ছুটতে লাগল ।

সে এমন ছোটা যে বাবলুর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ল তখন

ত্বরণ সে প্রাণপন্থে আঁকড়ে রাইল ঘোড়াটাকে । ঘোড়ার লাফনিতে লাগাম হাতছাড়া হয়ে যেতে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম-গুলোকেই শক্ত হাতে শুরু করে ধৰল বাবলু । ঘোড়া তখন পাগলের মতো আকাতে লাকাতে লেবং-এর দিকে ছুটছে ।

পথ ক্রমে জোনশুয় হয়ে এলো ।

লেবং-এর চালু পথে ঘোড়া ছুটে তো ছুটছেই ।

ঞ তো দূরে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞুকে । শয়তান শেরপাটা ওকে নিয়ে পাগাচ্ছে ।

হঠাতে কি থেকে কি হয়ে গেল ।

চালু পথে ছোটার গতি সংযত করতে না পেরেই হোক অথবা ধনে পড়া লাগাম পায়ে জড়িয়েই হোক বাবলুর ঘোড়াটা চি—হি—হি—হি করে একটা বিকট আওয়াজ তুলে পাহাড়ের চালে গড়িয়ে পড়ল ।

বাবলুর দেহটাও শুরু লাফিয়ে ঠিক যেন একবার ঘূর্ণির মতো পাক থেয়ে ছিটকে পড়ল একটা ঘোপের ভেতর । বাবলু একবার উঠে ঘসবার চেষ্টা করল । পারল না । চোখ মেলে তাকাতে সব যেমন কেমন ঘোলাটে মনে হ'ল । তারপর...তারপর আর কিছু মনে নেই ওর... ।

## পাঁচ

বাবলুর যথন জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখল একটি অঙ্ককার ঘরে তক্তাপোষে পাতা বিছানায় সে শুয়ে আছে । ওর গায়ে একটা লেপ চাপা দেওয়া আছে বটে তবে তাই থেকে যে বোটকা দুর্গন্ধি বেরোছে তাতে ওর গা মাথা ঘূলিয়ে উঠেছে । বাবলু কোন রকমে গা থেকে লেপ সরিয়ে উঠে বসল । ওর সর্বাঙ্গ টাটিয়ে ছুচ হয়ে আছে । বাবলু চিকিৎসা করে বলল—আমি কোথায় ? বলেই হাফাতে লাগল সে ।

এখানে সে কিভাবে এলো, কতক্ষণ আছে, কিছুই মনে করতে পারল না । অনেক ভাবনা চিন্তার পর সকালের কথাটা তার মনে হ'ল । সে কি জীবিত ? না মৃত ? সে যেখানে আছে সেখানটা কি সত্ত্বাই অঙ্ককার ? না সে নিজে অক হয়ে গেছে ? বাবলু আবার চেঁচিয়ে উঠল—এই কে আছ ? আমার খুব খিদে পেয়েছে ।

সত্যিই খিদে পেয়েছে বাবলুর । খিদেয় ওর পেট যেন জলে যাচ্ছে ।

বাবলু আবার চেঁচাল—আমাকে থেতে দাও । আমার ঘরে আলো দাও ।

বাইরে পদশব্দ শোমা গেল । সেই সঙ্গে আলোর রেখাও ফুটে উঠল । খট খট শব্দ হ'ল একটু । দরজা খুলে গেল । উঠম হাতে থেরে ঢুকল একজন লামা ।

বাবলুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল লামাটা । হলদে কাপড় পরা শাড়া মাথা বৈক লামা । লঠনটা ঘরের মেঝেয় বসিয়ে দিয়ে কোন কথা না বলেই চলে গেল ।

বাবলু দেখল ছোট একটা খুগির ঘরে সে বন্দী । ঘরে সে একা ।

এখন যে রাত কত তা সে বুঝতে পারল না । শুধু হাড়

କିମ୍ବା ଠାଣ୍ଡା ଠକ ଠକ କରେ କିମତେ ଲାଗଲ ଦେ । ଅନେକଙ୍ଗ ବିମେ  
ଧାକାର ପରା ସଥନ କେଉ ଧାବାର ବିରେ ଏଲୋ ନା ତଥନ ଖୁବ ଭାବ  
ହୁଏ ଓର । ଓରା କି ଓକେ ନା ଧାଇରେ ମାରବେ ? ବାବଲୁ ଆମେ  
ଆମେ ଦରଜାର କାହେ ଏଥିରେ ଗିରେ ଦରଜାଟା ଟେବେ ଦେଖିଲ ମେଟା ଓଦିକ  
ଥେକେ ଶିଳ ଦେଓରା—ବାକ ।

ବାବଲୁ ସବେଳ ଭେତର ଥେକେ ଦରଜାଯ ଲାଭ ମାରତେ ଲାଗଲ—  
ଶିଗମିର ଦରଜା ଖୋଲୋ । ଖୋଲୋ ବଲାଛି । ଆମାର ଖୁବ ବିଦେ ପେଇସେହେ ।  
ଆମାକେ ଥେତେ ଦାଓ ।

କିମ୍ବା ନା । କେଉ ଏଲୋ ନା ଧାବାର ବିରେ । ଅତେବ ବାବଲୁ  
ନିଷେଜ ହେବ ଆବାର ଅସେ ଶୁଯେ ପଡ଼ି ବିଛାମାୟ । ଥିବେର ଜ୍ଞାନାୟ  
ଶାରୀ ରାତେ ଯୁମ ଏଲୋ ନା ଆର । ଜେଗେ ଜେଗେଇ କେଟେ ଗେଲ  
ମାରାଟି ବାତ ।

ପରଦିନ ମକାଳେ ଦୁଇନ ଲାଗା ଏସେ ସବେ ଚୁକଳ ଓର । ଏକଜନ  
ବାବଲୁକେ ଭାଲୋ କରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ ବେଳଳ । ତାରଗର ବଳଳ—ଗାୟେର  
ବ୍ୟଥା ମରେହେ ଏକଟୁଟ କିମ୍ବା ?

ବାବଲୁ—ନା । ଏତ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ବ୍ୟଥା ମରେ ?

ବାବଲୁର ଶରୀରେର ଅନେକ ଜାଯଗା କେଟେ କୁଟେ ଗେହେ । ମେଥାନେ ଲାଲ  
ଓୟୁଧ ମାରିବିଲେ ।

ଏକଜନ ଛଟୋ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଆର ଏକ ଗେଲୋସ ଜଳ ଦିଇସ ବଳଳ—ଏ  
ଛଟୋ ବେହେ ନାଓ । ବ୍ୟଥା ମରେ ଥାବେ ।

ବାବଲୁ—ଖାଲି ପେଟେ କେଉ ଓୟୁଧ ଧାଇ ନାକି ? କାଳ ଥେକେ  
ନା ଥେଯେ ଆଛି । ଆଗେ ଆମାକେ ଥେତେ ଦାଓ ।

ଲାମାରା ପରମପର ସ୍ଵର୍ଚ ଚାନ୍ଦାଚାନ୍ଦି କରଳ । ଏକଜନ ବଳଳ—ମେକି !  
କାଳ ଦାରେ ତୋମାକେ ଥେତେ ଦେଓରା ହୟନି ?

—ନା ।

—'ଓ । ଖୁବ ତୁଳ ହେଯେ ଗେହେ । ଠିକ ଆହେ । ଏକୁବି ବାଓରାର  
ବ୍ୟଥା ହେଇ ତୋମାର । ବଲେଇ ଚଲେ ଗେଲ ସବ ଥେକେ । ତାରପର ଏକ  
ପ୍ଲେଟ ଗରମ ହାଲୁଯା ଏମେ ବଳଳ—ବାକ ।

ବାବଲୁ ଗୋଟିଏ ମେଇ ହାଲୁଯା ଥେଯେ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଛଟୋ ଗିଲେ ନିଯିୟ  
ତୃପ୍ତିର ନିର୍ଧାର ଫେଲଳ । ତାରପର ବଳଳ—ତୋମାଦେର ଏଥାନେ ମାରାରାତ  
ଏହି ସବେ ଥେକେ ହିପିଯେ ଗେହି ଆମି । ଏକଟୁ ବାଇରେ ବୋଦ୍ଦରେ  
ବସନ୍ତ ଦେବେ ?



আগামোড়া ঘটটি কাঠের তৈরী। ঘর থেকে বেরিয়ে দালামে আসতেই দেখল এক প্রাণ্টে মন্ত একটি বুক মুর্তির সামনে দিবালোকেও সারি সারি বাতি জলছে। দালাম পার হতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের পর পাহাড়। ও একটা খেলামেলো উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়ল। এখানটা বেশ সমতল এবং মাঠ মতো। তবে এর তিনি দিকেই গভীর খাল। একদিকে একটি রাস্তা চালু হয়ে মেঁমে গেছে। এইটাই বোঝ হয় যাতায়াতের পথ।

বাবলুর হঠাৎ মনে পড়তেই ওর ঘুণগ্নানে হাত দিয়ে দেখল পিস্তলটা মেই। না খাকবাই কথা। কিন্তু ও কিছুতেই ভেবে পেল না ও এখানে কি করে এলো? দার্জিলিং থেকে এই জায়গাটা কতদূরে? এই বৌক লামারা ওকে কেন এখানে নিয়ে এসে রেখেছে? ওরা তো ওকে হাসপাতালেও ভর্তি করে দিতে পারত। তবে কি এরা বৌক ময়? এরা কি ভেকধারী? এরা কি প্রেমার লোকজন? নাকি প্রেমা এই লামাদের জোর জরুরদণ্ডি করে বাবলুকে লুকিয়ে রাখতে বাধা করেছে? বাবলুর মনে পড়ল তোষলের কথা, সোনার কথা, বিচুল্য কথা। আর কি বাবলু পারবে ওদেরকে খুঁজে বার করতে? ওরা কোথায়? কোথায় ওদের লুকিয়ে রেখেছে দুর্বল? ভাবতে ভাবতে বাবলুর মাথাটা বিম বিম করতে লাগল।

লামা ছটো ওর কাছে কাছেই আছে। স্বর্ণৎ বাবলু এখন জরুরবন্দী। এবং শয়তানের হাঁটিতেই।

বাবলু মনে মনে একটা চাল খেলে লামাদের বলল—কি সুন্দর জায়গাটা, না?

—হ্যাঁ। তোমার এখানটা ভালো লাগছে?

বাবলু হাতের আঙুল দিয়ে কপালটা সামান্ত একটু টিপে ধরে খুব চিন্তা করার ভঙ্গাতে বলল—আচ্ছা আমি এখানে কি করে এলাম বলতে পারো?

—আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়ে গিয়ে আঘাত

পেয়েছিলে। তোমার জ্ঞান ছিল না। খুব ভাগ্য ভালো যে একটা ঝোপের ভেতর পড়েছিলে তুমি। মাহলে তুমি মারা যেতে।

—ও। বাবলু বলল—আমি কোথা থেকে এসেছি?

—কেন, তোমার মনে পড়ছে না?

—না।

—তুমি দার্জিলিং থেকে এসেছ।

—দার্জিলিং! সে কোথায়?

—এই পাহাড়ের ওপারে।

বাবলু আবার অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবল। তারপর বলল—আমি আগে কোথায় থাকতুম? আমার বাড়ি কোথায়?

—মেকি! তোমার বাড়ি কোথায় সে তো তুমিই বলবে।

—লামা দুর্জন এবার মিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি মেল বলাবলি করল। তারপর বলল—তোমার নাম মনে আছে?

—না।

—নামও মনে মেই?

—আমি কিছু মনে করতে পারছি না। কিছু মনে করতে গেলেই আমার মাথায় লাগে।

—এতো ভালো কথা ময়। তুমি নাম বলতে পারছ না। বাবলু কোথায় জানে না, আমরা তাহলে কি করে তোমাকে তোমার না বাবলুর কাছে পোছে দিয়ে আসব?

বাবলু ভয়ার্ত হৰে বলল—না না। আমি বাড়ি ধাব না। আমি বাড়ি দেতে চাই না। আমি এইখানে তোমাদের কাছেই থাকব।

এমন সময় হঠাৎ সেই চালু পথটা বেয়ে একজন ভয়ঙ্কর চেহারার অধ্যাবোই এসে হাজির হ'ল দেখানে। বাবলু তাকিয়ে দেখল যে এলো সে প্রেমা তামাং। বাবলু মেল কোমলিম দেখেইনি তাকে এমন ভান করল।

ଦୋଢ଼ାଯ ଚେପେଇ ବାବଲୁର ସାମନେ ଦୋଢ଼ା ମନେତ ଏଗିଯେ ଏଲୋ  
ପ୍ରେମା ତାମାଂ—କି ଖୋକାବାବୁ, ତବିରଂ ଠିକ ଆହେ ତୋ ? କୁଛ ତକଳିକ  
ହ୍ୟା ତୋ ନେହି ?

ବାବଲୁ ଛୁଟ ଗିଯେ ଏକଜମ ଲାମାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ବଲଳ—ଓକେ ଚଳେ  
ଯେତେ ବଲୋ । ଓଅମାକେ ମାରତେ ଆସଛେ ।

ଲାମାଟା ଓକେ କାହେ ଟେମେ ମିଯେ ବଲଳ—ନା ନା । ମାରବେ ନା ।  
ଶୁଭ ଶୁଭ ମାରବେ କେବେ ତୋମାକେ ? ତାରପର ପ୍ରେମାକେ ବଲଳ—ମାଲୁମ  
ହେତୋ ହାଯ ଇମିକୋ ବେଳ ବିଗଡ଼ ଗଯା ।

—ଏ କ୍ୟାମେ ହୋ ମେହତା ?

—କ୍ୟାମେ ଆବା ? ତୋମାଦେଇ ଯେମନ ସେଥେ-ଦେଇ କାହିଁ ନେଇ ।  
ଶୁଭ ଶୁଭ ଖର ଖାରାପି କରେ ବାଜାହା ବାଜାହା ହେଲେ ଯେମେଣ୍ଡୋକେ ଧରେ  
ଏବେ ଏମନ କାଣ୍ଡ କରଲେ ସେ ମରବାଇକେ ହାଟାଲେ । ଚାରିଦିକ ତୋଳିପାଡ଼  
କରେ ଫେଲେ ଫୁଲିଲେ ।

—ଆରେ ମାରୋ ଗୋଲି । ଲେକିନ ହ୍ୟା କ୍ୟା ? ଶିରମେ ଜାଇଲ  
ଚୋଟ ଲାଗା ?

—ଚୋଟ ତୋ ଲାଗା ହ୍ୟା । ଲେକିନ ଲେଡ଼କା କୋ କୁଛ ଇଯାଦେ  
ବେହି ।

—ମଚ ?

—ମଚ, ଯରତୋ କି ଝୁଟ ? ପୁରନୋ କଥା କିଛୁଇ ମନେ ପଡ଼ଇଁ  
ନା ଓର । ନାମ ବଲତେ ପାରହେ ନା । ଭୁଲ ଭାଲ ବକହେ ।

—ହୁମ ! ଇହେ ବାତ ? ଲେକିନ ଏ ଲେଡ଼କା ତୋ ନୟର ଓହାନ  
କା ପୁରିଯା । ବହୁ ବଦ୍ୟାମ । ପ୍ରେମା ତାମାଂ ଏବାର ବାବଲୁର ଚୋଥେ  
ଓପର ଚୋଥ ରେଖେ ବଲଳ—ହୁଁ ଇଯାଦ ହାଯ ଖୋକାବାବୁ ? ମାଯଙ୍କ  
ପ୍ରେମା ତାମାଂ ।

ବାବଲୁ ବଲଳ—କେ ପ୍ରେମା ତାମାଂ ? ଆସି ଚିମି ନା ।

—ଆରେ ! ଏ ତି ଭୁଲ ଗଯା ? ତୁମହାରା ସାଥ ହାମାରା ମୂଳାକାତ  
ହ୍ୟା ଟାର ଟ୍ରେନ ମେ ।

ବାବଲୁ କାରାର ହୁରେ ବଲଳ—ଆସି କିଛୁ ମନେ କରତେ ପାରଛି

ନା । ଆମାକେ ବକିଓ ନା । ଆମାର ଖିଦେ ପେରେଛେ । ଖେତେ  
ମାତ୍ର ।

ପ୍ରେମା ତାମାଂ ଏବାର ଦୋଢ଼ାର ପିଠ ଥେକେ ଲାକିଯେ ନାମଲ । ଓର  
କିଥେ କୋଲାମୋ ବଲୁକଟା ଝାଁକାନି ଥେବେ ହୁଲେ ଟୁଲ ଏକବାର ।

ଲାମାରା ବଲଳ—ଏବେବୋ ବଲଛି ଏଦେର ହେଡ଼େ ଦାଓ ପ୍ରେମା । ଅଯଥା  
ବିପଦ ବାଢ଼ିଓ ନା ।

ପ୍ରେମା ତାମାଂ ମେ କଥାର କୋମ ଉତ୍ତର ନା ଦିଯେ ବାବଲୁକେ ବଲଳ—  
ଆମାକେ ତୁମ ପଯାହାଟେ ପାରଛ ନା ଖୋକାବାବୁ, ନା ? ଚଳୋ ଏବାର,  
ସେଥାମେ ତୋମାର ପୋନ୍ତର ଆହେ ମେଖାମେ ମିଯେ ଧାର୍ଚି ତୋମାକେ ।  
ମେଖାମେ ଗେଲେ ମୟାଇକେଇ ତୁମ ଚିମିତେ ପାରବେ ।

ବାବଲୁ ବଲଳ—ନା । ଆସି କୋଷାଓ ଧାର ନା ।

ପ୍ରେମା ବାବଲୁର ଏକଟା ହାତ ଧରେ ପ୍ରାୟ ଟାନତେ ଟାନତେଇ ମିଯେ  
ଗେଲ ଓକେ । କାଳ ଶାରାରାତ ସେ ସବେ ଛିଲ ବାବଲୁ ମେଇ ସବେର  
ଭେତରେ । ତାରପର ମେଖାମେ କଜା ଅଟା ଏକଟା ଭାବି କାଠେର  
ଡାଳ ତୁଳତେଇ ଧାପେ ଧାପେ ମେମେ ଧାଓ୍ଯା ଏକଟା ପିଂଡ଼ି ଦେଖିତେ  
ପେଲ ଓରା ।

ପ୍ରେମା ବଲଳ—ଉତ୍ତରୋ ।

ବାବଲୁ ନାମଲ । ପ୍ରେମା ଓ ନାମଲ । ଶାମାରା ବାଇରେଇ ଛିଲ । ତାରା  
ଆର ଭେତରେ ଏଲୋ ନା ।

ପିଂଡ଼ି ମିଯେ କଥକ ଧାପ ନାମତେଇ ଏକଟା ଶିକଳ ଦେଓୟା ଧର ଦେଖିତେ  
ପେଲ ଓରା । ମେଇ ସବେର ଶିକଳ ଖୁଲେଇ ପ୍ରେମା ବଲଳ—ଉଥାର ମେଥେ ।  
କୋମ ହାଯ ଓ ଲୋକ ?

ବାବଲୁ ଅବାକ ବିଶ୍ୟାର ବଲଳ—ଓରା କାରା !

—ତାଙ୍କର କି ବାତ । ନିଜେର ଲୋକକେ ଚିନତେ ପାରଛ ନା ?  
ବାବଲୁ ବଲଳ—ନା ।

ବାବଲୁ ଶୁଖେ ନା ବଲଳରେ ଚିମିତେ ସେ ଟିକିଇ ପାରଛେ ସବାଇକେ ।  
ଭୋଷଳ, ମୋନାରୁ, ବିଜୁ । ଏଦେର ଚିମବେ ନା ତୋ କାନ୍ଦେର ଚିମବେ ବାବଲୁ ?

ପ୍ରେମା ବଲଳ—ଆଜାହ କରକେ ଦେବୋ ।

মাথায় ব্যাঞ্জে বাঁধা তোপ্পল উল্লিখিত হয়ে বলল—বাবলু তুই !  
তোকেও ধরে এনেছে এরা ?

সোনারু আৰ বিজু এক সঙ্গে বলে উঠল—বাবলুনা !

বাবলু সভৱে প্ৰেমাকে জড়িয়ে ধৰল—আমাকে ওপৰে থিয়ে  
চলো। শিগগিৰ ওপৰে থিয়ে চলো আমাকে। ওৱা আমাকে  
মারতে আসছে।

—কাহেকো মাৰেগো তুমকো ?

বাবলু বলল—না। ওৱা আমাকে মাৰবে। তুমি শিগগিৰ তোমার  
এটা দিয়ে মেৰে কেলো ভদৱে। বলেই বাবলু শক্ত কৰে চিপে ধৰল  
প্ৰেমার বন্দুকটাকে।

প্ৰেমা বলল—আৱে ছোড়ো ভাই। হঁশ মে আও। ও তুমহারা  
দোস্ত হাতা।

বাবলু বলল—না। ওৱা আমার কেউ নহ।

বিজু হতচকিত হয়ে বলল—বাবলুনা !

—না না। আমি কাৰো দাদা নহি।

ভোঞ্চল বলল—বাবলু ! কি হ'ল তোৱ বাবলু ? তুই আমদেৱ  
চিমতে পাৰছিস না ? আমৰা যে তোৱই আশাতে বসেছিলাম।  
ভাবছিলাম তুই বিশ্চয়ই আসবি এবং আমদেৱ উক্তাৰ কৰবি।  
কিন্তু একি হ'ল তোৱ বাবলু ?

বিজু তথম কাজা শুৰু কৰে দিয়েছে।

আৰ সোনারু ? সে বাক্তব্যা। শক্ত। দেৱ মিশ্রাগ একটি  
পুতুল মেয়ে।

ভোঞ্চল বলল—আমাৰ মনে হচ্ছে ওৱা নিশ্চয়ই তোকে কিছু  
খাইয়ে পাগল কৰে থিয়েছে।

বাবলু প্ৰেমা তামাং-এৰ বন্দুকটা প্ৰায় ছিনিয়ে নিয়েই এক পা এক  
পা কৰে পিছাতো লাগল—খৰদার। খৰদার কেউ আসবে না  
আমাৰ সামনে। আমাৰ সামনে যে আসবে আমি তাকেই গুলি  
কৰব।

বাবলুৰ মূৰ্তি দেখে প্ৰেমা একটু হকচকিয়ে গেল—আৱে ! একি  
কৰছ। ওটা কেলা কৰাৰ জিমিস নহ। ওটা দিয়ে দাও খোকাবুৰ।  
ওৱা ভেতৱে গুলি পোৱা আছে। অ্যায়মা মাং কৰো।

বাবলু বলল—জানি। আৰ জানি বলেই কোশলে ওটা থিয়ে



বিয়েছি তোমার কাছ থেকে। এই শুলি দিয়েই তোমার বুকের কলজেটাকে আমি চুরমার করে দেবো।

—ও। তুমি তাহলে এতক্ষণ মাটক করছিলে আমার সঙ্গে ?

—তবে কি তুমি ভেবেছিলে আমি সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি ? এতক্ষণ আমি অভিনয় করছিলাম শুধু।

ভোষল উলামে লাফিয়ে উঠল—সাবাস বাবলু !

বিচ্ছু চেঁচিয়ে বলল— আর একটুও দেরি কোর না বাবলু দালাও শুলি ।

বাবলু তখন পিছু হটে হটে এমন একটা জাহাগায় গিয়ে পাঁচিয়েছে যেখানে প্রেমার সাথী নেই বাঁদিয়ে পড়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয় ।

বাবলু একবার শুধু ভোষলকে ইশারা করল। চতুর ভোষলের সে ইঙ্গিত বুকতে দেরি হ'ল না। চকিতে সোমারু আর বিচ্ছুকে ছেঁচা টামে টেমে দিয়ে বাবলুর পিছনে চলে এলো সে ।

প্রেমা তামাং হাঁ করে চেয়ে আছে বাবলুর দিকে ।

বাবলু বলল—একদম চঁচামেটি কোর না প্রেমা তামাং। জন্মী ছেলেটির মতো চূঁচাপ বসে থাকো। তোমাকে আমি মারব না। যদি এখান থেকে পালাতে পারি তাহলে পুলিস এসে তোমার যা করার করবে ।

এই বলে ওরা দ্বরের বাইরে এসে দরজায় শিকল তুলে দিল। তারপর ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কাঠের ডালাটা চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ল। এবার লামা দুটোর চোখে মূলো দিয়ে পালাতে পারলেই বিপদ থেকে মুক্ত ।

এই দৱে কাল বন্দী ছিল বাবলু। প্রথমেই ও নিজের পিস্তলটা উকার করার জন্য সারা ঘর তরু করে গুঁজল। কিন্তু না। কোথাও নেই সেটা। দালামের শেষ প্রাণে প্রভু বুকের শুর্তি। একটা দেয়ালের হকে টুপির মতো দুটো শাড়া মাথার ক্যাপ আঁটকানো। বাবলু হাঁটাদেখল সেই লামা দুটো পাশের ঘর থেকে

বেরিয়ে এলো। ওদের মাথা চুলে ভর্তি। পরমে ফুল প্যাট। লামারা দালামে এসে প্যাটের পায়া গুটিয়ে হলু রঙের কাপড়টা আগমা থেকে নিয়ে বেশ কাঙ্গা করে পরল। তারপর সেই ক্যাপ দুটো মাথায় এঁটে আবার বৈক শ্রমণের ভেক ঘরে বুক শুর্তির দিকে এগিয়ে গিয়ে টুকটাক কিছু কাজ করতে লাগল ।

বাবলু দরজার আঢ়াল থেকে উকি দেবে ওদের লক্ষ্য করতে করতে বখন দেখল ওরা এদিকে পিছন হয়েই সব কিছু করছে তখন চুপি চুপি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তারপর ইঙ্গিতে সোমারু, ভোষল ও বিচ্ছুকেও আসতে বলল ।

ওরা নিঃশব্দে বাইরে এসে দেখল প্রেমার ঘোড়াটা এক জাহাগায় বাঁধা আছে ।

বাবলু করল কি সর্বাঙ্গে ওর বাঁধনটা খুলে দিল। ঘোড়াটা তখন লেজ নেড়ে নেড়ে মেরে আমন্দে মাথাটা চুলিয়ে হাঁটাং খুব জোড়ে ছেঁটা আরম্ভ করল ।

এখানে এই প্রশংসন হান্টকুর তিম দিকে থাদ। একদিকে পথ। বাবলুরও ঘোড়ার পিছু পিছু সেই পথ ধরল। অধ-গুরের শব শুনে লামা দুটো ছুটে এলো তখন। তারপর ওদের পালাতে দেখেই চিঙ্কার করে উঠল—আবে ! এ লেড়কা লোক ভাগতা ক্যাগেসে। ঘোড়ে কো বসি খুল দিয়া কোন। বলে যেই না ওদের দিকে ছুটে আসতে থাবে বাবলু অমনি বন্দুক চিংচিয়ে তাগ করল ওদের দিকে। তারপর ত্রিগার চিপতেই 'ডড়াম'। জানলার কাচের সার্পি ভেড়ে করে ছুটে পেল শুলি। ওরা এই অবস্থাতেই মাটিতে শয়ে পড়ে কোন রকমে শুলির থেকে বাঁচাল নিষেদের। তারপর প্রাণপন্থে ছুটল ঘরের দিকে ।

বাবলু বলল—ভোষল, আমি বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাই আর ওরা ঘরে ছুকলেই তুই শিকলটা তুলে দে ।

পরিকল্পনা মতো তাই হ'ল ।

লামা দুটো ঘরে ঢুকে দুম করে দরজা। বক্ষ করে দিতেই ভোষল ঘরের শিকল তুলে দিল ।

বাবলু বলল—তাড়াতাড়ি আয়। এই সুযোগে যতটা পালতে পারি।

তোমাল বলল—আবার তায় কি! সব কটাই তো বন্দী।

বাবলু বলল—ও কতক্ষণ? ওরা খুনি গিয়ে প্রেমাকে মুক্ত করবে। তারপর আমলা দরজা ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

বিজু বলল—আসলে ঘোড়াটাই গোলমাল করে দিল। তুমি সাত তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে খুলে দিতে গেলে কেন বাবলুনা?

—ক্রটাই ভুল হ'লুৱে। আসলে আমি ভেবেছিলাম আমরা পালাবোৱ পৰ যথন ওৱা টেৱ পাবে তথন আমাদেৱ তাড়াতাড়ি খুঁজে বাৱ কৱাৰ জন্য ঘোড়াটাৰ সাহায্য যেন না পায়। কিন্তু ঘোড়াটা যে অমু কাণ্ড কৱবে তা কে জাবত? বলতেই ওৱা ছেটা শুনু কৱল।

পাহাড় থেকে নামার পথ ঢালু। ঢালু পথে কখনো ছুটতে নেই। মাধ্যাকৰ্কশেৱ টানে যে কোম মুহূৰ্তে গড়িয়ে পড়াৰ সংজ্ঞাবন। বাবলু তাই সাবধান কৱে দিল সকলকে।

বেশ কিছুটা বেশে একটা বৰ্ক ঘোৱাৰ পৰই দূৰেৱ পাহাড়েৰ গাছেৱ সাজাবোৱ বাড়ি চোৱে পড়ল সকলেৱ।

সোনাকু বলল—আমৰা দার্জিলিং থেকে খুব বেশি দূৰে নেই।

বাবলু বলল—কি কৱে জানলো?

—ঞ তো দার্জিলিং দেখা যাচ্ছে।

ভোম্বল বলল—কিন্তু ও তো অনেক দূৰেৱ পাহাড়। ওখানে দাবো কি কৱে?

—ৰোপওয়ে আছে।

—ৰোপওয়ে তো বক্ষ।

—ৰোপওয়েৱ বক্ষ থাকলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে আমাদেৱ। একচু কট হবে অবশ্য। তবে আমি নিয়ে যেতে পাৱৰ।

এমৰ সময় হঠাৎ পিছন দিকে কাদেৱ যেন ছুটে আমৰ পদশব্দ শোৰা গেল।

বাবলুৱা কথা বক্ষ কৱে চকিতে শুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথৰেৱ আড়ালে।

একটু পৰেই ওৱা দেখতে পেল নেই লামা ছজন হস্তদণ্ড হয়ে ঢালু পথ বেয়ে মেমে আসছে। ওৱা নিঃসন্দেহে ওদেৱকেই খুঁজতে বেৰিয়েছে। কিন্তু মুসকিল হল ওৱা পথ পাব হয়ে নেমে গোলোও বাবলুৱা পাথৰেৱ আড়াল থেকে সৱে এলো না। কেন না এই একটি মাত্ৰ পথ। ওৱা কিবে না আসা পৰ্যন্ত বা অনেক দূৰ না যাওয়া পৰ্যন্ত আকৃপকাৰ কৱলেই বিপদ। তাই ওৱা চুপচাপ শুকিয়ে বসে রইল।

হঠাৎ ভোম্বলেৱ চিৎকাৱে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। পিছন কিবে দেখল ভোম্বল নেই।

ভোম্বলেৱ গলা কয়েক হাত দূৰ থেকে শোনা গেল—বাবলু!

ওৱা দেখল প্রেমা তামাং কথন যেন চুপি চুপি এসে ভোম্বলকে পিছন থেকে টেমে নিয়ে শক্ত কৱে টিপে ধৰে বেশ কয়েক হাত দূৰে হাড়িয়ে আছে। ভোম্বল দাপাদাপি কৱে চেষ্টা কৱছে ওৱা কৱল থেকে নিজেকে ছিনিয়ে মেৰাব। কিন্তু কিছুতেই পাৱছে না। প্রেমা তামাং বলল—আভি বন্দুক বাৰ দো খোকাবাৰু।

বাবলু বলল—আগে তোমার মাথাৰ খুলিটা আমি ঘড়াৰ তাৰপৰ বাৰৰ।

প্রেমা তামাং বলল—উসমে ফাইল ক্যা? আমাৰ দিকে গুলি ছুঁড়লে তোমাৰ দোক্ষতাই মৱবে আগে। বলেই ভোম্বলকে একেবৱেৰে বুকেৱ কাছে টেমে নিয়ে বলল—না ও ভাই, চালাও গোলি।

বাবলুৱ হাত আৰ উঠল না। যেমনকাৱ বন্দুক তেমনি ধৰাই রইল।

ভোম্বল প্রেমাৰ কাছ থেকেই টেচিয়ে বলল—বাবলু তোৱ পিছন দিকে চেয়ে দেখ।

বাবলু ঘুৰে তাকিয়েই দেখল নেই লামা ছুটো কথন যেন নিঃশব্দে উঠে এসেছে। সম্ভবতঃ প্রেমাৰ গলাৰ দৰ শুনেই কিবে

এসেছে ওৱা। ওৱাই প্ৰেমাকে বৈক মঠেৰ বক ঘৰ থেকে মৃত্যু কৰেছে এবং তাৰপৰ জানলা দৰজা ভেঙে অথবা অগ্নি কোন গোপন দৰজা দিয়ে বাইবে এসেছে। এখন কি আৱ এদেৱ থক্ষৰ থেকে মিজেদেৱ রক্ষা কৰা যাবে?

লামাৰা বলল—ফিক মো বন্দুক।

বাৰলু একজনেৰ দিকে বন্দুক তাগ কৰে বলল—দিছি। একটু সুৰ কৰো। বলেই টিগাৰ টিগল বন্দুকেৰ। অমনি পাহাড় ও বনছুমি কৌপিয়ে প্ৰচণ্ড একটা শব্দ হল শুড়ু ম।

আৱ নেই শব্দেৰ সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে যেন শুড় হল দারুণ একটা ঘৰ ঘৰ শব্দ। অৰ্থাৎ বোপওয়েৱ। বোপওয়ে কি চালু হয়েছে? হোক। বেল পাকলে কাকেৱ কি? বাৰলুৰ গুলি থেয়ে একজন লামা মৃত্যু পুৰণে পড়তেই অপৰজন পিছিয়ে গেল।

প্ৰেমা তামাং তথনও শক্ত কৰে ঘৰে আছে ভোৰ্সলকে—আতি বন্দুক ফিক মো খোকাৰু। যায় কুছ মেহি কিয়েগো। সবকো ছোড় দেজে যায়।

বাৰলু বলল—আগে ভোৰ্সলকে ছাড়ো।

—মেহি। পহলে তুম বন্দুক ছোড়ো।

—না প্ৰেমা তামাং। তুমি একজন ত্ৰিমিশাল। তুমি খুঁটি। আমি তোমাকে বিশাস কৰি না। আগে তুমি ভোৰ্সলকে ছাড়ো। তাৰপৰ বাপেৰ বাটাটাৰ মতো হয় তুমি বুলেটেৰ মুখে বুক পেতে দাও ঘৰতো ধৰা দাও পুলিসেৱ কাছে।

প্ৰেমা এৰাৰ বজ্জচনুতে বলল—ও বাত ছোড়ো। জলদি বন্দুক ফিক মো। মেহি তো ইনিকো ফিক দেগা খাদ মে। মেৰা নাম প্ৰেমা তামাং।

ভোৰ্সল চেঁচিয়ে বলল—বাৰলু, বৰৱদার বন্দুক দিস না। আমি শৱতামাটাকে এমনভাৱে জড়িয়ে ধৰে আছি যে আমাকে ফেলতে গেলে ও মিজেই মৃত্যু পুৰণে পড়বে।

ভোৰ্সলেৰ কথা শ্ৰেণ হৰাৰ সঙ্গে সঙ্গেই প্ৰেমা তামাং এক ঝটকায়

ভোৰ্সলকে এক পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে সাকিয়ে পড়ল বাৰলুৰ সাময়ে। তাৰপৰ বাৰলুকে কোন কিছু বুকে ঝঠবাৰ সময় না দিয়েই বন্দুকটা কেড়ে বিতে গিয়ে চিৎকাৰ কৰে উঠল। কেম না আচমকা টিগাৰে চাপ পড়ে যাওয়ায় বন্দুকেৰ গুলি ছিটকে গিয়ে প্ৰেমাৰ ডাম দিকেৰ কাঁদে লেগোৱে।

প্ৰেমা তামাং মন্ত্ৰণালয় আ—আ—আঁ কৰে উঠল।

যে লামাটা একজন পিছিয়ে ছিল মে এৰাৰ সাহস কৰে ছুট এসে বৰ্ণপৰিয়ে পড়ল বাৰলুৰ ওপৰ। ওৱা হাত থেকে বন্দুক মে কাঢ়াবেই।

আৱ একটা গুলি ছিটকে গেল। এটা অবশ্য কাৰো গায়ে লাগল না।

একদিকে ভোৰ্সল এবং অপৰদিকে সোনাকু ও বিছু নৌৰেৰ দেখছিল সব কিছু।

প্ৰেমা তামাং বী হাতেৰ চেটো দিয়ে ডাম কাঁধেৰ ক্ষতহান টিপে থৰে মন্ত্ৰণালয় অস্থিৰ হয়ে থাচ্ছিল।

ভোৰ্সল একটা বড়সড় পাথৰ কুড়িয়ে আক্ৰমণকাৰী লামাটাৰ মাথাৰ সংজোৱে মাৰল এক ঘা। এক ঘা-ই যথেষ্ট। লামাটা বাৰলুকে ছেড়ে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

অনুৰে দণ্ডযামন প্ৰেমাকে লক্ষ্য কৰে এৱা সৰাই তথন এক জোটে ছোট বড় মুড়ি পাথৰ কুড়িয়ে ছুড়তে লাগল।

প্ৰেমাৰ ডাম হাতটা মস্তুৰ অৰশ। বী হাতেৰ সাহায্যে কোন কৰকমে সেই নিষিঙ্গ মুড়ি পাথৰগুলোকে আটকাৰাব চেষ্টা কৰতে কৰতে কৰতে বলল—মাং মাৰো। এ খোকাৰু, মাং মাৰো হামকো। মৰ যায়েগো।

ভোৰ্সল বলল—মৃত্যুকে তোমাৰ বড় ভয় না? যথন পাথৰ ছুঁড়ে আমাৰ কপাল কাটিয়েছিলে তথন বোধ হয় ভাৰতে পাৱেৰি এই পাথৰ আমাৰাও ছুঁড়ে তোমাৰ কপালে? যথন পাথৰ চাপা দিয়ে আমাদেৱ পঞ্চকে মাৰতে গিয়েছিলে তথন নিশ্চয়ই মনে হয়নি আমাৰা কথমো এৱ প্ৰতিশ্ৰূত মেবো বলে?

বন্দুকের গুলি লাগা প্রেমার সীথি থেকে বার করে রক্ত পড়ছে তখন। তার ওপর যুবে মাঝায় নিষিদ্ধ পাথরের আঘাতে কেটে যাওয়া জাগাগুলো থেকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে রক্ত পড়ছে। প্রেমা বলল—শোন খোকাবাবু। আমার বাত্ত তো শোন। এ কাম হামারা নেই। আমি কোন বাচ্চা হেলেকে মারি না। তুমহারা কুস্তি মংশুকা জান লে গিয়া। ইসি লিয়ে মংশুকা ভাই রংপুরে অ্যায়সা কাম কিয়া। এ কাম করনেকে লিয়ে বহুৎ মামা কিয়া থা হাম। রংপুরালের বিটিকে জিজেস করো। ওর বাবাকে আমি মারিনি। তোমার দোষকে জিজেস করো, এন্দিম রাতে আমি ওকে নিয়ে যাইনি। ঝুটুটু আমি মানুষ মারি না।

বাবলু বলল—বুঝলাম। কিন্তু আমি জানতে চাই রংপু কোথায়? তার সঙ্গে আগাম একটু বোঝাপড়া আছে।

এমন সময় ডয়কুর চেহারার একজন শ্রেণী বন্দুক হাতে ছুটে এলো সেখানে—রংপু যায়ছে। হামারা ভাইকা খুন কা বদলা হাম খুন সে লে লেগো। তুম সবকো মরণে পড়েগো খোকাবাবু। তোমাদের সবাইকে একটা ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারব আমি। তবেই আমার রাগ থাবে।

বাবলু বলল—তোমার ভাই খুনি। একটা বাচ্চা মেরেকে সে তুলে নিয়ে ঢলে যাচ্ছিল। তাই আমরা তাকে বাধা দিয়েছিলাম। তখন সে আমাকে মারতে আসছিল বলে আমাদের কুকুর তার টুঁটি ছিঁড়ে নিয়েছিল।

রংপু বলল—এখন আমিও যদি তোমাদের সেই কুকুরটাকে কাছে পাই তাহলে এমনি করে তার টুঁটিটাকে আমি ছিঁড়ে ফেলব। বলে হাত মুঠে করে কঙ্গি সুরিয়ে এক অন্তু ভঙ্গী করল রংপু। তারপর বলল—কোথায় তোমের কুকুর?

বললার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুর গলা শোনা শো—তো! তো! তো! আমি এসে গেছি।

রংপুর পিলে চৰকে উঠল—অ্যা! আমিয়া? কীবা সে আয়া?

বাবলুরাও অবাক। সত্যিই তো! কোথা থেকে এলো পঞ্চু?

বাবলু বলল—তুমি ওকে যদের বাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলে, আমার মনে হচ্ছে ও সেখান থেকেই কিরে এসেছে তোমাকে নিয়ে থাবে বলে। এবার তুমি থাবার জন্যে তৈরী হও।

প্রেমা চিৎকার করে বলল—হঁশিয়ার রংপু। ও কুস্তি ব্রহ্ম প্রত্যনক হায়। ভেরি ডেঞ্জারাস।

রংপু সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল উঠিয়ে বলল—ম্যায় উসদে জায়লা ডেঞ্জারাস হ। আভি ফায়সালা হো থারেণ্ডা।

পঞ্চু তখন ছুটে এসে রংপুর মুর্বামুরি হাড়িয়েছে। পঞ্চুকে দেখে বাবলুর দেহে বেন অহুরের শক্তি কিরে এলো। সাহসে তরে উঠল বুক।

রংপু তো এই স্বেচ্ছাই খুজছিল। পঞ্চুকে দেখে এবং সামনা-সামনি পেরে বন্দুক তাগ করল সে।

বাবলু চোখের পলকে রংপুর ট্রিগার টেপেবার আগেই খিজের বন্দুকটা সিলে সঙ্গেরে ওর হাতের ওপর মাল এক দা। রংপুর হাত থেকে বন্দুক ছিঁটিকে পড়ল। ওরই মধ্যে ট্রিগারে চাপ গড়ে গেছে। ‘গুরু’ শব্দ করে লক্ষ্যভূত গুলিটা পাহাড়ের একটি পাথরে ধাক্কা থেকে সূরে এসে লাগল অভিত্ত খিতৌয়া লামাটার গায়ে।

বিজ্ঞ রংপুর ওপর সংগৰ্জনে ঝাপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বেগতিক দেখে প্রেমা তখন মাঠের দিকে ছুটল। পঞ্চুর আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে রংপু ও ছুটল সেদিকে।

বাবলুরাও যাওয়া করতে থাবে এমন সময় দূর থেকে বিলুর কঠসুন্দর শোনা গেল—বাবলু! আমি এসে গেছি।

বাবলু হেকে বলল—আমরা সবাই টিক আছি। তুই সাবধানে আয়। বাচ্চ কোথায়?

বাচ্চ ও আছে।

ভোষল তখন রংপুর বন্দুকটা ঝুড়িয়ে আমল। বাবলুর হাতে

প্রেমার বন্দুক তো আছেই। বিলু আর বাচ্চু ওদের কাছে এলে ওরা সবাই দলবক্ষ হয়ে মঠের দিকে ছুটল।

প্রেমা ও রংপু তখন অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। পঞ্চ সমানে তাড়া করে চলেছে ওদের।

বাবলুরা ও মারযুধি হয়ে ধাওয়া করল। বাবলু, বিলু, ডোলু বাচ্চু, বিছু, সোনার সবাই।



রংপুর হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে পড়ল... [ পৃঃ ২৫

ছুটতে ছুটতে বাবলু বলল—খুব তালে পঞ্চকে পাওয়া গেছে। কিন্তু আমরা যে এখানে আছি তোরা কি করে আমতে পারলি ?

বিলু বলল—বাচ্চু আর আমি কাল থেকে ঠায় গজাননবাবুর টেলিক্ষেপটা নিয়ে চারিমিকে নজর রাখছিলুম। আজ সকালে হঠাৎ দেখি এই পাহাড়ে একটা মঠের সামনে ছজন লামার কাছে তুই দাঢ়িয়ে। তারপরই দেখি বীরপুরুষের মতো ঘোড়ায় চেপে প্রেমা তামাং এসে জুটল। তোকে কি যেন বলল ও। বলে ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। আর বিছু দেখিমি। তাড়াতাড়ি একটা চিঠি লিখে টেলিলের ওপর রেখে বাচ্চু আর পঞ্চকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। প্রথমেই এলাম রোপওয়ে স্টেশনে।

—কিন্তু রোপওয়ে তো ব্যক্ত ছিল।

—আমরাই চালু করলাম।

—তোর বাহাহুরি আছে বলতে হবে।

—এমনিতে হয়নি। পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়েছে। তাছাড়া এখনে আমাদের নিয়ে যে সব ঘটনাগুলো ঘটেছে তা তো কারো অজ্ঞান নয়। তাই আমাদের বিপদের কথা বলতেই রাজি হয়ে গেল ওরা। আমি ওদেরকে বলে এসেছি পুলিসে ব্যবর দিয়ে দেবার জন্য।

ওরা ছুটতে ছুটতে ইকাতে ইকাতে ওপরে উঠে আলো। এই সব খাড়াই জায়গায় এমনিই ঝঠা ধায় না। তায় ছেটা। মনে হচ্ছে যেন বুকের রক্ত মূৰ দিয়ে উঠে আসবে। ওপরে উঠে সবাই ইকাতে লাগল।

বৌক মঠের সামনে সেই প্রশংসন সমতলে শুরু হ'ল পঞ্চর খেলা। কাউকে কামড়াল না কিছু করল না শুধু ঘেউ ঘেউ শব্দে তাড়া করে রংপু ও প্রেমাকে এদিক থেকে ওদিক এবং ওদিক থেকে এদিকে ছুটিয়ে মারতে লাগল।

পঞ্চু ভয়ঙ্কর আক্রমণে প্রেমা ও রংপু শিশাহারা।

ডোলু বলল—আর দেরি যখ বাবলু, পুলিস আসার আগেই শেষ করে দে ছাটকে। নাহলে পুলিস এদের ধরলেও কোর্টের বিচারে এদের দেল হবে। তারপর জেল থেকে বেগিয়ে এলে আমার যা কে তাই হয়ে যাবে এরা।

সোনার হঠাতে চোখ মুখ লাল করে হিঁস্যুত্তিতে বলল—না বাবুদা। তোমার দুটি পাখে পড়ি। ও কাজ কোর না তুমি। এ শ্রতিনদের জন্যে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি। আমার প্রতিশোধ নেবার এই শুব্দেগ। ওদের মরণ আমার হাতেই ঘটে দাও।

বাবু বলল—না সোনার। একমাত্র আস্তরাক্ষির সময় ছাড়া কোন অবস্থাতেই আইনটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়।

তোমার বলল—আরে রেখে দে তোর আইন।

বিলু বলল—আর কেন? পুলিস তো এলো বলে।

বাবু বলল—তাছাড়া শাস্তি যা হবার খবেট হয়েছে ওদের।

কিন্তু সোনারুর তথম অন্য রূপ। সে উন্মাদিবীর মতো হাতের সামনে ছেট বড় পাথরের টুকরো যা পেল তাই নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল রংপুকে।

পঁপুর ভয়ে রংপু কিছুই করতে পারল না। হাড়িয়ে মার খেতে লাগল শুধু।

সোনার একটা পর একটা পাথর কুড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ওর দিকে।

প্রেমার সারা দেহ রক্তে ভাসছে। রংপু রক্তস্থাপ্ত।

সোনারুর একটা নিকিপ্ত পাথর হঠাতে রংপুর নাকে এসে লাগল। মুখ ধূবড়ে পড়ে গেল রংপু। তার আর উচ্চে হাতাবারণ ক্ষমতা রইল না। সেই স্মৃতিগে সোনার আরো একটা বড়সড় ভারী পাথর এনে ওর মাথার কয়েক দ্বা নিয়ে একেবারে গুঁড়িয়ে দিল মাথাটাকে।

রংপুর প্রাণহীন দেহটা পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সোনার এবার হৃহাতে ওর মুখ চেকে ডুকরে কেইনে উঠল—  
বাবুজি...আমার বাবুজি...।

বাক্ষ বিজ্ঞ ওর কাছে গিয়ে সাস্তনা দেবার জন্য হৃহাতে জড়িয়ে  
ধরল সোনারকে।

প্রশ়ংস্ত সমতলের ওপর তথম দলে দলে পুলিস এসে জড় হচ্ছে।

পঁপু প্রেমা তামাকে ছেড়ে রংপুর কাছে এলো। তারপর ওর মুখে মুখ নিয়ে একটু শুরুকে দেখে ওর মুকের ওপর উচ্চে পুলিসগুলোর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—ভোঁ ভোঁ।

পুলিস এসে রক্তস্থাপ্ত প্রেমার হৃহাতে হাতকড়া পরাল।

## আমার কিছু কথা

আমার একটা স্মপ্তের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে ।

ছোটবেলা থেকেই আমার বইগড়া অভ্যাস । আমার গড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দারী', তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি

হইনি তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি, সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুজতাম, কিন্তু এক মুর্ছন্না ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মুর্ছন্নাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্রম্য সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীণের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন, তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর

বিজ্ঞাপন আছে, যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ, মাসে একবারই, তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন, তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার ।

যদি সফটওয়্যার দরকার হয়, তাহলে যান <http://www.download-at-now.blogspot.com/> এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত ।

কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন, আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৮৫৫৫৪১

ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com